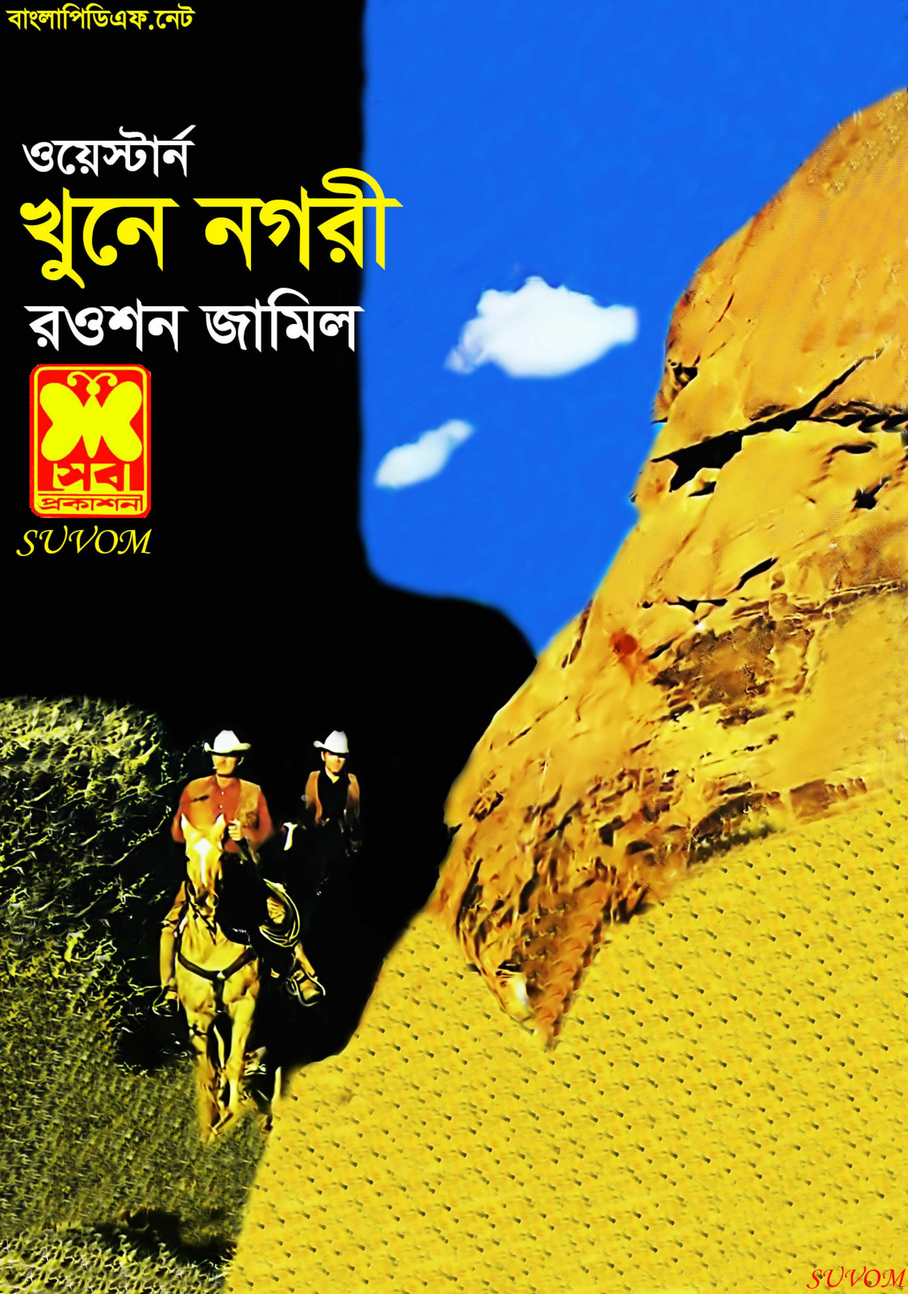
ওয়েস্টার্ন

খুনে নগরী

রওশন জামিল

সেবা প্রকাশনী



ওয়েস্টার্ন

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

খুনে নগরী

রওশন জামিল

মাইক ব্যারি ব্যাংক ডাকাত, কেরানিকে হত্যা করেছে।
দুজন প্রত্যক্ষদর্শী হলফ করে বলল আদালতে।
ওর ঘোড়া স্যাডল আর রাইফেলও
পাওয়া গেছে অকুস্থলে।
অথচ মাইক নির্দোষ। ঘটনার সময় বহু দূরে ছিল সে,
যদিও এর প্রমাণ তার কাছে নেই
কিন্তু আদালত চায় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ—
এবং সেটা তারা পেয়েও গেল।
কেউ একজন ফাঁসিকাঠে লটকাতে চাইছে মাইককে।
কী স্বার্থ তার?
মাইক স্থির করল এ রহস্য ভেদ সে করবেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন ১০০

খুনে নগরী

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রওশন জামিল

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8100-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

রচনা বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KHUNAY NOGOREE
By Raoshan Jamil

সেবা প্রকাশনী

সাতাশ টাকা


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

খুনে নগরী

রওশন জামিল

ওয়েস্টার্ন

খুনে নগরী

রওশন জামিল

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়; গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

এক

গ্র্যান্ড মেসার পাদদেশ স্ক্রাব সিডার বনে ঘেরা। ঢালের নিচে রওনা হল মাইক ব্যারি, গাছপালার ভেতর দিয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এল। ওর চোখের পর্দায় সামনের পঞ্চাশ মাইল এখন অবারিত। আনকম্প্যাগ্রি উপত্যকার দূরপ্রান্তবর্তী তুষার আবৃত পাহাড়চূড়াগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনতিদূরে, গানিসন্ রিভার অভিমুখে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঢেউ খেলান তৃণপ্রান্তর। উপত্যকা আর নদীর সন্ধিতে কটনউডের ছায়ায় দাঁড়ান ছোট্ট সুন্দর শহর ডস রিওস।

এটাই সেই জায়গা। মাইকের নীল চোখে বিশ্বাসের দ্যুতি। *ঘাস পানি আছে প্রচুর। শিকারের অভাব নেই। আমি ওদের লিখে দেব ডস রিওসে আমার সঙ্গে মিলিত হতে।*

সিডার বন থেকে বেরোতেই মাইক দিনের মধ্যে এই প্রথম মানুষের দেখা পেল। তরাইতে রয়েছে লোকটা, কাঁটা ঝোপ আর ইউক্যায় অংশত আড়াল পড়েছে। দৃশ্যত সে একজন কাউবয়, নিত্যকর্মে ব্যস্ত।

গল্প করে সময় কাটাবার ইচ্ছেয় লোকটার দিকে ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল মাইক ব্যারি। এই রেনজে সে নবাগত, নিঃসঙ্গ।

আগুনের ধারে বসে ছিল লোকটা, পায়ে দড়ি পরান একটা বাছুরের গায়ে তপ্ত রানিং আয়রন ঠেসে ধরে। বেআইনি কাজ করছিল সে এটা প্রথম বোঝা গেল পিস্তলের গর্জনে। মাইক ব্যারির উদ্দেশে তিনবার পয়েন্ট ফোর ফাইভের গুলি ছুড়ল লোকটা। পিছলে ঘোড়ার পেছনে মাটিতে নেমে পড়ল মাইক, স্যাড্‌ল্‌কে গান রেস্ট বানিয়ে পাল্টা গুলি ছুড়ল দুবার। সোয়াশ গজ দূরে আছে লোকটা—পিস্তলের পাল্লার বাইরে। মাইক বুলেট অপচয় করল না আর।

ব্র্যান্ডারও রণে ভঙ্গ দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল তার স্যাডলে।

কাছেই দাঁড়ান ছিল ঘোড়াটা, লাগাম ছাড়া অবস্থায়। টং ক্রিকের উইলো বনের দিকে সবেগে ছুটে পালাল তস্কর। একটা চড়াই মাইকের দৃষ্টিসীমা থেকে তাকে আড়াল করল।

মরুকগে, পিস্তলে গুলি ভরতে ভরতে ভাবল মাইক। লুটেরাকে সে লুটের মাল ফেলে পালাতে বাধ্য করেছে এ-ই যথেষ্ট। দড়ি আর রানিং আয়রন ফেলে গেছে লোকটা, পালানর এতই তাড়া ছিল তার। মাইক ঠিক করল বাছুরটার বাঁধন কেটে দেবে। স্যাড্লে চেপে নেমে গেল ওটার কাছে।

উন্নত জাতের একটা হেয়ারফোর্ড বকনাবাছুর ওটা। বাম পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে, সামনের দুই পা আর পেছনের একটা বাঁধা। বাছুরটার ডান পাঁজরে দগ্ দগ্ করছে ঘা, সমান্তরাল একটা *বার* মাত্র দেগে দেয়া হয়েছে ওখানে। বেশির ভাগ ব্র্যান্ডের শুরুটা হয় *বার* দিয়ে, তাই বোঝার উপায় নেই শেষ পর্যন্ত ওটার চেহারা কী দাঁড়াত।

তপ্ত লোহাটা পড়ে আছে অদূরে। কয়লা গন্‌গন্ করছে এখনও। রাসলারের দড়ি বাছুরের গলায় পরান। মাইক জানে ওর দায়িত্ব এখন বাছুরটাকে মুক্তি দেয়ার পর ঘটনাটা ডস রিওসের মার্শালকে অবহিত করা।

বাছুরের গলা থেকে ফাঁসটা আলগা করল ও। তারপর ছুরি বার করে ওটার লম্বা ফলাটা খুলল। হাঁটু গেড়ে বসল সে পায়ের দড়ি কেটে দেয়ার জন্য। দক্ষহাতে ছুরি চালাল ও, বাঁধন টুটে গেল।

আচমকা মুক্তি পাবার পর যন্ত্রণাকাতর বাছুরটার প্রতিক্রিয়া কী হবে মাইক জানত। পিকরাইটের এক কাউ র‍্যাঞ্চে সে এক মরশুম কাজ করেছে। ছাড়া পেয়েই তেড়িয়া হয়ে উঠে দাঁড়াল বাছুরটা। ঠিক তখুনি মাইকও লাফ দিল তার ঘোড়ার উদ্দেশে।

কিন্তু রানিং আয়রনে পা বেধে হোঁচট খেল সে, উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে। বাছুরটার গর্জন কানে গেল ওর। গড়িয়ে চিত হল মাইক, ছুরিটা এখনও হাতেই। ক্ষিপ্ত বকনাটা মাথা নিচু করে তেড়ে এল ওর দিকে, আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে মাইক ওপর পানে ঘাই মারল।

বাছুরের ঘাড়ের ভেতর এক ইঞ্চি পরিমাণ ঢুকে গেল ছুরির ফলা। ভেঙে গেল ওটা, মাংসে ইঞ্চিখানেক ইস্পাত রেখে বেরিয়ে এল। একটা খুর আঘাত করল মাইকের খুলিতে। মাথা বোঁ করে উঠল ওর, সে জ্ঞান হারাল।

কতক্ষণ অচেতন ছিল মাইক জানে না। জ্ঞান ফিরে দেখল সে কঠিন চেহারার একদল রেনজ রাইডারের ঘেরাওর মধ্যে। দুজন নেমে পড়েছে, তিনজন স্যাডলে আছে। পাঁচ জোড়া নালিশী চোখ বিদ্ধ করছে মাইক ব্যারিকে। ওর পিস্তল আগেই কেড়ে নিয়েছে ওরা। রাইডারদের একজনের থুতনিতে লাল দাড়ি। ব্র্যান্ডিং ফায়ারে থুতু নিক্ষেপ করল সে, সখেদে মাথা নাড়ল। 'কপাল আরকি! আমি ভেবেছিলাম ঝামেলা বাঁচল, ছোকরা মরেছে।'

'ঠিক বলেছ, হার্প,' গম্ভীর গলায় সায় জানাল আরেকজন। 'ব্যাটা মরেনি এখনও। বাছুরটার লাথি তেমন জোরাল ছিল না।'

'ফলে দায়িত্বটা আমাদের কাঁধে বর্তেছে।' হার্পের চেরা চোখ টং ক্রিকের দিকে ঘুরল। 'ওখানে আমি একটা মস্ত কটনউডের কথা জানি; ওটার ডাল বেশ শক্ত।'

রোদে পোড়া চেহারা, বলিষ্ঠ গড়নের এক লোক ধমকে উঠল। 'খবরদার না, হার্পার। অন্তত আমি যতক্ষণ *এম এল* ফোরম্যান, বস্ নিজেই সামলাবে এগুলো। বস্ যদি ওকে ঝুলিয়ে দিতে বলে, ঠিক আছে। কিন্তু সে তা বলবে না। মার্ক লংডেন চালু মাল। রাজনীতি করে, তাকে গুনে পা ফেলতে হয়।'

'তাছাড়া,' গোলআলু সদৃশ চেহারার এক লোক ফোড়ন কাটল কেঠো হেসে, 'বাছুরটা এই ছোকরা চুরি করেনি। চেষ্টা করেছিল মাত্র।' একফালি ঘেসো জমির দিকে দৃষ্টি ফেরাল সে। বাছুরটা সেখানে চরছে।

ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে মাইকের বুদ্ধি। উঠে দাঁড়াল সে। 'কী আবলতাবল বকছ তোমরা? আমাকে রাসলার ভাবছ নাকি!'

গোলআলু হাসল খিক্‌খিক্। 'যা-ই বল, দোস্তরা, ছোকরা রসিকতা জানে! ব্যাটা আসলেই রাসলার, নয়ত আমার নাম মুন মান্ডিই না!'

হার্পার চেহারা কালো করে তাকাল ফোরম্যানের দিকে। 'আমি এখনও

মনে করি, বাক, ওকে ঝুলিয়ে দেয়াই উচিত।'

'না,' নিজের সিদ্ধান্তে বাক অটল। 'এটা পরিষ্কার ব্যাপার, পাঁচজন সাক্ষী আছে আমাদের। দশ বছর জেলের ঘানি টানতে হবে বাছাধনকে, জীবনে আর *এম এল* গরু চুরি করার মওকা পাবে না। তোমার ঘোড়ায় ওঠ, বুড়োখোকা। আমরা তোমাকে মার্ক লংডেনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

ছড়ান-ছিটান আলামতগুলো দেখল মাইক। রানিং আয়রন, দড়ি, ব্র্যান্ডিং ফায়ারের ছাই। আধমাইল তফাতে বাছুরটাও আছে। পাশ কাটাবার সময়ে ওটার পাঁজরে তাজা ক্ষতটা নিশ্চয় চোখে পড়েছে লোকগুলোর। ধরে নিয়েছে, কোনভাবে বাঁধন ছিঁড়ে জানোয়ারটাই কাত করে ফেলেছে তস্করকে। অস্বাভাবিক নয় অমনটা মনে করা।

'আমিই তো ওটার দড়ি কেটে দিলাম,' মাইক ওকালতি করল নিজের হয়ে। 'এই দেখ, আমার ছুরি।' উবু হয়ে ছুরিটা তুলে নিল ও। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল, খেয়াল করল না ফলার ইঞ্চি খানেক ভাঙা।

শ্রাগ করল *এম এল* ফোরম্যান। 'তোমার গপ্পো তুমি বুড়োকেই বোলো। হার্প, মুন, তোমরা ওর দুপাশে থাক। হাচ, তুমি দড়ি আর লোহাটা নাও। পালাবার চেষ্টা করলে ঝেড়ে দেবে।'

তর্ক বৃথা। ভাঙা ফলা ভাঁজ করে ছুরিটা পকেটে ফেলল মাইক। রাইডারদের পাহারায় জোর কদমে লংডেন র‍্যাঞ্চ অভিমুখে ছুটল।

•

র‍্যাঞ্চ গেটে দাঁড়ান মেয়েটিকে দেখামাত্র মাইক বুঝল মার্ক লংডেনের কাছে সে সুবিচার পাবে। মেয়েটির হলুদ অ্যাপ্রন ওর উজ্জ্বল সোনালি চুলের পটভূমিতে চমৎকার মানিয়েছে। মাইক অনুমান করল মেয়েটি নিশ্চয় এ বাড়ির কেউ হবে। ওর চেহারা মানুষের মনে অভয় জাগান। মেয়েটার হাতে কাঁচি, গোলাপঝাড় ছাঁটছিল। ওর চোখে নিখাদ কৌতূহল, বহির্মহলে *অফিস* লেখা ছোট্ট দালানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়া রাইডার ছজনকে দেখছে।

ফোরম্যান বাক মুখের কাছে হাত তুলে বলল। 'তোমার আংক্‌ল্‌কে খবর দাও, সুসানা।'

মুন মান্ডি গলা চড়িয়ে যোগ করল, 'হ্যাঁ, সুসানা। এই ছোকরা আজগুবি গপ্পো ঝাড়ছে। আমরা চাই মার্ক সেটা শুনুক।'

ঘুরল মেয়েটা, মন্থর অথচ ঋজু পায়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতর অদৃশ্য হল। বাড়িটা দোতলা, দেয়াল সাদা জানলা সবুজ। জুন মাসের শুরু এটা, পোর্চের ছোট-বড় গাছগুলোয় কুঁড়ি এলেও ফুল ফোটেনি এখনও।

'এই পথে, মিস্টার,' ফোরম্যান বাক বলল। নেমে পড়ল রাইডাররা, মাইককে নিয়ে র‍্যাঞ্চ অফিসে ঢুকল।

কামরার একপাশে ডেস্ক আর সুইভেল চেয়ার। ডেস্কের সামনে দুটো লাউনজিং চেয়ার। সামান্য তফাতে লেদার ডিভান, তার পায়ের কাছে বিয়ারস্কিনের কম্বল ভাঁজ করা। একদিকের দেয়ালে একটা হেয়ারফোর্ড ষাঁড়ের মাথা টানান। অপর দেয়ালে ঝোলান এল্কের মাথা। নিচে তামার পাতে খোদাই করে লেখা 'গ্র্যান্ড মেসায় মার্ক লংডেনের হাতে নিহত, নভেম্বর ১৮৮৩।'

'মার্ক আজগুবি গপ্পো পছন্দ করে,' মুন ভেংচি কাটল। 'তোমার-টা শুনে হেসেই খুন হবে।'

মাইক ঘাবড়াল না। সন্দেহ নেই কঠিন আউটফিট এটা। কিন্তু গেটে দেখা মেয়েটির স্বচ্ছ চোখ আর নিষ্পাপ চেহারা ওকে আশ্বস্ত করেছে। আউটফিটে শয়তানি থাকলে ওই মেয়ে এখানে বাস করতে পারত না।

অফিস ঘড়িটা দুপুর বারটার ঘোষণা দিল। ওপাশের বাংকহাউসে ঘণ্টা বাজল, তারপর বাবুর্চির হাঁক শোনা গেল। 'খানা রেডি।'

লালদাড়ির দিকে ফিরল ফোরম্যান বাক। 'বস্ আসা পর্যন্ত ওকে পাহারা দাও, রেড। আমরা খেতে যাচ্ছি।'

পিস্তল বার করল হার্পার, তাক করল মাইকের পেট বরাবর। বুড়ো আঙুলে পেছনে টানল হ্যামার, পরক্ষণে নামিয়ে রাখল যথাস্থানে। 'ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও, বাক। বেশি চালাকি করলে বাছাধনকে জন্মের মত বরফে পুঁতে দেব।' হার্পারের বেল্টে আরেকটা পিস্তল গোঁজা। ওটার আসল মালিক মাইক ব্যারি।

রাসলারের রানিং আয়রন আর দড়ি মাটিতে নামিয়ে রাখল হাচ, তারপর অন্যদের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। মাইক বাইরের নুড়ি বিছান পথে ওদের বুটের মচ্‌মচ্‌ শুনতে পেল।

হার্পারের সাথে ঘরে এখন সে একা। লোকটার গান মায্‌লের দিকে তাকাল মাইক, দেখল হ্যামারে ওর বুড়ো আঙুল অস্থির। এই শক্তপাল্লাই ওকে ফাঁসিতে লটকাতে চেয়েছিল। লোকটার ঠোঁটজোড়া নিষ্ঠুর। পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র হার্পারই লিঞ্চিংয়ের পক্ষে বলেছিল।

হার্পার জাত খুনি, মাইক ভাবল। লোকটার পরের কথায় সমর্থন মিলল ওর চিন্তার। 'প্রায় বছর হল কোন রাসলার মারি না।'

'শেষ কোথায় মেরেছিলে?' মাইক প্রশ্ন করল; ওর কণ্ঠ শান্ত।

'টেক্সাসে। আমি লোকটার পাহারায় ছিলাম। ব্যাটা পালাতে চেষ্টা করল। আমি ঝেড়ে দিলাম।' হার্পারের দৃষ্টি বুনো, ট্রিগারে খেলা করছে তর্জনী।

'অর্থাৎ তুমি এভাবেই বলেছ ঘটনাটা।'

'ঠিক।' হার্পার আকর্ণ হাসল। 'এবারও তা-ই বলতে পারি...পারি না?'

এটা ওর মস্করা হতে পারে। আবার, মনের কথা হওয়াও অসম্ভব না। নিছক খুনের তৃষ্ণায় গুলি করতে পারে ও। মাইক এরকম লোকের কথা শুনেছে। বছর কয়েক আগে, নিউ মেক্সিকোতে বিলি বনি নামে এক ছেলে এ ধরনের অজস্র নরহত্যা করে।

হার্পার এগোল। মাইকের পেট থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে ওর গান মায্‌ল্‌। 'কে থামায় আমাকে?' ভেংচাল লালদাড়ি।

'এটা!' আপারকাটটা হল জোরাল আর নিখুঁত—হার্পার যা স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেনি। ঘুসিটা শূন্যে তুলে ফেলল ওকে। মাইক ওর একশ নব্বই পাউন্ড ওজনের সবটুকুই নিয়োগ করেছে এর পেছনে। ঠিক ওই মুহূর্তে কক্‌ করা ছিল না পিস্তল, তাই গুলি ফুটল না। ধপাস্‌ করে অফিসের মেঝেতে আছড়ে পড়ল হার্পার, পিস্তল আগেই হাতছাড়া হয়েছে। মাইক তুলে নিল ওটা। মুহূর্ত খানেক হার্পারকে কাভার করল সে। তারপর দেখল প্রয়োজন নেই। লোকটা চেরাই কাঠের মত পড়ে আছে। তার দৃষ্টি বলছে বেশ কিছু সময় সে ওরকম থাকবে।

মাইক ওর সিক্স-গানটা পুনরুদ্ধার করে খাপে ভরল। রেড হার্পারের পিস্তলটা রাখল ডেস্কের ওপর। জানলাপথে ফাঁকা র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ড চোখে পড়ছে ওর। কর্মচারিরা কুকশ্যাকে মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত, র‍্যাঞ্চহাউসেও সম্ভবত এটা খাওয়ার সময়। সেক্ষেত্রে লংডেনের অফিসে আসতে আরও আধঘণ্টাটাক লাগবে।

মাইকের ঘোড়া হিচ রেইলে বাঁধা। এখন পালিয়ে গেলে ওকে বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু পালাল না সে। সিগারেট বানাল, চেয়ারে বসে সবুট পা দুটো তুলে দিল ডেস্কের ওপর। ওর তামাটে মুখে মৃদু হাসি। মাইক চাইছে লংডেন এসে দৃশ্যটা দেখুক।

ডেস্কের একধারে পেন্সিল আর কাগজ রাখা। মাইকের মনে পড়ল ওকে চিঠি লিখতে হবে। ওর লোকেরা এখন ওয়াগন ট্রেনে, ক্যানসাসের পশ্চিমে এগোচ্ছে। কলোর‍্যাডোর আগে শেষ পোস্ট অফিস সির‍্যাক্যুজ। ওখানে মাইকের খবর আশা করবে ওরা। লংডেনের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে চিঠিটা সে লিখে ফেলতে পারে।

সোজা হয়ে বসল মাইক, ছোট একটা চিঠি লিখল। 'স্বপ্নের নীড়ের সন্ধান পেয়েছি আমি, তোমরা এসে পড়,' এভাবে শুরু করল ও। যখন শেষ হল চিঠি, খামে বন্ধ করল ওটা, ঠিকানা লিখল ন্যাথান ক্যামেরন, জেনারেল ডেলিভারি, সির‍্যাক্যুজ, ক্যানসাস।

খুলে গেল অফিস কামরার দরোজা, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ এক লোক প্রবেশ করল। কোন অস্ত্র নেই তার সঙ্গে। মার্ক লংডেনকে কর্মচারিরা 'বুড়ো' সম্বোধন করেছিল। মাইক এখন দেখল লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না। লম্বায় মাইকের চেয়ে সে ইঞ্চি খানেক খাটো, তবে ওজনে পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি। তার বুক আর কাঁধের পেশিতে শক্তির আভাস সুস্পষ্ট। মাথায় টুপি বা পরনে কোট নেই লোকটার, নরম সিল্কের শার্টের ওপর গ্যালিজ লাগান প্যান্ট চড়িয়েছে। প্রথমে মাইক ব্যারি তারপর অচেতন হার্পারের দিকে তাকাবার সময়ে লংডেনের চওড়া চৌকো মুখে ভাবান্তর হল না কোন। জুয়াড়ির মুখ, মাইক ভাবল। এবং স্বেচ্ছাচারীর।

লংডেন ঝুঁকল, নিশ্চিত হল হার্পার ভিরমি খেয়েছে মাত্র। 'কতক্ষণ হল এই অবস্থা,' বাথান মালিকের কণ্ঠ নিস্পৃহ।

'অনেকক্ষণ,' মাইক জবাব দিল।

'তুমি কে?'

'মাইক ব্যারি। তোমার কর্মচারিদের ধারণা আমি গরুচোর। হলে, এতক্ষণে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতাম।'

সামান্য সঙ্কুচিত হল লংডেনের চোখ, মণি দুটো জ্বলজ্বল করছে কালো হীরার মতন। 'বলে যাও।' ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল সে, মাইক আর দরজার মাঝখানে।

ঘটনা খুলে বলল মাইক, অচেনা ব্র্যান্ডারকে প্রথম দেখা থেকে শুরু করে কোনকিছু বাদ রাখল না। কথা সারতে দশ মিনিট লাগল। ফোরম্যান বাক আর মুন মান্ডি ফিরে এল এই সময়ের ভেতর। চোয়াল ঝুলে পড়ল ফোরম্যানের। টুথ্‌পিক ফেলে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল মুন। 'ওর কথা এক বর্ণও বিশ্বাস কোরো না, বস্। আমরা ওকে হাতেনাতে ধরেছি।'

'শুনতে দাও আমাকে,' ধমক লাগাল র‍্যাঞ্চার। 'এক বালতি পানি এনে হার্পারের মাথায় ঢাল, মুন। জলদি।'

'যখন দড়ি কেটে দিলাম আমি,' মাইক ইতি টানল, 'লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করল বাছুরটা। আমি পড়ে গেলাম হোঁচট খেয়ে, জানোয়ারটা তেড়ে এল। ওটাকে কাবু করার জন্য আমি ওপর পানে ঘাই মারলাম এভাবে...' ইতিমধ্যে ছুরি বার করে ফলা খুলেছে মাইক। অভিনয় করে দেখাতে গিয়ে ঘাই মারল ওপরে–পরমুহূর্তে হাঁ করে চেয়ে থাকল ছুরিটার দিকে। এই প্রথম সে খেয়াল করল ফলাটার প্রায় এক ইঞ্চি উধাও হয়েছে।

'দেখ! এতেই প্রমাণ হয়!'

'কী প্রমাণ হয়?' লংডেনের নিরাবেগ কণ্ঠ ভেসে এল।

দুজন কাউবয়সহ ভেতরে ঢুকল মুন, ঝপাৎ করে এক বালতি পানি ঢালল রেড হার্পারের মুখে। উঠে বসল লালদাড়ি, মাথায় আর চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে। 'ওকে বাংকহাউসে নিয়ে যাও,' লংডেন নির্দেশ দিল।

হার্পারকে নিয়ে যাওয়ার পর মাইক জবাব দিল শেষ প্রশ্নটার। 'ফলাটা নিশ্চয় বাছুরের গর্দানের ভেতর ভেঙেছে। সেক্ষেত্রে ওটা এখনও আছে ওখানে।'

'থাকলেও, কিস্যু খোলসা হয় না এতে,' তর্ক জুড়ল ফোরম্যান বাক। 'এই ছোকরাই বেঁধেছিল বাছুরটাকে। কিন্তু ব্র্যান্ডিং সারবার আগেই ওটা দড়ি ছিঁড়ে লাথি মেরে ওকে অজ্ঞান করে ফেলে।'

'কিন্তু অত কম সময়ের ভেতর আমি ছুরি মারতে পারতাম না,' মাইক যুক্তি দেখাল, 'যদি না ছুরিটা আগে থেকে খোলা থাকত আমার হাতে।'

'হয়ত ওটার কান কেটে নিতে—' শুরু করেছিল বাক। তৃতীয় একটা কণ্ঠস্বর ওকে থামিয়ে দিল।

'ফালতু কথা বোলো না, বাক ড্যাল্ট। তুমি খুব ভাল বোঝ এসব।' পিকেট গেটে মাইকের দেখা মেয়েটি এখন অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে। ওকে আগের তুলনায় খর্বাকৃতি আর কৃশ লাগছে। সম্ভবত চামড়ার প্যান্ট আর শ্যাময়েস জ্যাকেটের রাইডিং ড্রেসের কারণে। মেয়েটির পেছনে স্যাড্‌ল্ চাপান পনি। ওটার লাগাম ওর দস্তানা পরা হাতে। 'ব্র্যান্ডিং একবার শুরু করার পর, লোহা ঠাণ্ডা হবার সুযোগ দিয়ে তুমি কান কাটতে বস না। এই লোকের হাতে খোলা ছুরি থাকার মানে বাছুরটার দড়ি কাটতেই সে ওটা খুলেছিল।'

'আর ব্র্যান্ডিং শেষ করার মতলব থাকলে,' লংডেন মাথা দোলাল, 'দড়ি সে কাটত না।' ছুরিটা মাইকের থেকে নিল বাথান মালিক, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভাঙা ফলা জরিপ করল। 'বাক,' আদেশ করল সে, 'তুমি আর হাচ গিয়ে বাছুরটাকে ধর। দেখবে ওটার ঘাড়ে ছুরির ক্ষত আছে কি-না। থাকলে, ফলার মুখটা খুঁজবে। যদি পাও, নিয়ে আসবে এখানে। আমরা দেখব এই ভাঙা ব্লেডের সাথে ওটা খাপ খায় কি-না।'

বাক আর হাচ বেরিয়ে যেতেই মেয়েটা উৎসাহী কণ্ঠে বলল, 'আমিও ওদের সঙ্গে যাব, আংক্‌ল্ মার্ক। আমি এমনিতেও বেরোচ্ছিলাম।'

এক মিনিট পর মার্ক লংডেন আর মাইক ব্যারি একা হয়ে গেল অফিস ঘরে। বিশালদেহী র‍্যাঞ্চারের কাছে এখনও অস্ত্র নেই, কিন্তু মাইক সশস্ত্র। তবে

মাইক এটা বোঝে, নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে একজন বন্দি। সম্ভবত বাংকহাউসের সিঁড়িতে পাহারায় আছে কোন রাইফেলধারী।

'ওরা যদি ছুরির মুখ নিয়ে ফিরে আসে,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল লংডেন, '*এম এল* তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। আর ছুরি না পাওয়া গেলে, কয়েদ খাটতে হবে তোমাকে।'

'দড়িতে ঝোলার চেয়ে ভাল,' মাইক অনাবিল হাসল।

'আমার বাথানে লিঞ্চিংয়ের কারবার নেই,' লংডেন বলল। 'রেড হার্পার সত্যি ওরকম প্রস্তাব দিয়ে থাকলে, আমি তাকে বরখাস্ত করব।'

খুরের ঘায়ে ধুলো ছড়িয়ে তিনটে ঘোড়া উঠন ত্যাগ করল। খোলা দরোজাপথে এক ঝলক ওদের দেখতে পেল মাইক। দুজন কাউবয় আর মেয়েটা রওনা হয়েছে ছুরিকাহত একটা বাছুরকে ধরতে।

দুই

'মেয়েটা যাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি,' সিগারেট বানাতে বানাতে অস্ফুটে বলল মাইক।

'কেন?'

'ও সুবিচার করবে তাই,' মাইক বলল। ড্যাল্ট হাচ, হারস্বীকার করতে ওদের ভাল লাগবে না। মেয়েটা না থাকলে ওরা বলতে পারত বাছুরের ঘাড়ে ছুরির ক্ষত নেই কোন। অথবা ফলাটা বার করে ফেলে দিতে পারত।'

'ওরা সাচ্চা লোক,' লংডেন বলল।

'তা-ই হওয়া স্বাভাবিক,' মাইক একমত হল। 'তবে হার্প না—অবশ্য তুমি বলেছ ওকে বরখাস্ত করবে।'

গোড়া কেটে সিগার ধরাল লংডেন। 'তুমি কোন বাথানে কাজ কর?'

মাইক মাথা নাড়ল। 'আমি একটা ওয়াগন ট্রেনের অ্যাডভান্স স্কাউট। চোদ্দটা ওয়াগনের বহর। পশ্চিমে আসছে ওরা। আমার দায়িত্ব ওদের থাকার জন্য ভাল একটা জায়গা পছন্দ করা।'

'মনস্থির করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। ডস রিওস কাউন্টি, কলোর‍্যাডো। ওদের আমি এদিকে নিয়ে আসব। অগাস্ট নাগাদ তুমি পড়শি হিসেবে চোদ্দটা পরিবারের দেখা পাবে।'

ভ্রূকুটি করল গরুব্যবসায়ী, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'কেউ না কেউ এমনিতেই আসবে। আমার গরু জবাই না করলেই হল। কৃষক?'

'সেরা। সৎ, পরিশ্রমী। খালি হাতে আসছে না। পুবের জমিজমা বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে আসছে। অনায়াসে বাড়িঘর বানিয়েও প্রথম শীতটা পাড়ি দিতে পারবে।'

মাইকের পোড় খাওয়া চেহারা একটুক্ষণ জরিপ করল লংডেন, তারপর গান বেল্টটা দেখল। 'পুবের লোকদের তুলনায় তোমাকে একটু চালুই মনে হয়।'

'গেল বছর পিকরাইটের এক র‍্যাঞ্চে কাজ করেছি আমি,' মাইক ব্যাখ্যা করল। 'তারপর শীতে বাড়ি ফিরে গিয়ে এখানকার অবস্থা যখন জানালাম—চোদ্দটা পরিবার রাজি হয়ে গেল আসতে।'

বাতাসে হাত খেলাল র‍্যাঞ্চার। 'কখনও আমার সাহায্য দরকার মনে হলে জানিয়ো।'

মাইক কৌতূহলভরে তাকাল। 'গরু ব্যবসায়ীরা সেট্‌লারদের পছন্দ করে না। তোমাকে ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে?'

'আমিও খুশি হই ওরা না এলে,' মার্ক লংডেন স্বীকার করল। 'কিন্তু কারো আসা তো বন্ধ করতে পারব না। তোমার লোকেরা না এলেও অন্যরা আসতে পারে—চোরছ্যাঁচড় জাতের। সেক্ষেত্রে জায়গাটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ভাল চাষের জমি নদীর পাড়ে। ওখানে কেউ বসতি করলে আমার অসুবিধে হবে না। গ্রীষ্মকালে আমি গরু চরাই গ্র্যান্ড মেসায়, আর শীতে এই সিডার বনের প্রান্তে। আমার তো মনে হয় তোমার এই চোদ্দটা পরিবার

কাউন্টির উপকারই করবে। খাজনা আদায় হবে আরও। শীতে গরুর জন্য সস্তায় ভুসি মিলবে। এবং...'

মাঝপথে ছেদ টানল লংডেন, সিগার ফুঁকছে ঘনঘন। বাক ড্যাল্টের কথা মনে পড়ল মাইকের। লংডেন রাজনীতি করে। চোদ্দ পরিবারের অর্থ কমপক্ষে চোদ্দটি ভোট।

'তোমার খাওয়া হয়নি কিছু,' লংডেনের খেয়াল হল। 'আমি বাবুর্চিকে বলছি।'

বেরিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার, ভারী দেহের তুলনায় বেশ লঘু আর ক্ষিপ্র পায়ে। জানলায় গেল মাইক, দেখল লংডেন কুকশ্যাকের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। রাইফেলধারী দুজন কাউবয় দাঁড়িয়ে আছে কোরাল ফেন্সে ঠেস দিয়ে। ওদের নজর এদিকে। মাইক লক্ষ করল ওর ঘোড়াটা পাহারাদারদের ওপাশের একটা ফিড র‍্যাকে খড় খাচ্ছে।

ডেস্কে ফিরে গেল মাইক ব্যারি, অল্প আগে বাক আর হাচের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া মেয়েটার কথা ভাবতে লাগল। বাবুর্চির আগমনে বর্তমানে ফিরে এল সে। মাটন্ স্ট্যু আর কফি পট সাজান ট্রে-টা ডেস্কের ওপর রাখল বাবুর্চি। '*এম এল* র‍্যাঞ্চের শুভেচ্ছা,' বলল খন্‌খনে গলায়। 'আমি পপ্ বিড্‌ল্। তোমার কিছু চাই, বাছা?'

বিড্‌লের পা দুটো সরু, চুল সাদা। ডেস্কের কোনায় বসল সে। মাইক জেরা শুরু করল।

'তথ্য ছাড়া আর কিছু না, পপ্। এটা কত বড় আউটফিট?'

'হাজার দেড় দুই গরু আছে।' কথা বলার সঙ্গী পেয়ে বাবুর্চি যেন বাঁচল হাঁপ ছেড়ে।

'আমি যাকে মারলাম সে কেমন?'

'রেড হার্পার? মাত্র বরখাস্ত করা হয়েছে ওকে।' পেছনে চোরা চাহনি হানল পপ্ বিড্‌ল্, গলা খাদে নামাল। 'আমি খুব খুশি এতে। আরও দুজনকে তাড়ান দরকার।

'মুন আর হাচের কথা বলছ?'

'ওরা না। এদের তুমি এখনও দেখনি। যখন দেখবে, ভুলেও পেছন ফিরবে না।'

'লংডেন কেমন মানুষ?'

'কে, মার্ক? অর্ধেক সময় র‍্যাঞ্চ তদারক করে, বাকি সময় কাউন্টি। ও কাউন্টি কমিশনার্স বোর্ডের সদস্য।'

'আমি পালাবার চেষ্টা করলে কী ঘটবে?'

'গুলিতে মারা পড়বে—তুমি!'

'রান্নাটা চমৎকার হয়েছে, পপ্।' একটু থেমে মাইক প্রশ্ন করল আবার: 'তুমি বললে আরও দুজনকে তাড়ান দরকার। ওরা হার্পারের বন্ধু?'

পপ্ মাথা ঝাঁকাল। 'ঠাণ্ডামাথার খুনি, তিনটেই।' বাবুর্চির হাঁটুতে মাছি বসেছিল, একচাপড়ে ওটাকে মেরে সে যোগ করল, 'ঠিক এরকম।'

মাইকের খাওয়া যখন শেষ হল, এঁটো বাসন আর কফি পট তুলে নিয়ে গেল বিড়ল্। আবার একা হয়ে গেল ব্যারি, সুইভেল চেয়ারে বসে ঝিমাতে লাগল। তারপর এক সময় সে ঢলে পড়ল ঘুমের কোলে।

যখন জাগল সে, সাঁঝ উতরে গেছে। অফিস কামরা গম্‌গম্ করছে লোকজনের কথাবার্তায়। বাতি ধরাচ্ছে একজন। লংডেন আর তার ফোরম্যানকে দেখল মাইক। হাচ আর মেয়েটা বেরিয়ে যাচ্ছিল। 'আমার ঘোড়াটা একটু তুলে রাখবে, হাচ?' ঘাড়ের ওপর দিয়ে লংডেনের উদ্দেশে কথা বলল মেয়েটি। 'আমি ঘর ঠিক করে রাখছি, আংক্‌ল্ মার্ক।'

মাইক উঠে দাঁড়াল, চোখ ডলছে। ভাঙা ছুরির ফলায় তেকোনা ছোট্ট একটা ইস্পাত জুড়ছিল লংডেন। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে মাইকের দিকে তাকাল সে। 'বাছুরের ঘাড় থেকে এটা বার করেছে ওরা; তোমার কথাই ঠিক। তবু নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল আমাদের, বোঝই তো।'

'কিছু মনে করিনি আমি।' মাইক একগাল হাসল।

'রাত হয়ে গেছে,' র‍্যাঞ্চার আমন্ত্রণ জানাল, 'তুমি বরং থেকেই যাও। বাসায় চল।'

'ঠিক আছে,' মাইক রাজি হয়ে গেল এককথায়। মেয়েটিকে আরও

ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার মস্ত সুযোগ এটা। তাছাড়া বাংকহাউসে ঘুমোলে পরিবেশ তেমন আন্তরিক নাও হতে পারে।

টুপি তুলে নিয়ে লংডেনকে অনুসরণ করল ও। র‍্যাঞ্চহাউসে যাবার পথে ছুরিটা ফেরত দিল বাথান মালিক। মাইকের মনে ক্রমশ বিশ্বাস জন্মাচ্ছে লোকটার চরিত্র দু ধরনের ধাতুতে গড়া। একটি ভয়ংকর রকমের কর্তৃত্বপরায়ণ। অপরটি বিনয়ী এবং সজ্জন।

বাড়িতে প্রবেশ করল ওরা, মাইক হল র‍্যাকে টুপিটা ঝুলিয়ে রাখল। 'সুসানা ডিনারের জন্য তৈরি হচ্ছে,' লংডেন বলল। 'তোমার ঘরটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

দোতলায় উঁচু ছাতের একটি শোবার ঘরে অতিথিকে নিয়ে গেল সে। কামরার জানলাগুলো পর্দা ঝোলান। ফাঁক দিয়ে গ্র্যান্ড মেসার পাইন শোভিত ঢাল স্পষ্ট দেখা যায়। ওঅশ স্ট্যান্ডে বেসিনের পাশেই পরিষ্কার তোয়ালে রয়েছে দুটো। 'মুখহাত ধুয়ে,' লংডেন বলল, 'নিচে চলে এস। আমরা একসাথে গলা ভেজাব।'

নিচে নেমে গেল *এম এল* মনিব, গ্লাসে নিজের জন্য খানিকটা নির্জলা উ্যইস্কি ঢেলে নিল। তার কর্মচারিরা ভুল করেছে একটা। সে তা সংশোধন করছে। সকালে ছোকরা যখন বিদায় নেবে, তার ভেতর কোন ক্ষোভ থাকবে না। ওয়াগন ট্রেনে বোঝাই হয়ে ওর বন্ধুরা এ পথেই আসছে। ওরা সবাই ভোটার হবে। মার্ক লংডেনের কাছে ভোটের অর্থ ক্ষমতা।

পুবের লোক ওরা, ছেলেটি বলেছে। পুবের কোথায়? ওহায়য়ো? পেনসিলভ্যানিয়া? ভার্জিনিয়া? ঈষৎ কৌতূহলী, হল র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মার্ক লংডেন, অতিথির টুপির ভেতরটা দেখল। ইনার স্যোএট্ ব্যান্ডে রিটেইলারের নাম লেখা: পোল্যাক অ্যাণ্ড সন: হ্যাবারড্যাশার্স, লেক সিটি, মিশিগান।

লংডেন জানে না লেক সিটি মিশিগানের কোন্ অংশে। সোফায় ফিরে গেল সে, সুরা পানে মনোনিবেশ করল। হঠাৎ অস্বস্তিকর একটা চিন্তা টোকা দিয়ে

গেল তার মাথায়। মার্ক লংডেনের কাছে মিশিগান বিশেষ কোন তাৎপর্য বহন করে না; কিন্তু ডেল্ শ্যানিংয়ের কাছে এর অর্থ বিরাট। শ্যানিং ডস রিওসের প্রতাপশালী ব্যবসায়ী, লংডেনের রাজনৈতিক মিত্র। উভয়ই কাউন্টি কমিশনার, বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন দিয়ে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ওদের ভাগ্য একসুতোয় গাঁথা, উত্থান বা পতন হবে একত্রে।

ক্যাডিলাক থেকে লেক সিটি কতদূরে? নিশ্চয় বহুদূরে, *এম এল* কর্তা আশা করল । শেলফ থেকে অ্যাটলাস নামাল সে, মিশিগানের মানচিত্র যেখানে সেই পাতাটা বার করল।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বাথান মালিক। লেক সিটি মিসাউকি কাউন্টির সদর। আর মিসাউকি কাউন্টির সীমানা ঘেঁষে ওয়েক্সফোর্ড কাউন্টি, যার সদর ক্যাডিলাক।

ডেল শ্যানিংয়ের জন্য ব্যাপারটা ঝামেলার হতে পারে। শ্যানিংয়ের বিপদ হোক, লংডেন চায় না। মিসাউকি কাউন্টির চোদ্দটি পরিবার ডস রিওসের অদূরে বসতি করতে আসছে। ওই অভিবাসীদের কেউ যদি একজন পলাতক আসামিকে চিনতে পারে যার পরিচয় এখন শ্যানিং তখন উপায়?

ঝুঁকিটা শ্যানিংয়ের, লংডেনের নয়। তবু একধরনের অস্বস্তি নিয়ে আরেক পেগ উ্যইস্কি গলায় ঢালল মার্ক লংডেন। লেক সিটি থেকে মাত্র এক কাউন্টি তফাতে ক্যাডিলাক। শ্যানিংয়ের ক্ষেত্রে এটা বাঁচামরার ব্যাপার হতে পারে। শ্যানিংকে যদি ওরা কাঠগড়ায় তোলার জন্য ধরে নিয়ে যায়, স্থানীয় কমিশনার্স বোর্ডে লংডেন একভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। তখন ফেরি, ব্রিজ, রাস্তাঘাট নির্মাণের ঠিকাদারি, করধার্যের কারচুপি—এসব থেকে আর টু পাইস কামাতে পারবে না মার্ক লংডেন।

মাইক ব্যারি যখন নিচে নামল, বাথান মালিকের চেহারায় স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। 'নো থ্যাংকস্,' গৃহকর্তার গলা ভেজাবার প্রস্তাবে মাইক বলল। এরপর মেয়েটি এল। মেঝে-ছোঁয়া পোশাকে আবার ওকে দীর্ঘাঙ্গিনী আর রুচিশীল মনে হচ্ছে। রোদ-রঙা চুল মাথার পেছনে খোপা করে বেঁধেছে ও। দৃষ্টি আন্তরিকতায় উজ্জ্বল।

'এ আমার বোনঝি, সুসানা মার্শ,' পরিচয় করিয়ে দিল লংডেন। 'আর সুসানা, এর নাম মাইক ব্যারি।'

মেয়েটার বাড়ান হাত স্পর্শ করল মাইক। 'তুমি রেসকিউ পার্টি লিড্ করায় আমি কৃতজ্ঞ।'

'আমি তো লিড্ করিনি।' হাসলে সুসানার গালে টোল পড়ে। 'আমি আসলে বেড়াতে গেছিলাম। আশা করি তুমি আমাদের ওপর রাগ করনি। বাক বোকামি করেছে, তোমাকে ওভাবে ধরে এনে।'

এক চীনা বাবুর্চি ঘরে ঘরে ল্যাম্প আর মোমবাতি জ্বালছিল। 'ডিনার রেডি,' ঘোষণা করল সে।

তিন জনের উপযোগী করে সাজান হয়েছে টেবিল। চেয়ার টেনে বসল ওরা। মাইক ব্যারি মেয়েটার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ, ওর মামার মুখে ভাবান্তর খেয়াল করল না।

'রেড হার্পারকে ছাঁটাই করায়,' র‍্যাঞ্চার বলল অকস্মাৎ, 'আমাদের একজন লোক কমে গেছে। ওর জায়গা নিতে তোমার আপত্তি আছে, ব্যারি? কাল মাডি ক্রিকে আমার ক্রুরা যাচ্ছে। ওই দলে আরও একজন লোক লাগবে।'

'এক মাসের জন্য করতে পারি,' মাইক তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিল। সব খরচা মিটিয়েও বেতনের কিছু অর্থ তার হাতে থাকবে। ক্যানসাস থেকে ওয়াগন ট্রেন এখানে পৌঁছতে আরও একমাস। সময়টা কাজে লাগালে ক্ষতি কী?

'তাহলে মনে কর তোমার চাকরি হয়ে গেছে,' লংডেন বলল।

'তবে তার আগে আমাকে একবার ডস রিওসে যেতে হবে,' মাইক বলল। 'একটা চিঠি পোস্ট করার আছে।'

'আমাকে দিতে পার,' লংডেন উদার। 'কাল সকালে এমনিতেই শহরে যাচ্ছি আমি।'

'তাহলে তো ভালই হয়।' পকেট থেকে মুখ আটকান একটা খাম বার করল মাইক। 'এক্ষুনি এটা তোমাকে দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারি।'

চিঠিটা সির‍্যাক্যুজ পোস্ট অফিসের ঠিকানায় জনৈক ন্যাথান ক্যামেরনের উদ্দেশে লেখা। অনিশ্চয়তাভরে খামটা হাতে নিল লংডেন, জানে না এর কী

গতি সে করবে। চিঠিটা নষ্ট করে ফেললে, ওয়াগনের লোকরা গন্তব্যের হদিশ পাবেনা।

যদি না মাইক ব্যারি আরেকটা চিঠি পাঠায়। তা সে পাঠাতে পারবে না এটা নিশ্চিত করার কোন উপায় নেই?

উপায় ঠাউরাবার দায়িত্ব শ্যানিংয়ের, ভাবল লংডেন। *মরণ ওর, আমার নয়।*

তিন

গানিসন রিভার ডস রিওসে যাবার পথে। এটা জুন মাস। কুল ছাপান নদীতে তীব্র স্রোত। লংডেনের বিশাল বে ঘোড়ার রেকাব পানি ছুঁই-ছুঁই হল।

তার বোনঝির ধারণা ঠিক, র‍্যাঞ্চার ভাবে। কাল রাতে মামার হাতে মাইক ব্যারির ছুরির ভাঙা অংশটা তুলে দেবার সময় সুসানা বলেছিল, 'ও ফেরি পাবে না, আংক্‌ল্‌ মার্ক। শেষে অন্ধকারে আঘাটায় ডুবে মরবে। ওকে রাতটা থেকে যেতে বল।'

নদী থেকে বেরিয়ে এল ঘোড়া, গা ঝাড়া দিয়ে পানি ঝরাল। দক্ষিণ তীরে পৌঁছে প্যাওনিয়া-ডস রিওস রোডে উঠল লংডেন, নদীর ভাটিতে এগোল। সূর্য মাঝ সকালের উচ্চতায়। গ্র্যান্ড মেসা থেকে সিলভারটন ডিভাইড অবধি আকাশ নির্মেঘ নীল।

এক সময় ডস রিওসের মেইন স্ট্রীটে প্রবেশ করল মার্ক লংডেন। ঢাউস ক্যাট্‌ল্‌মেন্স হ্যাট আর পঞ্চাশ সাইজের হোম মেড কোট নেতাসুলভ ভারিক্কি এনে দিয়েছে ওর চেহারায়। হিচ রেইলগুলোয় বিভিন্ন র‍্যাঞ্চের ঘোড়া বাঁধা। বোর্ডওঅকে বাজার বসেছে। শহরের ভেতর দিয়ে গানিসন অবধি রেল রাস্তা বসার পর থেকেই জায়গাটা ফুলে-ফেঁপে উঠছে। লংডেনকে সম্ভাষণ জানাল

অনেকে। 'হাই, মার্ক।' 'আপনার মাল পেয়েছেন, মিস্টার লংডেন?' 'নর্থ ফর্কের ওপর ব্রিজের কদ্দূর, কমিশনার? বছরের পাঁচ মাস শহরের সাথে যোগাযোগ থাকে না আমাদের।' ওদের কেউ আনকম্প্যাগ্রির কৃষক, কেউ বা হচ্‌কিস্‌ থেকে আগত কাউহ্যান্ড নয়ত প্যাওনিয়ার ফল বিক্রেতা।

লংডেনের মনে অস্বস্তি দানা বাঁধল। *ওরা যদি সব জেনে যায়! নরক ভেঙে পড়বে শহরে!*

থার্ড আর মেইন স্ট্রিটের মুখে ঘোড়া থেকে নামল বাথান মালিক। এই মোড়ে ডস রিওস ব্যাংক, কোর্টহাউস, ট্রেসির বার আর ডেল শ্যানিংয়ের স্টোর। ব্যাংকের পাশেই পোস্ট অফিস। মার্ক ব্যারির চিঠির কথা মনে পড়ল লংডেনের। ইচ্ছে করলে ওটা ডাকে ফেলতে পারে সে অথবা শ্যানিংকে দিতে পারে। সিদ্ধান্তটা ভারী হয়ে বসল মার্ক লংডেনের ওপর। একবার ওই পথে পা বাড়ালে আর পিছু হটবার উপায় থাকবে না। এই মুহূর্তটি এখন ওর জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। শ্যানিংয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর—তবে গলা পর্যন্ত ডোবেনি। সে যদি এখানেই ক্ষান্ত হয়, ক্ষতির মধ্যে খুবজোর পশ্চিমের এই কাউ কাউন্টিতে তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারাবে।

ব্যাংকের দিকে দৃষ্টি গেল লংডেনের। তার আর শ্যানিংয়ের শেয়ার আছে ওখানে। শ্যানিংয়ের অতীত যদি মানুষ জানতে পায়, ব্যাংকে লালবাতি জ্বলবে। ব্যাংকের ওপরতলায় একটা অফিসের জানলায় লেখা: রসকো ড্রাম, অ্যাটর্নি। ড্রাম কাউন্টি কমিশনার্স বোর্ডের তৃতীয় সদস্য—লংডেন আর শ্যানিংয়ের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ।

লংডেনের চোয়াল চৌকো হয়ে পরস্পর এঁটে বসল। শ্যানিংয়ের স্টোরে গিয়ে ঢুকল র‍্যাঞ্চার। দোকানটা বিরাট। ড্রাই গুডস্‌, স্যাড্‌ল্‌রি, মনোহারি দ্রব্য, আসবাবপত্র, র‍্যাঞ্চ টুলস্‌—সবকিছু পাওয়া যায়। বিনীত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল কেরানি। 'মিস্টার শ্যানিং নেই, মাত্র কোর্টহাউসে গেলেন।'

মেইন স্ট্রিট পার হয়ে খিলানঅলা একটা দোতলা দালানের দিকে এগোল লংডেন। কমিশনার্স রুম ওপর তলায়, কাউন্টি কোর্ট আর অ্যাসেয়ার্স অফিসের মাঝখানে। লংডেন কামনা করল ড্রাম যেন কাছেপিঠে না থাকে। ছিল না সে।

তিনটে ডেস্কের দুটো খালি। অপরটায় ডেল শ্যানিং একটা নথি ঘাঁটছিল।

'কী ব্যাপার, মার্ক? বৈঠক ডাকতে আসনি নিশ্চয়?' শ্যানিংয়ের কোঁকড়ান চুলের মধ্যিখানে সিঁথি। গোঁফ লালচে। দরজি বাড়ির পোশাক আর রিমলেস চশমা শহুরে একটা ছাপ ফেলেছে ওর চেহারায়। চারপাশের ঘরে বানান জামাকাপড়ের সাথে ওর পরিচ্ছেদের কোন মিল নেই। লোকটা আক্ষরিক অর্থেই শাহরিক। জমিজিরেত, গরু, এমনকি একটা বাগি হর্স পর্যন্ত নেই তার। নির্বাচনী প্রচারণার সময় লিভারি রিগ ভাড়া করে। কেউ তাকে কখনও স্যাড্‌লে দেখেনি। ডস রিওস কাউন্টির বাইরে কোথাও যাবার দরকার পড়লে ট্রেন ধরে।

ডেনভারের পুব থেকে আসা ভ্রাম্যমান সেলসম্যানদের জন্য শ্যানিং স্টোরের দরজা বন্ধ। এর কারণ জানে শুধু মার্ক লংডেন।

'ন্যাথান ক্যামেরন নামে কাউকে চেন?' চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল লংডেন।

'না,' শ্যানিং বলল। 'কেন?'

'ও পশ্চিমে আসা একটা ওয়াগন ট্রেনের ট্রেইল বস্‌। চোদ্দটা কৃষক পরিবার, মিশিগানের মিসাউকি কাউন্টি থেকে আসছে।'

নিমেষে সতর্ক হয়ে উঠল মার্চেন্ট। 'তুমি কীভাবে জান?'

'অ্যাডভান্স স্কাউট এখন এখানে। ছোকরা তার টুপি কিনেছে লেক সিটিতে।' কালকে *এম এল* র‍্যাঞ্চে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা সংক্ষেপে জানাল লংডেন।

শুনতে শুনতে মেঘ ঘনাল শ্যানিংয়ের চেহারায়। তাকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই ক্যাডিল্যাক থেকে লেক সিটি মাত্র তিরিশ মাইল; শ্যানিং পলাতক খুনের আসামি। লংডেন এটা জেনেছে বছর খানেক আগে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে শিকাগো গিয়েছিল। তখন ডেট্রয়েটের এক খবরকাগজে শ্যানিংয়ের ছবি দেখেছিল। সেখানে ওর নাম ছিল ক্যাডিলাকের ফ্র্যাংক ডেনবি।

মাইক ব্যারির খামটা হস্তান্তর করল লংডেন। 'তুমি কী ব্যবস্থা নেবে সেটা আমার মাথাব্যথা না। সাত বছর লম্বা সময়, তোমাকে হয়ত চিনতে পারবে না ওরা।'

'তবু ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।' শ্যানিংয়ের কণ্ঠে অস্থিরতা। 'চোদ্দটা

পরিবার অনেক লোক।' অফিসে হিটার আছে। কমিশনারদের বৈঠকের সময় কফি বানাতে হয়। হিটার ধরাল ব্যবসায়ী, পানির কেতলি চাপাল। 'ছেলেটা এ অঞ্চলে কতদিন হল?'

'আমার ওখানে কাল এসেছে,' লংডেন বলল। 'গ্লেনউডের দিক থেকে নাকি পার হয়েছে মেসা।'

'রেড হার্পারকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ বললে না?' শ্যানিংয়ের চোখ ছোট হয়ে গেছে। 'হার্পারের মনোভাব কী?'

'ক্ষুব্ধ হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই। তবে আমার ওপর না। ব্যারির ওপর। ব্যারিই পিটুনি লাগিয়েছে ওকে।'

'হার্পার বলেছে কিছু?'

'বলেছে ব্যারিকে সে খুন করবে।'

'তুমি ছাড়া আর কে শুনেছে কথাটা?'

'বাক ড্যাল্ট এবং আরও কয়েকজন।'

শ্যানিং অর্থপূর্ণ নড্ করল। লংডেনের মুখ কালো হয়ে গেল। ব্যারিকে যদি এখন কেউ হত্যা করে, সবাই হার্পারকেই খুনি ভাববে।

'শ্যানিং, আমি এর মধ্যে নেই। চিঠিটা তোমাকে এনে দিয়েছি। ব্যারিকে দিন কতকের জন্য পাঠিয়েছি বাইরে। এই অবসরে ইচ্ছে করলে তুমি পালাতে পার। এর বেশি আমি যেতে পারব না।'

'পারবে,' শ্যানিং শাসাল। 'আমাকে যদি পালাতেই হয়, তোমার ঠিকানা হবে ক্যানন সিটি।'

লংডেনের মনে হল তার গলা কাঠ হয়ে গেছে। ক্যানন সিটিতে কলোর‍্যাডো কারাগার। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের স্থান হয় ওখানে।

ডস রিওস কাউন্টি কমিশন যতদিন লংডেন আর শ্যানিংয়ের নিয়ন্ত্রণে, গোমর ফাঁক হবার সম্ভাবনা কম। আইনে তিন কমিশনারকে নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া আছে। ড্রাম সংখ্যালঘু কমিশনার, কখনই তার ইচ্ছায় কিছু হয় না। প্রিসাইডিং অফিসারদের নিয়োগ দেয় শ্যানিং আর লংডেন। গণনার সময় তারা ব্যালট কারচুপি করে। প্রক্রিয়াটা শ্যানিং আর

লংডেনের জয় চির-নিশ্চিত করেছে। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এরপর তারা শেরিফ কাউন্টি জাজ আর তহসিলদারের নিয়োগ দেয়। খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে উদার অথবা কঠোর মনোভাব গ্রহণের এখতিয়ার তহসিলদারের।

'আমি গুমখুনের মধ্যে নেই,' লংডেন নিজের অভিমত ব্যক্ত করল।

'কে তোমাকে থাকতে বলছে?' শ্যানিংয়ের কণ্ঠে কৃত্রিম ক্ষোভ। 'হার্পার বদলা নিলে সেটা কি আমাদের দোষ? লিঞ্চ করতে চেয়েছিল—স্রেফ এই অভিযোগে হার্পারকে বরখাস্ত করে তুমি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, মার্ক। সামনের ইলেকশনে এজন্য তোমার একশ ভোট পাকা হয়ে গেল।'

লংডেন এটা ভাল বোঝে। নিজের দিকে ভোটের পাল্লা ভারী করার ব্যাপারে সে এক প্রতিভা। ঘটনাটা শিগগিরই রটে যাবে। সবাই বলবে মার্ক লংডেন মাটির মানুষ, অন্যায় করলে আপন কর্মচারিকেও রেয়াত করে না।

কেতলির পানি শোঁ শোঁ আওয়াজ করছিল। গরম ভাপের ছোঁয়ায় খামটা খুলল শ্যানিং। চিঠিটা পেন্সিলে লেখা দেখে স্বস্তির ছাপ ফুটল তার চেহারায়। জোরে জোরে ওটা পড়ল সে:

প্রিয় নেট:

স্বপ্নের নীড়ের সন্ধান পেয়েছি আমি। তোমরা এসে পড়। এটা ওয়েস্টার্ন স্লোপয়ের ডস রিওস কাউন্টি। স্থানীয় লোকেরা বলে আনকম্প্যাগ্রি ভ্যালি। প্রচুর আবাদি জমি, আবহাওয়াও ভাল। এত শিকার, তুমি কল্পনাই করতে পার না। জিমি র‍্যান্ডালকে বলবে পুয়েব্লো থেকে একটা অ্যান্টেলোপ রাইফেল কিনতে। তোমরা লা হুন্তা, পুয়েব্লো, মনার্ক পাস, গানিসন হয়ে আসবে। আমি ডস রিওসে অপেক্ষা করব।

ইতি
মাইক ব্যারি

'পুড়িয়ে ফেলবে?' লংডেন জানতে চাইল।

শ্যানিং বিস্মিত করল ওকে। 'না, মার্ক। পোস্ট করব। তবে পাঁচটা শব্দ বদলে। *ডস রিওস; আনকম্প্যাগ্রি; মনার্ক; গানিসন; ডস রিওস।* আমি ওগুলোকে বানাব *কনেহস; স্যান লুইস; মস্কা; ফোর্ট গার্ল্যান্ড অ্যালামোসা।* আমাদের ভাগ্য চিঠিটা পেন্সিলে লেখা। খামের ঠিকানা যা আছে তা-ই থাকবে।'

'কিন্তু হাতের লেখা?'

'রাত জেগে নকল করব ব্যারির লেখা।'

'ডাকঘরের ছাপ?'

'বার্ট ক্রডিকে কাল দুশ মাইল দূরে অ্যালামোসায় পাঠাব। কচেতোপা পাস হয়ে যেতে পাঁচ-ছদিন লাগবে ওর। তা লাগুক। বার্ট ওখানে চিঠিটা ড্রপ্ করে ফিরে আসবে। তারপর ক্যামেরন যখন পাবে ওটা, মস্কা পাস পেরিয়ে সোজা স্যান লুইস ভ্যালিতে চলে যাবে।'

'অ্যালামোসায় ব্যারিকে না দেখে অবাক হবে সে।'

'হোকগে।'

'মিশিগানের লোকদের এভাবে এড়াতে পারবে তুমি,' লংডেন একমত হল, 'যদি না ব্যারি আরেকটা চিঠি লেখে।'

'লিখবে না,' শ্যানিং প্রতিশ্রুতি দিল।

শেষের ওই কথাটা কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে আসার পরেও খুঁচিয়ে চলল লংডেনকে। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল সে ওটা মাইক ব্যারির মৃত্যু পরোয়ানা নয়। লংডেন বিশ্বাস করতে চাইল শ্যানিং একটা কোন উপায় বার করবেই, যার দ্বারা হত্যা না করেও লাভবান হওয়া সম্ভব। শ্যানিংয়ের লক্ষ্য আসলে মিশিগানের লোকগুলোকে কৌশলে এখান থেকে দুশ মাইল দূরের বসতিতে পাঠান। ওখানকার জমিও, এখানকার মতই, আবাদি।

তবু নিদারুণ এক অপমান বোধ ভারী হয়ে রইল র‍্যাঞ্চারের ওপর।

ডেল শ্যানিংয়ের চালচলন তার নখদর্পণে। হার্পার বদলা নেয়ার জন্য ব্যারিকে হত্যা করবে এই আশায় দিন কতক অপেক্ষা করবে লোকটা। তারপর নিজেই হয়ত পাঠাবে কাউকে ব্যারির জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে। শহরে

বেনামে জুয়ার আড্ডা আছে শ্যানিংয়ের। ভাড়াটে বন্দুকবাজের অভাব হবে না।

মার্ক লংডেন বিষণ্ন, হিচ রেইলের দিকে এগোল। জিনের পেটি বাঁধছিল যখন ক্যান্ট্‌লে বাঁধা রানিং আয়রনটা তার চোখে পড়ল। অজ্ঞাতনামা রাসলার গতকাল ফেলে গিয়েছিল এটা। লংডেন শহরে আসার সময়ে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে ওটা সাথে এনেছে।

জিনিসটা হাতে নিল সে, দেখল ভাল করে। পেশাদার লোকের বানান। সাধারণত হাতুড়ে কোন কামার বাথানের হাপরেই বানায় এগুলো। কিন্তু এটার কোনাগুলো নিখুঁত। দক্ষ কারিগরের হাত ছাড়া যা করা সম্ভব নয়।

শহরে কামার তিনজন। স্যাড্‌লে চেপে ওদের খোঁজে বেরোল লংডেন।

'এড, তুমি বানিয়েছ এটা?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল প্রথম কামার। 'এটার হাতলটা *টি* মার্কা। আমি জীবনে কখনও *টি* হ্যাণ্ড্‌ল্ বানাইনি, মার্ক।'

দ্বিতীয় জনের কাছেও একই জবাব মিলল।

তৃতীয় কামার, মানুয়েল গুত্তিয়েরেজ, দেখামাত্র চিনতে পারল জিনিসটা। 'হ্যাঁ, সিনর লংডেন। এটা আমার হাতের তৈরি। হাতলটা বেশি ছোট হয়ে যাওয়া বাড়তি একটা লোহা মাথায় জুড়ে দিয়েছিলাম। এই যে ঝালাইয়ের দাগ।'

'কাকে বানিয়ে দিয়েছিলে?'

'হুগো শার্কি, এস্কালান্তে থেকে এসেছিল।'

গম্ভীর মুখে সদর রাস্তায় ফিরে এল লংডেন, ফুটপাতগুলোয় নজর বোলাল শার্কির সন্ধানে। গানিসনের মাইল কয়েক ভাটিতে ছোটখাট ব্যবসা আছে লোকটার। তবে ওর বেশির ভাগ সময় কাটে ডস রিওসের স্যালুনগুলোয়।

ট্রেসির স্যালুন সবথেকে জমাট। ব্যাংকের বিপরীতে ওটা। ঘোড়া বেঁধে রেখে সেখানে গেল লংডেন। বারে নেই শার্কি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে র‍্যাঞ্চার ওকে জুয়ার টেবিলে আবিষ্কার করল। দীর্ঘ গড়ন শার্কির, একহারা স্বাস্থ্য, কোমরে পিস্তল। ওর মাথায় কালো হ্যাট। চূড়ার একটা জায়গা তোবড়ান,

সামনের কারনিস ওপর পানে তুলে দেয়া। তাস বাটছিল সে, রানিং আয়রন হাতে দরজায় দাঁড়ান মার্ক লংডেনকে লক্ষ করেনি।

একনজর দেখার পর, কোর্টহাউসের দিকে এগোল লংডেন। লোহাটা শেরিফ ফ্যানশ্যর কাছে জমা দিয়ে নালিশ ঠুকবে সে, শার্কির নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করাবে।

কিন্তু কয়েক কদম গিয়েই থমকে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার। আরেকটা উপায়ে সমাধান করা যায়। এভাবে হয়ত তার আহত অহঙ্কার কিছুটা উন্নত করা যাবে। ডেল শ্যানিংয়ের কাছ থেকে একরাশ লজ্জা নিয়ে সে বেরিয়েছে। নিজেকে আবার বিরাট ভাববার জন্য লংডেনের এখন কিছু একটা করা দরকার।

রানিং আয়রনটা হাতে করে ট্রেসির স্যালুনে ফিরে গেল মার্ক লংডেন। তার কাছে অস্ত্র নেই, কিন্তু শার্কি সশস্ত্র। একপক্ষে সুবিধাই হল এতে। শার্কির চেয়ারের পাশে নিজের আড়াইশ পাউন্ড ওজনের শরীরটা দাঁড় করাল লংডেন। তাস আর টোকেন ছড়িয়ে থাকা টেবিলের ওপর লোহাটা সজোরে ফেলে অভিযোগ করল, 'কাল তুমি এটা ফেলে এসেছ, শার্কি। রাসলিং করার সময়ে হাতেনাতে ধরা পড়ার পর।'

দাঁড়াল হুগো শার্কি, গান হ্যান্ড ঈষৎ বাঁকান। মুখোমুখি হল ওরা। একজনের কোমরে পয়েন্ট ফোর ফাইভ। অপরজন নিরস্ত্র। দুজনেই শক্তিশালী, উত্তেজিত। অপলকে চেয়ে রইল খদ্দেররা। শ্বাসহীন দশটা সেকেন্ড কেটে গেল এভাবে। এর ভেতরেই শার্কি দেখল প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র।

'রাসলিংয়ের অপচেষ্টা তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ,' লংডেন বলল। 'দ্বিতীয় অভিযোগ, ধরা পড়ার পর মানুষ মারার জন্য তুমি গুলি ছুড়েছ। আবার তা চেষ্টা করে দেখতে চাও?'

'তুমি বলার কে? তুমি শেরিফ নও।' শার্কি পিছু হটল এক কদম।

লংডেন সামনে বাড়ল। 'তা নই। কিন্তু আমি একজন কাউন্টি অফিসার। শেরিফ অফিসে। আমি তোমাকে তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি।'

'জাহান্নামে যাও!' নিরস্ত্র একজন তাকে গ্রেফতার করবে, হুগো শার্কির কেতাবে একথা লেখা নেই। চকিতে পিস্তল বার করল সে। কিন্তু ওটা তাক

করতে পারবার আগেই মার্ক লংডেনের বজ্রমুঠি সাঁড়াশির মত চেপে বসল তার কবজিতে। সজোরে ওর হাত মোচড়াতে শুরু করল সাঁড়াশিটা। শার্কির কবজি থেকে কাঁধ অবধি তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল।

যন্ত্রণাকাতর চিৎকার বেরিয়ে এল শার্কির গলা চিরে। তবু হাতটা নির্দয়ভাবে মোচড়াতে লাগল বিশালকায় র‍্যাঞ্চার. কনুই আর বাহুর মাঝে অস্বাভাবিক একটা কোণ সৃষ্টি করে।

পিস্তলের মুখ এখন ঊর্ধ্বমুখী। ব্যথায় কেঁপে গেল শার্কির হাত, ট্রিগারে টান পড়ল। কানে তালা লাগান শব্দে গর্জে উঠল পিস্তল, সিলিং বিমের পলেস্তরা খসাল একটা বুলেট।

মট্ করে হাড় ভাঙল...কনুইয়ের ঠিক নিচের একটা হাড়। মচকে ভাঙা, ছুঁচ-ফোটান ব্যথা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ল শার্কির পক্ষে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, লংডেনের পদতলে সে মূর্ছা গেল।

ঝুঁকল গরু ব্যবসায়ী, অসাড় দেহটা তুলে নিল ডান কাঁধে। শার্কিকে নিয়ে এভাবে এগোল দরজার দিকে যেন ময়দার বস্তা বহন করছে।

দোরগোড়ায় ব্র্যান্ডিং আয়রনটার কথা মনে পড়ল তার। পোকার টেবিলে ফিরে এসে, বাম হাতে লোহাটা তুলে নিল। শার্কির বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র প্রমাণ। দীর্ঘপদক্ষেপে আবার দরজার দিকে এগোল র‍্যাঞ্চার এবং এবার রাস্তার অপর দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সোজা কোর্টহাউস অভিমুখে এগোল সে, দুশ পাউন্ড ওজনের অচেতন এক লোককে কাঁধে নিয়ে।

পেছন থেকে স্যালুনসুদ্ধ লোক মার্ক লংডেনের যাওয়া দেখতে লাগল। শার্কির মাথাটা র‍্যাঞ্চারের কোট টেইলের ঠিক ওপরে ঝুলছে ল্যাগব্যাগ করে। প্রশংসাসূচক সব বাক্য ধ্বনিত হল জনতার কণ্ঠে। 'মানুষ বটে একখানা!' 'দেখেছ, কীভাবে খালিহাতে পিস্তলের সামনে দাঁড়াল!' 'আস্ত এক গ্রিজলি ও, গায়ে ষাঁড়ের শক্তি!'

ডস রিওসের সদর রাস্তার মোড়ে কমপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া চোখ স্থির হয়ে রইল মার্ক লংডেনের ওপর। ব্যাংকের দোতলার জানলা থেকে ঈর্ষা মেশান

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওকে দেখল অ্যাটর্নি রস্কো ড্রাম। *কেবল মার্কের পক্ষেই সম্ভব এটা। সবাই জানে একথা। ঘটনাটা সামনের নির্বাচনে ওকে আরও বেশি ভোটে জয়ী করবে। ওর সমস্ত শয়তানিকে আড়াল দেবে।*

তবে মার্ক লংডেন এখন ভোটের কথা ভাবছিল না। সে শুধু চাইছিল তার হারান একটা জিনিস ফিরে পেতে। তার আত্মসম্মানবোধ, যা সে ডেল শ্যানিংয়ের অপচ্ছায়ায় কিছুক্ষণ আগে খুইয়েছে। নিজেকে আবার বড় মনে করাবার জন্য একটা ছুতো তার প্রয়োজন ছিল। ঠিক এ মুহূর্তে সেটাই পেয়েছে র্যাঞ্চার।

কোর্টহাউসের দরজা টপকাল সে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল বেসমেন্ট জেল সেকশনে। শেরিফ ফ্যানশ্য র্যাঞ্চারের খয়ের খাঁ। নিজের ডেস্কে বসে ঝিমোচ্ছিল সে।

'ওকে চোদ্দশিকে ভরে দাও।' কাঁধের বোঝাটা মেঝেয় আছড়ে ফেলল লংডেন। নিজেকে আবার তার বিরাট আর নেতা-নেতা মনে হচ্ছে।

চার

ঝোড়ো হাওয়ার ভাটিতে রাইফেল গর্জে উঠল একটা। কিন্তু মাইক ব্যারির কানে তার আওয়াজ পৌঁছল না। ও শুধু মাথার অদূরে শোঁ-শোঁ শব্দ শুনতে পেল। ঘাড় ফেরাল মাইক, দেখল পেছনের সেজ ঝোপে একটা বুলেট বিদ্ধ হচ্ছে।

চকিতে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল মাইক। ভাগ্যিস পপ্ বিড়ল্ ওর বন্ধু হয়েছে। নইলে কোমরে ঝোলান পিস্তলটাই হত তার একমাত্র অস্ত্র। পিছলে মাটিতে নেমে দাঁড়াল মাইক, স্যাড্লের ওপর দিয়ে বাতাসের ভাটিতে রাইফেল তাক করল। তিন-চারশ গজ দূরের অ্যাসপেন বনে ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র নেই।

মাইক আরেকটা গুলি ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু আর কোন গুলি হল না। লোকটা পিঠটান দিয়েছে কি-না বোঝার উপায় নেই। হাওয়া তার খুরের আওয়াজ উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

ঝাড়া দশ মিনিট অপেক্ষা করল মাইক ব্যারি। গুপ্তঘাতকের অবস্থান না-বুঝে এগোতে সাহস পাচ্ছে না। তিনদিন আগের কথা মনে পড়ল ওর। পপ্ বিড্‌ল্ তার সঙ্গে রহস্য করছিল। 'বাছা, তোমার স্যাড্‌লে একটা জিনিস রেখেছি আমি। মনে কোরো, ধার হিসেবে দিলাম।'

মাডি ক্রিকে *এম এল* লাইন ক্যাম্পে থাকতে হবে সপ্তাহ খানেক। মুন আর হাচের সাথে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছিল মাইক যখন ফিসফিসিয়ে বাবুর্চি কথাটা বলেছিল। ঘাড় ফিরিয়ে স্যাড্‌ল হর্নে একটা ৪৪-৪০ উইনচেস্টার আবিষ্কার করেছিল মাইক। হেমন্তে টাটকা মাংস জোগাড়ের জন্য বিড্‌ল্ ব্যবহার করে অস্ত্রটা। 'এখন ওটা আমার কোন দরকারে আসছে না। হরিণ পেতে পেতে আরও তিন-চার মাস।'

কৃতজ্ঞতাভরে মাথা ঝাঁকিয়েছে মাইক। 'থ্যাঙ্কস, পপ্। আমারও প্রয়োজন পড়বে মনে হয় না। হার্প খেপে আছে ঠিক, তবে সেটা গানফাইট হবার মত কিছু না। তাছাড়া পাওনা বুঝে নিয়ে ও শহরে চলে গেছে।'

জবাবে পপ্ কোরালে কর্মরত দুজন কাউবয়ের দিকে আড়ে তাকিয়েছে। ওদের একজনের নাম ব্লন্ট, অপরজন মিডৌস। ওরা মাডি ক্রিক লাইন ক্যাম্পে যাচ্ছে না। 'মার্ক ওদের কথাতেই চাকরি দিয়েছিল হার্পারকে।' গলা খাদে নামিয়ে বলেছে পপ্ বিড্‌ল্। 'তিনটাই একবনের শেয়াল, আমার ধারণা।'

কিন্তু লাইন ক্যাম্পের নিরুপদ্রব তিনটি দিনে রেড হার্পারের ছায়াও দেখা যায়নি। ব্লন্ট বা মিডৌসেরও না। মাইকের সঙ্গী বলতে মুন আর হাচ। কঠোর পরিশ্রম করে দলছুট গরুবাছুর ধরেছে ওরা। ইতিমধ্যেই জড় করা হয়েছে শ-খানেক। এবার ওগুলোকে গ্র্যাণ্ড মেসায় নিয়ে যাওয়া হবে। *এম এল* র‍্যাঞ্চের মূল পাল এখন সেখানে।

কর্মব্যস্ত অথচ শান্ত তিনটি দিন। তারপর এই অ্যামবুশ।

হার্পার লুকিয়ে ছিল অ্যাসপন বনের ভেতর? ব্লন্ট? মিডৌস? আর একজন

হতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা কম। অজ্ঞাতনামা রাসলার। লোকটা হয়ত ভেবেছে মাইক চিনে ফেলেছে তাকে, আদালতে শনাক্ত করতে পারে।

প্রত্যেকটি সম্ভাবনা খতিয়ে বিচার করল মাইক। সিদ্ধান্তে পৌছল, একমাত্র হার্পারের মোটিভই মজবুত। লোকটাকে মেরেছে ও, চেহারা খারাপ করে দিয়েছে। স্যাড্‌লে চাপল মাইক, ঘুরে দক্ষিণ প্রান্ত থেকে অ্যাসপেন বনের দিকে এগোল। ওর চোখ সতর্ক, কারবাইন তৈরি।

অ্যাসপনের দক্ষিণ প্রান্তে পৌছে নামল সে, পায়ে হেঁটে বনের ভেতর ঢুকল। সামান্য চেষ্টাতেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। বুলেটের খোসা আর রাইফেলধারীর পায়ের ছাপ। আরও গভীরে যাবার পর দেখল কোথায় বাঁধা ছিল ঘোড়া।

পিছু হটার ট্র্যাক স্পষ্ট ফুটে আছে মাটিতে। উত্তর পশ্চিমে শিপ পার্ক অভিমুখে গেছে লোকটা, দুপাশে অল্ট ক্রিক আর ওয়েস্ট মাডি রেখে।

ক্রমশ খুন চাপতে লাগল মাইকের মাথায়। এবার ব্যর্থ হয়েছে লোকটা, কিন্তু আবার চেষ্টা করবে। এভাবে খোলামেলা জায়গায় সে গরুর পেছনে ছুটলে ঘাতকের বুলেট তাকে ঠিক খুঁজে নেবে। *তারচেয়ে বরং আমিই শিকার করব ওকে। লোকটার নাগাল না পাওয়া অবধি তার ট্রেইলে লেগে থাকব।*

দীর্ঘ হতে পারে এই লুকোচুরি। ট্র্যাকিংয়ে মাইক তেমন দক্ষ নয়। আজ লোকটার নাগাল পাবার সম্ভাবনাই নেই। বড়জোর তার পরিত্যক্ত ক্যাম্পের হদিস পেতে পারে। অথবা এমন কোন চিহ্ন যা রাইফেলধারীকে চিনতে সাহায্য করে। হুফ্ প্রিন্ট লংডেন র‍্যাঞ্চে গিয়ে শেষ হলে বুঝতে হবে স্লাইপার ব্লন্ট নয়ত মিডৌস। আর ঘোড়াটা যদি ডস রিওসের দিকে যায়, ওটার আরোহী সম্ভবত হার্পার।

মাইক একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, বেশ কিছুদিন তাকে এখন ট্রেইলে কাটাতে হবে। খাবার আর বিছানা প্রয়োজন এ জন্য। পুবদিকে ঘোড়া ছোটাল সে, দুপুর নাগাদ মাডি ক্রিক লাইন ক্যাম্পে পৌছল। উননে কফি আর বেকন জ্বাল দিচ্ছিল মুন আর হাচ। 'আমার জন্য ডাব্‌ল্ রেশনের ব্যবস্থা কর,' মাইক বলল।

স্যাড্‌ল প্যাক বাঁধার পর নিজের অভিপ্রায়ের কথা ওদের জানাল সে। বুলেটের খোসাটা দেখিয়ে বলল, 'একবারই যথেষ্ট। লোকটার পরিচয় না জেনে

আমি ফিরছি না। একদিনেও হতে পারে সেটা, আবার সপ্তাহও লেগে যেতে পারে।'

মুন চোখ কপালে তুলল। 'তোমার ধারণা কাজটা হার্পারের?'

'আমি শুধু জানি ওর একটা ঘোড়া আর রাইফেল আছে।'

'মারা পড়বে একা গেলে,' সাবধান করল হাচ। 'আমাদেরও বোধহয় যাওয়া দরকার।'

মাথা এপাশ-ওপাশ করল মাইক। 'না। তোমরা এখানকার কাজ সামলাও। লংডেন সেটাই আশা করে তোমাদের কাছে। তোমরা না থাকলে গরুগুলো আবার ছড়িয়ে পড়বে।' ক্যান্ট্‌লের পেছনে গ্রাব স্যাক আর ব্ল্যাংকেট রোল বাঁধল ও। 'খারাপই লাগছে তোমাদের এভাবে একা ফেলে যেতে। পপ্‌ বিড্‌লের সঙ্গে দেখা হলে বোলো, তার রাইফেলের অযত্ন হবে না।'

ঘোড়া ছোটাল মাইক ব্যারি, মাডি ক্রিক পেরিয়ে পশ্চিমে চলল। গুপ্তঘাতক যেখানে লুকিয়ে ছিল কিছুক্ষণের মধ্যে সেই বনে উপস্থিত হল সে। লোকটা দুঘণ্টার পথ এগিয়ে রয়েছে এতক্ষণে। মাইক চেষ্টা করল স্যাড্‌লে বসেই ট্রেইল করতে। কিন্তু পারল না। ইন্ডিয়ান নয় সে। অগত্যা ঘোড়া টেনে নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোল। মাঝে মাঝে থেমে ট্র্যাক পরীক্ষা করছে। শত্রুর ঘোড়াটা নাল পরান।

পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে চলে গেছে ট্র্যাক, গ্র্যান্ড মেসার পুবদিককার রিমরক অভিমুখে। শিপ পার্কের ঠিক আগে বামে ঘুরে গেছে ট্রেইল, ওয়েস্ট মাডির জংলা র‍্যাভিনে প্রবেশ করেছে। র‍্যাভিনের দুপাশে পাহাড়ি দেবদারুর সারি। চলার গতি কমাল মাইক, সতর্ক রইল। লোকটা ওত পেতে থাকতে পারে।

বহু উঁচুতে পাইনে ছাওয়া পাহাড়ি একটা থাক। মুন ওটার নাম বলেছিল ট্রেইল ক্রিক পার্ক। ট্র্যাকগুলো খাড়া হয়ে উঠে গেছে ওখানে। জায়গাটা কিছুদূর মোটামুটি সমতল। পাইন বনের বাঁ পাশে ছোট্ট ঝরনা আছে একটা। ঝরনাতীরে এসে শেষ হয়েছে ট্র্যাক। ওপাশে পাথুরে ট্রেইল, উঠে গেছে আরও ওপরে। মাইকের এখন আর নালের চিহ্ন খুঁজবার প্রয়োজন নেই। ঘোড়া যাবার

পথ এখানে মাত্র দুটো। ট্রেইলের উজানে অথবা ভাটিতে।

বনানী এ জায়গায় নিবিড়। লম্বা লম্বা গাছপালা আকাশ আড়াল করেছে। বেশির ভাগই দেবদারু, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সবুজ অ্যাসপেন আছে কিছু। সূর্য ঢলে পড়েছে। তবু মাইক চড়াই ভাঙছে। এত উঁচুতে শীত-শীত করছে ওর। ট্রেইল বেজায় খাড়া, ঘোড়া টেনে নিয়ে এগোতে হচ্ছে ওকে। ক্রিকের উৎস এখানে ঝালর সদৃশ কয়েকটা জলধারা। এ মুহূর্তে মাইকের একটাই লক্ষ্য সন্ধের মধ্যে মেসার মাথায় পৌঁছন।

যখন সে শেষ পাথুরে ধাপটা অতিক্রম করল তখনও আলো আছে। গ্র্যান্ড মেসা! মাইককে আবারও মুগ্ধ করল এর সৌন্দর্য। সাগরপিঠ থেকে দশ হাজার ফুটের বেশি উঁচুতে এই মালভূমি। নব্বই হাজার একর জমির সর্বত্র অজস্র গাছপালা। মাইক অনুমান করল প্রথমবার যেখান দিয়ে মেসা অতিক্রম করেছিল সেখান থেকে মাইল কুড়ি পুবে রয়েছে সে। 'বিশ্বের সর্বোচ্চ মালভূমি!' চার সন্ধে আগে ডিনার টেবিলে ওকে বলেছিল সুসানা মার্শ, ...যেদিকে তাকাও অপরূপ এক বনানী, আনাচেকানাচে অসংখ্য ঝরনা...'

ঘনায়মান অন্ধকারে এখন সেই বনভূমির রূপ প্রত্যক্ষ করে মাইক। একটা ঝরনাতীরে থামল সে। মাথার ওপর দেবদারুর ছাত আছে। শুকনো কাঠের অভাব নেই। জিনের পেটি খুলে নিয়ে ঘেসো জমিতে ঘোড়া পিকেট করল ও। ছোট করে আগুন জ্বেলে খাওয়া গরম করল। তারপর সাপার সেরে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

বেলা ওঠার পর বরফ গলা পানিতে গোসল করল মাইক। তড়িঘড়ি নাস্তা খেয়ে ট্রেইল ধরল আবার। নালের ছাপ পাইন আর পন্ডেরোসার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে পশ্চিমেই এগোচ্ছে নাগাড়ে। বাচ্চাসহ একটা হরিণী অরণ্যের গভীরে হারিয়ে গেল। মেসার এই পুব প্রান্তে কোন লেক চোখে পড়ছে না ব্যারির। শুধুই ঢেউ খেলান প্রান্তর, চড়াইয়ের মাথায় পাইন আর নিচে দেবদারু। গুপ্তঘাতকের ট্র্যাক সোজা এগিয়ে চলেছে সামনে। মনে হয় নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য আছে তার। *এম এল* বা ডস রিওস লক্ষ্য হলে, নিজেকে বোঝাল মাইক, লোকটা সুউচ্চ এই

মেসা টপকাবার শ্রম স্বীকার করত না।

মাঝসকালে সরোবরের দেখা পেল মাইক। প্রায় তিরিশ একর জুড়ে নীল বৃত্ত। টলটলে পানিতে মাথা পেতে আছে লম্বা লম্বা সব গাছের ছায়া। সরোবর থেকে শীর্ণ স্রোতধারা বনের ভেতর চলে গেছে। আর মায়াবী নীল ওই জলরাশির মাঝখানে দাপাদাপি করছে একটা ট্রাউট। তাজা ছাই দেখে মাইক বুঝল গুপ্তঘাতক রাতে থেমেছিল ওখানে।

তারমানে লোকটা এখনও অন্তত দুঘণ্টার পথ এগিয়ে। মাইক থামল না। অগভীর একটা ক্রিক পার হবার সময়ে ওর দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল একটি মাদী ভাল্লুক, বাচ্চাসহ ঝোপঝাড়ের ভেতর ছুটে পালাল।

আরও সামনে গরুবাছুরের দেখা পেল মাইক। কৌতূহলভরে ব্র্যান্ডগুলো পরীক্ষা করল। গ্রীষ্মে *এম এল* ছাড়াও অন্যান্য র‍্যাঞ্চ এই রেনজ ব্যবহার করে। *ভি কে* আর *বার-আই* ব্র্যান্ডের গরু ওগুলো। খানিক পর কফি জ্বাল দেয়ার জন্য একটা ক্রিকের পাড়ে যখন থামল সে, মার্ক লংডেনের কিছু গরু চোখে পড়ল।

নিশ্চয় কাছেপিঠে কোথাও রাউন্ড আপ ক্যাম্প আছে র‍্যাঞ্চ তিনটার। হেমন্তে রাতের শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কেবিন থাকবার সম্ভাবনাই বেশি। কাউহ্যান্ডদের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল যায় ওই সময়টায়। শীতের মুখে সব গরুবাছুর জড় করে নামিয়ে আনতে হয় পাহাড় থেকে।

শেষ বিকেলে গতকালের গুপ্তঘাতকের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলল মাইক। দীর্ঘ এক ঝরনার ধারে এসে শেষ হয়েছে ওগুলো। অল্পটাক আগে কয়েকশ গরুবাছুর পানি খেতে এসেছিল ওই ঝরনায়। স্লাইপারের ট্রাক ওগুলো মাড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেছে।

মাইক ঘণ্টা খানেক ব্যয় করল খোঁজাখুঁজিতে। বেলা পড়ে আসছিল। পথ নিয়ে অনিশ্চয়তা জাগল ওর মনে। গাছপালায় ছাওয়া একটা ঢিবির মাথায় উঠল সে দূরে দেখার জন্য। দক্ষিণ রিমরক বেশি তফাতে না হলে, রাত নামবার আগেই সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা করবে ও। ঢিবির মাথা থেকে উপত্যকার নিচে ডস রিওস শহরটাও দেখতে পাবে।

সূর্য মেসার পশ্চিম রিমের পেছনে ডুবে যাচ্ছে যখন সে ঢিবির মাথায় পৌঁছল। দক্ষিণ রিম বহুদূরে, তাই এর ওপাশটা আর নিচের শহর মাইক দেখতে পেল না। তবে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা কেবিন চোখে পড়ল। মাইলও হবে না, বনের ভেতর অপেক্ষাকৃত ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়ান ওটা।

সম্ভবত কোন রাউন্ড আপ ক্যাম্প। ফার শিকারিদের পদার্পণ না ঘটলে, আকাশছোঁয়া এই মেসা শীতকালে বিরান থাকে।

গাছগাছালি দৃষ্টিপথে আড়াল তুলেছিল। ফাঁকা জমির কিনারে আসার পরই কেবল কেবিনটা পরিষ্কার দেখতে পেল মাইক। লাগাম ছাড়া তিনটে ঘোড়া দাঁড়ান বাইরে। মরচে ধরা একটা চিমনিপথে চুলোর ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে।

ঘোড়ার সংখ্যা সন্দিহান করে তুলল মাইককে। পপ্ বিড্লের বক্তব্য অনুযায়ী, হার্পার ছাড়াও আরও দুজন *এম এল* হ্যান্ডকে বরখাস্ত করা দরকার। হার্পারের দোসর দুজনের নাম ব্লন্ট আর মিডৌস। হয়ত মেসায় এখন গরু দেখাশোনার দায়িত্ব ওই জুটির। সেক্ষেত্রে মাইক ব্যারিকে অ্যামবুশের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর হার্পার এখানে এসে গা ঢাকা দিয়ে থাকলেই পারে।

এ অবস্থায় সরাসরি কেবিনে যাবার অর্থ হবে স্বেচ্ছায় বুলেটের লক্ষ্য হওয়া।

মাইক ঠিক করল স্যাড্ল্ হর্সগুলোর মার্কা দেখবে আগে। তারপর কেবিনের ছোট্ট জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি দেবে। লোক তিনজন হার্পার আর তার দুই সাঙাত হয়ে থাকলে, নিঃশব্দে পালিয়ে আসবে সে। তিনজনকে একা মোকাবেলা করার মানে মরণ—ওর নিজের।

আর ওরা যদি *বার-আই* কিংবা *ভি কে* পাঞ্চার হয়, মাইক রাতের মত ওখানে আশ্রয় নেবে। চিমনিতে ওই ধোঁয়ার অর্থ সাপারের আয়োজন করছে লোকগুলো।

দেবদারু বনের অনেকটা ভেতর দিকে মাইক বেঁধে রাখল ওর ঘোড়া। কী ভেবে উইনচেস্টারটা আর সঙ্গে নিল না। আলতো পায়ে এগোল সে, কেবিনের যে দেয়ালে জানলাকবাট নেই সেদিকে। ওখান থেকে সহজে পড়া যাবে মার্কা।

ঘোড়াগুলো *এম এল বার-আই* কিংবা ভি কে ব্র্যান্ডের না। ওগুলোর মার্কা

মাইকের অপরিচিত। ব্যাপারটা অবশ্য ইঙ্গিত দেয় না কিছু। কাউবয়রা সাধারণত নিজস্ব ঘোড়ায় চড়ে এবং কোথাও কাজ করলেও প্রায়ই চলার পথে ওটাই তার বাহন হয়।

দেয়ালে কান পাতল মাইক। একাধিক কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

একজন বলল 'আমাদের সরে পড়া দরকার, শ্যন। যে কোন সময়ে *বার-আই* হ্যান্ডরা রাউন্ড আপে এসে পড়তে পারে।'

কণ্ঠস্বরটা রেড হার্পারের না। শ্যন নামে কাউকে চেনে না মাইক। দৃশ্যত এটা *বার-আই* ক্যাম্প, তবে এখন অবাঞ্ছিত লোকদের দখলে।

আরেকটা কণ্ঠস্বর বলল: 'এত অস্থির হবার কিছু নেই, গাস। আমি বাজি রেখে বলতে পারি শীতের আগ্ দিয়ে ছাড়া *বার-আই* পাঞ্চাররা আসবে না।'

'সিমের আরেকটা কৌটো খোল, স্পেন্স।' থালায় ছুরির আঁচড় কাটার শব্দ পেল মাইক। 'তারপর কফিটা দাও এদিকে।'

কেবিনের কোনা ঘুরে জানালার ধারে গেল মাইক। উইন্ডো সিলের ওপরে সন্তর্পণে মাথা জাগাল। ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে আবছা নজর চলে। তিনজন বন্দুকবাজ বসে আছে একটা টেবিলে। ওদের সামনে খাবার, কফি আর মদ।

লোকগুলো মাইকের অচেনা। দুজনের মুখে দাড়ি, চেহারার মিল থেকে মনে হয় ওরা সহোদর। অপরজন অপেক্ষাকৃত তরুণ, ক্ষৌরি করা মুখ। প্রত্যেকের পরনেই পাঞ্চারদের মামুলি পোশাক। তবু মাইকের মনে হল ওরা পলাতক কোন আউট-ল হবে।

'রাতে নিচে নামতে আমার ভাল লাগবে না, শ্যন।' বিরক্তি প্রকাশ করল তরুণ বন্দুকবাজ। 'অন্ধকারে পড়ে যাবার ভয় আছে। তারচেয়ে সকাল অবধি অপেক্ষা...?'

'দেরি হয়ে যাবে,' শ্যন ছেলেটাকে থামিয়ে দিল রুক্ষ স্বরে। 'চারটার মধ্যে ওখানে পৌঁছতে হবে আমাদের। তরতাজা অবস্থায়, পাহাড় ভেঙে কাহিল হয়ে থাকলে চলবে না।'

'ঘোড়াগুলোকেও সবল রাখতে হবে।' একমত হল তৃতীয়জন। 'শ্যন, ঠিক কথাই বলছে, স্পেন্স। এখন রওনা দিলে ভোরের আগেই আমরা নদীর ধারে

পৌঁছে যাব। তখন না হয় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া যাবে।'

মাইক চটজলদি পিছু হটল। এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে ওরা। কেবিনের কোনা ঘুরল ও, পা চালিয়ে এগোল পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরের গাছপালার দিকে।

ওর তাড়াহুড়োয় চমকে উঠল বন্দুকবাজদের ঘোড়াগুলো। হ্রেষারব করল একটা। কেবিন থেকে শ্যনের সতর্ক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'বাইরে কেউ আছে নিশ্চয়! চল, দেখে আসি।'

মাইক বনের দিকে ছুটে চলল প্রাণপণে। একবার সে ঘোড়ায় চড়তে পারলে ওরা আর তার নাগাল পাবে না।

কেবিন থেকে দুড়্দাড়্ ছুটে বেরোল লোকজন। সচকিত কয়েকটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল মাইক। 'ওই যে! পালাচ্ছে ব্যাটা!'

'আড়ি পেতে শুনছিল আমাদের কথা।'

'ওকে ফেলে দাও, গাস!' কড়াৎ করে উঠল একটা রাইফেল, কানের পাশে বুলেটের ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শুনল মাইক।

ভীষণ জোরে ছুটছিল সে, বনের কিনারে এসে পড়েছে, যখন আবার গর্জাল রাইফেলটা। কাঁধে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা অনুভব করল মাইক। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল ওর, হাতে গরম রক্তের ছোঁয়া অনুভব করল। এক পা এগিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, বুক আর থুতনি মাটিতে ঠুকে গেল। উঠতে চেষ্টা করছিল মাইক, মাথার পেছনে গান ব্যারেলের বাড়ি খেল একটা।

প্রায় রাত যখন জ্ঞান ফিরল ওর। ঘাড় আর হাতের মাঝামাঝি জায়গায় অসহ্য যন্ত্রণা। হাত নাড়তে গিয়ে ব্যথায় ও কষ্ট পেল। অসাড় সে পড়ে থাকল কিছু সময়, রক্ত হারিয়ে দুর্বল বোধ করছে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল হাঁটুর ভরে, দাঁড়াল।

লোক তিনটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ওদের ঘোড়াগুলো উধাও হয়েছে।

বনের ভেতর তাকাল মাইক। ওর ঘোড়াটাও নেই। পপ্ বিড্‌লের রাইফেল ছিল ওটার স্যাড্‌ল্ স্ক্যাবার্ডে। এবার মাইক খেয়াল করল ওর পিস্তল আর

ওয়ালেটও খোয়া গেছে। অল্প কয়েকটা ডলার ছিল ওতে। লাইন রাইডিংয়ে বেরোবার আগে টাকাপয়সা বিড্‌লের জিম্মায় রেখে এসেছে।

খোলাই ছিল কেবিনের দরজা। ভেতরে ঢুকে ল্যাম্প জ্বালল মাইক। চুলোয় আঁচ আছে এখনও। কোণের একটা বক্সে লাকড়ি আছে। ডাব্‌ল্‌-ডেক বাংকগুলোয় কম্বল পাতা। শেলফে টিনজাত খাবার রয়েছে। মাইক লাকড়ি ফেলল চুলোয়। পটে লোকগুলোর বানান খানিকটা কফি ছিল। ওটা সে গরম দিল।

সসপেনে পানি ছিল। মাইক ওটাও চাপাল চুলোয়। এরপর কোট আর শার্ট খুলে ফেলল সে। শোল্ডার ব্লেডের ঠিক ওপরে বুলেট ঢুকেছে একটা, মাংস ফুঁড়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর এক ইঞ্চি ওপরে হলেই গুলিটা লাগত না। রক্ত চাপ বেঁধে ক্ষতের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। তবে বেশি নড়াচড়া করলে আবার শুরু হবে রক্তপাত।

কাউ ক্যাম্প এটা, ফাস্ট এইড কিট না থেকে পারে না। বনেবাদাড়ে কাউহ্যান্ডরা নিজেরাই নিজেদের ডাক্তার। একটু খুঁজতেই ওষুধের বাক্সটা পেয়ে গেল মাইক। আয়োডিন আর গজ ব্যান্ডেজ মিলল ওতে। টেবিল ড্রয়ারে আরও আছে *বার আই* র‍্যাঞ্চের টালিশিট আর ডস রিওসে শ্যানিং স্টোর থেকে কেনা খাবারের রসিদ।

গরম পানি দিয়ে কাঁধের ক্ষতটা ধুয়ে সাফ করল মাইক। আয়োডিন ছোঁয়াতেই ব্যথায় দব্‌দব্‌ করে উঠল জায়গাটা। এরপর শুরু হল আসল কাজ। গজের মাথা কামড়ে ধরল ও, ডান হাতের সাহায্যে বাম বগলের নিচে দিয়ে কাঁধের ওপর জড়াতে লাগল ওটা। সবশেষে বাহুতে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে উঁচুতে মরা গিঁট বাঁধল একটা।

বাইরে এখন ঘুটঘুটে আঁধার। নিশাচর জন্তুদের চলাফেরার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মাইক খাওয়াদাওয়া করে নেতিয়ে পড়ল বাংকে।

কাঁধের ব্যথা ঘুমুতে দেবে না ওকে। তবু নিঃসাড়ে শুয়ে থাকাই ভাল। সময়ে ব্যথা সয়ে যাবে।

এখন আর কোথাও যাবার তাড়া নেই মাইক ব্যারির। তার চিঠি এতদিনে

ক্যানসাসের ডাকঘরে পৌঁছে যাবার কথা। ওর ওয়াগন ট্রেনের বন্ধুরা সংগ্রহ করবে ওটা। শিগগিরই ডস রিওসের পথে রওনা হবে ওরা। জিমি র‍্যান্ডালকে সে অনেক গল্প শোনাতে পারবে। মিশিগানে একসাথে বড় হয়েছে দুজনা। সেই ছোটবেলা থেকে ওরা একসাথে পশ্চিমে পাড়ি জমাবার পরিকল্পনা করেছে। ওয়াগনে জিমিকে পাশে বসিয়ে মাইক শোনাবে মেসা আউট-লদের সঙ্গে ওর সংঘর্ষের কাহিনী।

আউট-ল তিনজন ফিরে আসবে, এ ভয় সে করছে না। কাল বিকেল চারটায় উপত্যকার কোথাও কাজ আছে ওদের।

মাইক জানে এখন সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করাই তার জন্য ভাল হবে। ঘোড়া নেই ওর। রক্ত হারিয়ে এত দুর্বল, পায়ে হেঁটে পাহাড় থেকে নামতে পারবে না। *বার-আই* কর্মচারিদের কেউ এদিকে এলে সে ওকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

পাঁচ

বেলা তিনটা হবে তখন। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ডেল শ্যানিং। ঘোড়া হাঁটিয়ে আলবার্তো চলে গেল ওর সামনে দিয়ে। আলবার্তো আর তার ঘোড়া, উভয়কেই কাহিল মনে হচ্ছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক এটা। এখান থেকে মাডি ক্রিক, তারপর মেসা হয়ে ফেরত যাত্রা—বন্ধুর একশ মাইল পথ। হতে পারে আলবার্তো টেক্সান ভাকুয়েরো, স্যাড্‌লে টানা পাঁচ দিন থাকলে যে কারো নিতম্বে ফোস্কা পড়তে বাধ্য।

চার বছর আগে স্যান আন্তনে শহরে শ্যানিং রিক্রুট করে ওকে। সেই থেকে এই স্পানিয়ার্ড একাধারে তার চাকর আর দেহরক্ষী। একবার, স্যান আন্তনেতে,

ভ্রাম্যমান এক সেলসম্যান চিনে ফেলেছিল শ্যানিংকে। পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিল লোকটা। 'ওকে থামাও, আলবার্তো।' অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত সামান্য ওই নির্দেশই যথেষ্ট হয়েছিল আলবার্তোর জন্য। সেলসম্যানের মৃত্যুরহস্যের কিনারা আজও হয়নি।

আলবার্তো পাহারাদার কুকুরের মত বিশ্বস্ত। এ দফায়ও সফল হয়েছে নিশ্চয়?

শ্যানিং রিপোর্টের জন্য উতলা, তাড়াতাড়ি বাড়িতে ছুটল। ওর কটেজ ফোর্থ স্ট্রিটে, মেইন থেকে আধ ব্লক পশ্চিমে। থার্ড স্ট্রিট অতিক্রম করে ব্যাংকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল শ্যানিং। হঠাৎ মনে পড়ল ওর কাছে একটা চেক আছে, আজ জমা না দিলে বাউন্স করতে পারে।

ব্যাংকে ঢুকে সে মার্ক লংডেনকে দেখতে পেল, ক্যাশিয়ার ওলি গর্ডনের সাথে কথা বলছে। ওলি হাত নাড়ল শ্যানিংয়ের উদ্দেশে। কিন্তু মার্ক লংডেনের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটল। শ্যানিং এর কারণ আন্দাজ করতে পারে। বিশালদেহী গরু ব্যবসায়ী বিবেকের তাড়নায় ভুগছে। তুচ্ছ রাজনৈতিক অসততা বা দুর্নীতির জন্য নয়। মার্কের ওসব অনুভূতি মরে গেছে বহু আগেই। কিন্তু নরহত্যা ব্যাপারটা আলাদা। শ্যানিং অবজ্ঞাভরে ভাবল *সাতশ ইঁদুর মেরেছে বেড়াল, তবু ধর্মের কথা ভোলেনি!*

কাউন্টারে জো উইলসনের কাছে চেকটা জমা দিল শ্যানিং। তারপর ব্যাংকের ঘড়ির সাথে নিজের হাতঘড়িটা মিলিয়ে নিল। তিনটে কুড়ি। আড়ে লংডেনের দিকে তাকাল সে। দুশ্চিন্তার ভাবটা আছে এখনও। তবে শ্যানিং জানে লংডেন মুখ খুলবে না। র‍্যাঞ্চারের নিজেরও অপকীর্তির সংখ্যা নেহাত কম না।

শ্যানিং বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে। সাইড ওঅকে লংডেন মিলিত হলো ওর সঙ্গে। *এম এল* র‍্যাঞ্চার মাইকের চিঠি ওর হাতে তুলে দেবার পর এই প্রথম দেখা দুজনার।

'তুমি পোস্ট করেছ ওটা?' জিজ্ঞেস করল লংডেন, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অস্বস্তি।

'অ্যালামোসায় এখন পোস্ট করা হচ্ছে। দুশ মাইল দূরের ডাকঘরে।'

'আলবার্তোকে পাঠিয়েছিলে?'

'না। ক্রডিকে। আলবার্তোর অন্য কাজ থাকে।'

স্যাড্‌লে চেপে অ্যালামোসায় যেতে-আসতে কমপক্ষে দশদিন লাগে। একেক দিকে পাঁচ করে। সুতরাং চিঠি বাহক এখন নিশ্চয় ওখানে। ক্রডি ওদের পোষা কুকুর, ইলেকশনের সময় ভোটকেন্দ্র পাহারা দেয়। অন্য সময়ে, সানডাউন ক্লাবে ফারো ডিলারের কাজ করে।

লংডেন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। 'আলবার্তোর সেই অন্য কাজটা কী?'

'আমার রান্না করে ও।' শ্যানিং মধুর করে হাসল। 'বাসা সাফ রাখে। আমার জামার বোতাম সেলাই করে দেয়। টুকটাক এমনিতর আরও অনেককিছু।'

'খানিক আগে ওকে কাহিল একটা ঘোড়ার পিঠে দেখলাম। তুমি নিশ্চয় মাইক ব্যারিকে খুন করতে পাঠাওনি?'

'আরে না, মার্ক। ব্যারির ভার আমি ছেড়ে দিয়েছি যাকে ও মেরেছিল তার ওপর। কী যেন নাম বলেছিলে লোকটার? হার্পার?' দোকানির দৃষ্টিতে কৌতুক। লংডেন তবু নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'দেখ, শ্যানিং। আমি খুনখারাবির মধ্যে নেই। বুঝেছ?'

'কেউ তোমাকে দিব্যি দেয়নি থাকবার জন্য। শুধু তোমার মুখটা বন্ধ রেখ।'

'এখনও সময় আছে, এখানকার সবকিছু বিক্রি করে তুমি পালাতে পার।'

'অনেক পালিয়েছি, মার্ক। আর না। মিশিগান থেকে নিউ অরলিন্স। সেখান থেকে স্যান আন্তনে। দুই দুই চার বছর। তারপর এখানে। তিন বছর হল আছি, শেকড় গেড়ে বসেছি। ওই শেকড়ের সাথে তোমারটাও জড়িয়ে আছে, মার্ক। আমার শেকড় ওপড়ালে তোমার গোড়ায়ও টান পড়বে। আর শোন, অমন কাতর মুখ করে থেক না তো। কারো কোন ক্ষতি করা হচ্ছে না। মিশিগানের ওই চোদ্দটা পরিবার অ্যালামোসায় চাইকি এদিককার চেয়ে ভাল জমিই পেতে পারে।'

শ্যানিং পা বাড়াল বাড়ির পথে। কোর্টহাউসের বড় ঘড়িটা মাত্র সাড়ে তিনটার ঘোষণা দিয়েছে।

ফোর্থ স্ট্রিটে পৌঁছে পেছনে তাকাল দোকানি। লংডেন এখনও দাঁড়িয়ে ব্যাংকের কোনায়, কৌতূহলভরে ওর যাওয়া লক্ষ করছে। পরিশ্রান্ত ঘোড়ায় চড়ে আলবার্তোকে শহরে ঢুকতে দেখেছে র‍্যাঞ্চার। সত্যি কথাটা—শ্যানিং খবর জানতেই বাড়ি যাচ্ছে—সে অনুমান করে নিতে পারে।

লংডেনকে ধোঁকা দেবার জন্য শ্যানিং ঝট্ করে গ্রেডন্‌স্ হার্ডওঅ্যার স্টোরে ঢুকে পড়ল। গ্রেডন ডস রিওসে ব্যবসায় ওর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। একটা কোন ছুতো বার করলেই চলবে। ছুতো বার করতে ডেল শ্যানিং জুড়িহীন। 'বাড আছে?' বুড়ো গ্রেডনকে সে জিজ্ঞেস করল।

'বাড পেছনের কামরায়। ওর নতুন শার্পস্‌টা সাফ করছে। ছেলের আমার খুউব আশা, ফোর্থ অভ জুলাই শুটিং কম্পিটিশনে এবারও চ্যাম্পিয়ন হবে।'

'আমার বাজি তো ওর ওপরেই।' শ্যানিংয়ের ঠোঁটে নির্বাচন জয়ের হাসি। এভাবেই ভোট টানতে হয় নিজের পক্ষে। কারো পছন্দের রাইফেলের প্রশংসা করা বাচ্চাছেলেদের চুমু খাওয়ার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দোকানের পেছনের কামরায় গেল সে। খোলা খিড়কি দরজার ওপর বসে কালো চুল, সুবেশ এক যুবক রাইফেলে তেল দিচ্ছিল। 'হ্যালো, বাড,' শ্যানিং বলল। 'ডেপুটিশিপ গ্রহণ করার ব্যাপারে মনস্থির করলে কিছু?'

'হেসে মাথা নাড়ল বাড গ্রেডন। 'দুঃখিত কমিশনার। অন্য কাউকে কর।'

চেহারায় কৃত্রিম হতাশা ফুটিয়ে তুলল শ্যানিং। সেও জানত প্রত্যাখ্যাত হবে। ছেলেটাকে বাবার দোকানে সাহায্য করতে হয়। তাছাড়া ডস রিওসের একটি মেয়ের সাথে ওর প্রেম চলছে। ডেপুটির চাকরি নিলে তার কর্মস্থল হবে ক্র্যাফোর্ড, চল্লিশ মাইল দূরের এক ফাঁড়িতে।

এটাও ভোট আদায় করার চতুর কৌশল। গ্রেডনরা মানী লোক। সৎ, ধর্মভীরু। শহরের তরুণদের মধ্যে বাড অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার ওপর সে কাউন্টির সেরা রাইফেল শুটার। তাকে ডেপুটি শেরিফের পদ গ্রহণ করতে বলার মধ্যে দারুণ রাজনৈতিক চাল আছে একটা। আগামী সপ্তাহের ডস রিওস *সেন্টিনেল* বলবে শ্যানিং আবার চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিল এবং আবারও সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

গলির দরজায় দু-চার মিনিট গল্প করল শ্যানিং, তারপর বলল, 'অ্যাদ্দূর যখন এসেই পড়েছি, শর্টকাটেই বাড়ি যাই।' কয়লার গুঁড়ো বিছান গলিপথে নেমে পড়ল ও। ডানদিকের দুটো বাড়ি পরেই ফোর্থ স্ট্রিট। রাস্তা পার হল দোকানি, নিজের কটেজে ঢুকল।

সামনের পোর্চে ফুলগাছে পানি দিচ্ছিল আলবার্তো। রাইডিং বুট বদলে এখন স্লিপার পায়ে দিয়েছে। মনিবকে দেখে অনুযোগের সুরে বলল, 'গাছগুলো আধমরা হয়ে গেছে, *পাত্রন*।'

একটা পোর্চ রকারে বসল শ্যানিং। 'পানি দিতে দিতে আমাকে জানাও সব।' রাস্তার ডানে বাঁয়ে নজর বোলাল সে। কাছেপিঠে নেই কেউ যে ওদের কথা শুনে ফেলতে পারে। রাস্তার ঠিক ওপারে, গলির মুখে, নাপিতের দোকান। ওটার সামনে একটা স্যাডল হর্স বাঁধা। বার্বারশপের পাশে লামবারইয়ার্ড, একটা র‍্যাঞ্চ ওয়াগনে লাকড়ি বোঝাই করা হচ্ছে।

'আমি ব্যর্থ হয়েছি, *পাত্রন*।' আলবার্তোর কণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনার সুর। 'গুলি করেছিলাম একবার। এতটুকুর জন্যে লাগাতে পারিনি।' কড়ে আঙুলটা উঁচু করুন ভাকুয়েরো। 'আবার যখন চেষ্টা করলাম গুলি ফুটল না। সম্ভবত নদী পার হবার সময় ওগুলো ভিজে গেছিল। রেগুলার রুটে আমি যাইনি। আপনি বলেছিলেন কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়। লোকটার কাছে রাইফেল আছে। অথচ আপনি বলেছিলেন পিস্তল ছাড়া কিছু থাকবে না।'

'চাকরি নেবার সময় শুধু ওটাই ছিল। রাইফেলটা র‍্যাঞ্চের কেউ দিয়ে থাকবে।'

'আপনি আমাকে ঝুঁকি নিতে মানা করেছিলেন, *পাত্রন*।'

শ্যানিং স্বীকার করল কথাটা। মাইক ব্র্যারিকে অ্যামবুশ করতে গিয়ে তার দেহরক্ষী যদি আহত হয় বা ধরা পড়ে, সব দায় শ্যানিংয়ের ঘাড়ে চাপবে। আলবার্তোকে সে সরাসরি শহরে ফিরতে না করবার এটাই কারণ। 'মেসায় তোমাকে ট্র্যাক খসাতে বলেছিলাম। খসিয়েছ?'

'*সি, পাত্রন*। লোকটাকে দুবার আমি মেসায় দেখেছি, বেশ দূরে। এখনও আমাকে ওখানেই খুঁজছে সে। শুকনো কার্তুজ আর তাজা ঘোড়া নিয়ে আবার

সেখানে যাব আমি।' পুরো সময়টা শ্যানিংয়ের দিকে পিছন ফিরে থাকল আলবার্তো। এখন কেউ ওদের এভাবে দেখলে তার মনে হত দায়িত্বসচেতন ভৃত্য আপন কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

'মেসায় যাবার দরকার নেই,' শ্যানিং বলল। 'তোমার হদিস না পেয়ে ও র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবে। আসল ব্যাপার হল লোকটা যেন চিঠি পোস্ট করার জন্য শহরে আসতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। ও তোমার চেহারা দেখতে পায়নি তো?'

'আমি ঝোপের আড়ালে ছিলাম।'

'কোন্ ট্রেইল ধরে ফিরেছ?'

আনমনাভাবে আলবার্তোর বর্ণনা শুনতে লাগল শ্যানিং। বার্বারশপের সামনে দাঁড়ান ঘোড়াটা পা ঠুকে মাছি তাড়াতে চেষ্টা করছে। বাড়ির একটা ঘড়িতে বিকাল চারটের ঘণ্টা পড়ল। তবে ঘড়িটা কয়েক মিনিট ফাস্ট। উত্তরে এক ব্লক পর, গলিটা যেখানে থার্ড স্ট্রিটে পড়েছে, তিনটে স্যাড্‌ল্ হর্স ব্যাংকের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্যানিং ওখানে ঘোড়া দাঁড়াবার হেতু খুঁজে পেল না। একটি স্যাড্‌লে আরোহী বসে, অপর দুটো খালি। 'দ্বিতীয় বার,' আলবার্তো গম্ভীর গলায় প্রতিশ্রুতি দিল, 'আমি আর ব্যর্থ হব না, *পাত্রন*।'

বাবার হার্ডওঅ্যার স্টোরের পেছনের কামরায় রাইফেলে তেল দিচ্ছে বাড গ্রেডন। মাত্র আধ ব্লক তফাতে রয়েছে স্যাড্‌ল্ হর্স তিনটা। উত্তর দিকে মুখ করে থাকলে সেও দেখতে পেত ওগুলো। কিন্তু ওর টিল্টেড চেয়ারটা দক্ষিণে মুখ করা। গলির শেষ প্রান্তে ফোর্থ স্ট্রিট দেখতে পাচ্ছে বাড, থার্ড স্ট্রিটে নজর ফেলতে হলে ওকে ঘাড় ফেরাতে হবে।

চারটে বাজতে এক মিনিট বাকি যখন সে মেইন স্ট্রিট সাইডওঅকে উত্তেজিত কয়েকটা কণ্ঠস্বর শুনল। একজন লোক দৌড়ে এসে বাডের বাবাকে চেঁচিয়ে বলল, 'ম্যাকলিন্স ব্রাদার্স! ব্যাংক ডাকাতি করছে ওরা! ওলি গর্ডনকে গুলি করেছে!'

নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল বাড গ্রেডন। শার্পসের ম্যাগাজিনে চারটে

কার্তুজ আছে; বোল্ট টেনে একটা চেম্বারে পাঠাল। ওলি গর্ডন্ ওর বন্ধু। ওলি সবারই বন্ধু ছিল। বড়দিনে স্যান্টা ক্লস সাজত সে। কারো সাহায্যের প্রয়োজন হলে ও-ই এগিয়ে আসত সর্কলের আগে। দোকানের সামনের অংশে কণ্ঠস্বরটা বলছিল: 'ঝাপ ফেলবার এক মিনিট হানা দিয়েছে ওরা। ওলি হাত তুলতে দেরি করেছিল। তাই হত্যা করেছে ওকে!'

বাড গলিতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল। ডাকাতগুলো এদিক পানে আসছে। মুহূর্তেক পরেই ওর খোলা দরজা পেরিয়ে গেল ওরা—তিন খুনি, পালাচ্ছে ঝড়ের গতিতে।

গলিতে পা রাখল বাড, রাইফেলের কুঁদো চিবুকে। ওকে গুলি ছুড়তে হবে ঝটপট এবং নির্ভুল ঠিকানায়। তিন বুলেটে সাবাড় করতে হবে ডাকাতদের। তিনটা হার্টবিট গুনতে যত সময় লাগে ঠিক অতটুকুর মধ্যে। আর আধ ব্লক, তার পর ফোর্থ স্ট্রিট ওদের আড়াল করবে, যদি না···

বাঁয়ের রাইডারকে নিশানা করল বাড, গুলি ছুড়ল, কয়লার ধুলোয় ছিটকে পড়তে দেখল লোকটাকে। এবার মাঝের রাইডার। ওর দক্ষতার প্রমাণ মিলবে আজ। কাউন্টি প্রতিযোগিতায় ক্লে পিজিঅন শুট করছে না সে। এরা ওলি গর্ডনের হত্যাকারী। বাড গুলি করল আবার, স্যাড্‌ল্ থেকে মাঝের রাইডারকে ফেলে দিল।

ডান দিকের রাইডার এখন ফোর্থ স্ট্রিটের মুখে। আর কয়েক কদম, তারপর ওর নাগাল পাওয়া যাবে না। বাড মরিয়া, বোল্ট টেনেই ফের গুলি ছুড়ল। লোকটা তবু ছুটছে দেখে মনে হল গুলি লাগেনি। বাড আরেকটা কার্তুজ পাঠাল চেম্বারে, সামান্য নিচুতে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগারটা টেনে দিল। মানুষ নয় এবার গুলি লাগল ঘোড়ার গায়ে। আতচিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়াটা। রাইডার ভূমি স্পর্শ করল দুপায়ের ভরে, পালাচ্ছে। বার্বারশপের দেয়াল তাকে আড়াল করল বাডের রাইফেলের মাছি থেকে।

বাড গলির উজানে ছুটল, রিলোডিংয়ে ব্যস্ত থাকায় জোরে দৌড়াতে পারছে না। যখন ফোর্থ স্ট্রিটে ছিটকে বেরোল সে ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠেছে। কয়েকজন এসেছে মেইন স্ট্রিট থেকে। ডেল শ্যানিংয়ের কটেজ থেকে দুজন।

ভয়ার্ত নাপিত পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলছে: 'ওদিকে গেছে! আমার খদ্দেরের ঘোড়াটা নিয়ে। শেষ মাথায় পৌঁছে দক্ষিণে ঘুরেছে।'

বাড একছুটে দুটো বাড়ি পেরিয়ে দক্ষিণে পামার স্ট্রিটে দৃষ্টি ফেলল। রাইডারের ছায়াও নেই। পিছু নিতে হলে পসি গঠন করতে হবে। বাড পা চালিয়ে ফিরে এল নাপিতের দোকানের সামনে। শেরিফ ফ্যানশ্য ইতিমধ্যে হাজির হয়েছে সেখানে।

প্রত্যক্ষদর্শী দুজনকে জেরা করছিল ফ্যানশ্য। 'ওই যে লোকটা পালাল, তোমরা ওর চেহারা দেখতে পেয়েছ, কমিশনার?'

শ্যানিং তড়িঘড়ি মাথা ঝাঁকাল। 'দেখেছি, শেরিফ। আলবার্তো আর আমি পোর্চে ছিলাম। লোকগুলো গলির ভেতর দিয়ে আমাদের দিকেই আসছিল। তারপর বাড গ্রেডনকে লাফিয়ে বেরোতে দেখলাম ওর বাবার দোকান থেকে। চারবার গুলি ছুড়ল সে। নাকি পাঁচবার, আলবার্তো?'

'চারবার, *পাত্রন*।' বাডকে দেখছে স্পানিয়ার্ড, দৃষ্টিতে সমীহ। 'এমন শুটিং *এই* প্রথম দেখলাম। দারুণ, *সিনর*।'

মেইন স্ট্রিটের র‍্যাকগুলো থেকে ঘোড়া আনা হয়েছে। জনা বার লোক এখন স্যাড্‌লে। একজন ডেপুটির নেতৃত্বে মানুষ শিকারে ছুটল ওরা। ফ্যানশ্য সাক্ষীদের জেরা করার জন্য রয়ে গেল।

'লোকটাকে আগে দেখেছ কখনও? মানে যে পালিয়েছে আরকি?'

শ্যানিং মাথা এপাশ-ওপাশ করল। 'না।'

'আবার দেখলে চিনবে?'

'আলবত।'

'আলবার্তো, তুমি?'

'ওই চেহারা আমি ভুলব না,' জবাব দিল ভাকুয়েরো।

ডক্টর ব্র্যাস্টন, করোনার, মিলিত হল ওদের সঙ্গে। সে ভূপাতিত দুই আউট-লকে পরীক্ষা করে এসেছে। 'মারা গেছে, ওরা,' বলল। 'গাস আর শ্যন ম্যাকলিন্স।'

জনতার মাঝে প্রশংসার গুঞ্জন উঠল। 'বাডকে একটা সোনার পদক দেয়া

উচিত।' 'গাসই খুন করেছে ওলি গর্ডনকে।' 'তৃতীয় লোকটার মুখ তুমি দেখেছ, বাড?'

'না, শুধু পিঠটা।'

'লোকটাকে যত উঁচুতে ঝোলা[illegible] হবে আমি তত খুশি হব।'

'ওই লোক ম্যাকলিন্স ভাইদের কেউ না,' একজন মন্তব্য করল। 'ম্যাকলিন্সরা কেবল দু ভাই-ই ছিল।'

'লুটের ভাগ পায়নি সে,' আরেকজন বলল। 'ডলার সব শ্যান ম্যাকলিন্সের পকেটে পাওয়া গেছে।'

তৃতীয় আউট-লয়ের ঘোড়[illegible]া কাতরাছিল যন্ত্রণায়। বুলেট ওটার হিপবোন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। 'আমি ওটাকে [illegible]ষ্ট থেকে মুক্তি দিচ্ছি,' বলে পিস্তল বার করল শেরিফ, জা[illegible]োয়ারটার মাথায় গুলি করল।

ঘোড়ার স্যাড্‌ল্ স্ক্যাবার্ডে কারবাইন ছিল একটা। ওটা তুলে নিল ফ্যানশ্য, দেখল ভাল করে। 'মালিকের নাম শুরু হয়েছে *এল* আর *বি* দিয়ে। অক্ষর দুটো কুঁদোয় খোদাই করা আছে,' বলল সে।

'*এল* মানে লারি,' ফোড়ন কাটল একজন। 'নইলে বাড গ্রেডনের দু-দুটো গুলি থেকে বাঁচে।'

সবাই একমত হল লোক[illegible] সঙ্গে। বাড এখন জনতার চোখের মণি। 'তোমার যখন খুশি শেরিফ প[illegible] দাঁড়াতে পার, বাড, আমরা তোমাকেই ভোট দেব। চারটা গুলি, দুজন মানু[illegible] আর একটা ঘোড়া খতম!'

'আমাকে দেখতে দাও, ফ্যানশ্য।' ডস রিওস কাউন্টির বিশালতম মানুষটা এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। ওই লোক আর কেউ নয়, মার্ক লংডেন। ফ্যানশ্যর হাত থেকে কারবাইনটা নিল সে।

'আমি এটা চিনি,' কুঁদোয় একবার নজর বুলিয়েই ঘোষণা করল লংডেন। 'কারবাইনটার মালিক আমার বাবুর্চি— ল্যাক বিড্‌ল্ আমরা ওকে সংক্ষেপে পপ্ ডাকি।'

শেরিফের চোখ শ্যানিংয়ের দিকে ঘুরল। শ্যানিং মাথা নাড়ল। 'না, গলি থেকে আমরা পপ্ বিড্‌ল্‌কে বেরোতে দেখিনি। লোকটা বিড্‌ল্ থেকে তিরিশ

বছরের ছোট হবে।'

'দাঁড়াও এক মিনিট।' লংডেনের মনে পড়েছে কিছু। 'দিন কতক আগে তিনজন কর্মচারিকে আমি মাডি ক্রিকে পাঠিয়েছিলাম। ওদের একজনের স্ক্যাবার্ড গান ছিল না, তাই বিড্ল্ ওকে ধার দেয়।'

ফ্যানশ্য হতভম্ব। 'পপ্ কাকে ধার দিয়েছিল, রাইফেল?'

'নতুন লোক। মাইক ব্যারি।'

'তুমি বলছ আরও দুজনের সাথে সে মাডি ক্রিকে গেছিল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু পরে ওদের ছেড়ে চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

লংডেনের মুখে অনিশ্চয়তার মেঘ। 'কাল রাতে মুন আর হাচ র‍্যাঞ্চে ফিরে আমাকে যা বলেছে আমি শুধু সেটুকু জানি। ওরা বলেছে তিনদিন আগে ব্যারি দাবি করে কেউ ওকে অ্যামবুশ করার চেষ্টা করেছিল। এরপর লোকটাকে ট্র্যাক করবে বলে ও একা বেরিয়ে পড়ে। মুন আর হাচের সঙ্গে সেটাই ওর শেষ দেখা।'

মুন আর হাচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে কোন্ দিকে রওনা হয়েছিল?'

'গ্র্যান্ড মেসার ইস্ট রিমের দিকে।'

গত সপ্তাহে স্যালুনের আড্ডায় শোনা কথা স্মরণ করল জনতার একজন। 'আচ্ছা, মার্ক, এই ব্যারি ছোকরাকেই তোমার লোকেরা গরুচুরি করার সময় ধরে ফেলেছিল না? ওকেই তো রেড হার্পার ঝোলাতে চেয়েছিল?'

'হ্যাঁ,' লংডেন স্বীকার করল। 'তবে আমি যাচাই করে দেখেছি লোকটার দোষ ছিল না কোন। পরে আমি রানিং আয়রনটার মালিককেও ধরেছি—হুগো শার্কি।'

গুঞ্জন শুরু হল জনতার মাঝে। 'রেড হার্পারকে আটকান তোমার উচিত হয়নি, মার্ক।' 'তাহলে আজ আর ওলি গর্ডনকে মরতে হত না।' 'হারামিটাকে লটকে দেয়ার সুযোগ এখনও শেষ হয়ে যায়নি, বয়েজ!'

ফ্যানশ্য হাত তুলে থামাল জনতাকে। 'ওসব চলবে না। অন্তত আমি যতক্ষণ শেরিফ, ওই লোক অবশ্যই সুবিচার পাবে।' ডেল শ্যানিংয়ের কাছে গেল

ল-অফিসার। 'পালিয়ে যাবার সময় লোকটাকে তুমি দেখেছ, কমিশনার ...ইক ব্যারিই ছিল?'

রিমলেস চশমার পেছনে, শ্যানিংয়ের চোখে ধূর্ততা ঝিলিক মারল। হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিল সে। পরক্ষণে তার মনে পড়ল ব্যারিকে সে আগে দেখেনি 'আমার সামনে লোকটাকে আগে হাজির করতে হবে, শেরিফ। ব্যারি দেখতে কেমন? লম্বা বেঁটে রোগা নাকি মোটা?'

সবাই তাকাল মার্ক লংডেনের দিকে। নিখুঁত বর্ণনা দিল র‍্যাঞ্চার। ছফুট লম্বা, বয়স কুড়ি বাইশ। নীল চোখ, খয়েরি চুল। লম্বাটে মুখ, অনেকটা বাড গ্রেডনের মত। লাইন রাইডিংয়ে বেরোবার সময় তার পরনে ছিল খয়েরি প্যান্ট, ধূসর শার্ট আর কালো হ্যাট। বুটজোড়া নতুন, কেবল একটায় স্পার লাগান। এতদিনে লোকটার মুখে পাঁচ দিনের দাড়ি গজিয়ে যাবার কথা। ওর কার্ট্রিজ বেল্টে পেতলের পাত বসান। 'আর,' উপসংহার টানল *এমএল* মালিক, 'পিস্তলের হাতলটা হাড়ের।'

'ঘোড়া?' ফ্যানশ্য জেরা করল।

'বে। মার্কা কী ছিল খেয়াল করিনি।'

'সরে যাও তোমরা, মার্ককে একবার দেখতে দাও এটা।' জনতা পিছু হটার পর লংডেন দেখল মরা ঘোড়াটা।

ওটাও বে, নিতম্বে অচেনা একটা ব্র্যান্ডের ছাপ। 'মনে তো হয় এটাই,' বিড়বিড় করল লংডেন।

ফ্যানশ্য আবার ফিরল শ্যানিংয়ের দিকে। 'বর্ণনা তুমি শুনেছ কমিশনার। গলি থেকে যাকে বেরোতে দেখছ মেলে তার সাথে?'

আলবার্তোর সঙ্গে চোখাচোখি করল শ্যানিং। মেলে না বর্ণনা, দুজনেই জানে। পলাতক আউট-লর মুখাবয়ব গোলাকার। লম্বায় ছফুটের কম।

কিন্তু মাইক ব্যারিকে খতম করার মোক্ষম সুযোগ এটা। অ্যামবুশ করার চেয়ে অনেক নিরাপদ আর নিশ্চিত উপায়। চারপাশের ক্রুদ্ধ মুখগুলো একবার দেখল শ্যানিং। সবাই উতলা ওলি গর্ডনের হত্যাকারীকে ধরার জন্য। লিঞ্চিং হবে মনে হয় না; দু-চারজন বাদে সকলেই শান্তিপ্রিয়, আইনের পথে চলতে

চায়। তবে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওরা। হত্যাকারীকে দেখামাত্র গুলি করতে পারে। এমনকি আদালতেও রায় হবে দ্রুত আর নিশ্চিত। জুরি প্যানেল গঠন করা হবে ওলি গর্ডনের সবচেয়ে কাছের মানুষদের নিয়ে। কোনরকম দেরি বা মুলতবি হবে না শুনানিতে। কাউন্টি জাজের চাকরি শ্যানিং আর লংডেনের দয়ার ওপর। পুরো বিষয়টাকে দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে পরিচালিত করা যাবে।

'বিলকুল মিলে যাচ্ছে, শেরিফ,' শ্যানিং বলল। 'লম্বা মুখ, নীল চোখ, খয়েরি চুল। মায় পেতল বসান বেল্ট পর্যন্ত। তাই না, আলবার্তো?' মনিবের নিষ্কম্প চাহনি, আলবার্তোর জন্য হুকুম। 'ঠিক, *পাত্রন*।' চিৎকারে গগন বিদীর্ণ করল জনতা। 'তাহলে আর অপেক্ষা করা কেন?' 'আমাকে নিতে পার, ফ্যানশ্য।' 'আমাকেও, শেরিফ।'

মুহূর্তে এগিয়ে এল পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাসেবক। চারটা দলে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব আর পশ্চিমে ছুটবে ওরা, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক—মাইক ব্যারির শেষ দেখা।

ছয়

মেসা শ্যাকে দ্বিতীয় দিনেও কাঁধে ব্যথা অনুভব করল মাইক। তৃতীয় দিনে একটু আরাম বোধ হল। প্রচুর ঘুমিয়েছে সে। মেসা থেকে নামতে এখন ওর দরকার কেবল ঘোড়া।

কালকের মধ্যে কেউ না আসে তো আমি এগার নম্বরে চড়েই নামব।

দক্ষিণ রিমরক থেকে খুবজোর মাইল কয়েক দূরে আছে সে। এত উঁচুতে ছায়াশীতল বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে ভালই লাগবে। তবে সেখানে পৌঁছে উপত্যকায় নামবার ট্রেইল খুঁজতে হবে ওকে। গ্র্যান্ড মেসার এ অংশে একশ

মাইলের মধ্যে অমন পথ নাকি হাতে গোনা, মাইক শুনেছে।

হাতটা ও স্লিংয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ওটার ভারে জখমি কাঁধে আর টান পড়বে না।

তৃতীয় রাতে কেবিনের অদূরে শিকারের সন্ধান করল একটা ভাল্লুক। সকালে মাইক বনমোরগের ডাক শুনতে পেল। পাখপাখালিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে মেসা।

চতুর্থ সকালে পায়ে বুট গলাতে গলাতে মাইক ভাবল এতদিনে সির‍্যাকুজে চিঠিটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে নেট ক্যামেরন। জুলাইয়ের কোন এক সময় ওই ওয়াগনগুলো পৌঁছবে ডস রিওসে। এরপর শুধুই পরিশ্রম; বিশ্রামের ফুরসত মিলবে না। চোদ্দটা হোমস্টিড ফাইল করতে হবে। বরফ পড়তে শুরু করার আগে শেষ করতে হবে অতগুলো কেবিন। সবাই মিলেমিশে কাজ করবে ওরা। আমোদ-ফুর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে না। জিমি র‍্যান্ডালকে এখানে এনে মেসা দেখাবার সময় হবে না। এমন কি, *এমএল* র‍্যাঞ্চে গিয়ে প্রেমটাও করতে পারবে না।

চুলো ধরিয়ে নাস্তার আয়োজন চড়িয়ে দিল মাইক। খাবার গরম হতে হতে গামলার পানিতে মুখ হাত ধুল সে। দরজা খুলে পানিটা বাইরে ফেলল।

কেবিনের কোনায় একটা স্লিকার চোখে পড়ল ওর। কোন *বার আই* ক্রু ফেলে গিয়ে থাকবে। ওটা সে ব্যাক প্যাকে জড়িয়ে নিল। পাহাড় থেকে নামবার সময় রাতে তাকে জঙ্গলে ঘুমাতে হবে।

নাস্তা খাচ্ছিল মাইক যখন শব্দ শুনতে পেল। পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। বনের কিনারে মানুষের কণ্ঠস্বর।

বাইরে তাকিয়ে ছজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল সে। গাছপালার ঠিক ভেতরে নেমে পড়েছে ওরা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। দুজন ডানে আর বাঁয়ে গেল। অন্যরা বনের প্রান্তে ছড়িয়ে অবস্থান নিল।

কেবিনটা ঘিরে ফেলছে ওরা। একজন চেঁচিয়ে বলল: 'নিশ্চিত না হয়ে কেউ গুলি ছুঁড়বে না। ও সেই লোক নাও হতে পারে।'

আর একজন সাড়া দিল: 'সে-ই। ওর এক পাটি বুটে স্পার নেই। যখন

পানি ফেলল, ভাল করে দেখেছি আমি।'

অপর একজন হুঙ্কার ছাড়ল: 'আমরা দেরি করছি কেন, বাড? ধর শালাকে।'

বাড হাঁকল, 'বেরিয়ে আস, ব্যারি। হাত মাথার ওপর করে।'

স্পষ্টতই এরা পসি। বাড ওদের নেতা। বাডের বলিষ্ঠ তরুণ মুখাবয়ব মাইককে আশ্বস্ত করল। এ ধরনের চেহারার মানুষদের বিশ্বাস করা যায়। দরজা খুলে হাসিমুখে বেরিয়ে এল মাইক, ডান হাত ওপরে তোলা। 'ঠিক আছে, বন্ধুরা, আসছি। তবে গুলি কোরো না যেন। আমি এমনিতেই আহত। তা, ব্যাপারটা কী?'

ছজন রাইফেলধারী ঘিরে ফেলল ওকে।

একজন বলল, 'এই লোকই।'

'বেশি চালাকি করলে শুইয়ে দাও জন্মের মত।'

'আস্তে!' বাড সাবধান করল ওদের। 'আমরা বেআইনি কিছু করব না।' কাছে এসে ও নিশ্চিত হয়ে নিল মাইক সশস্ত্র নয়। দলের অন্যরা তাকিয়ে রইল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে। মাইক দেখল মুখগুলো। সব অপরিচিত চেহারা।

'তুমি বলছ তোমার নাম ব্যারি না?' বাড জিজ্ঞেস করল।

'তা কেন? আমিই মাইক ব্যারি।'

'হাতে কী হয়েছে? ঘোড়া ফেলে দিয়েছিল?'

'কাঁধে চোট। বুলেটের গর্ত। শহরে যাবার আগে ওটা সেরে উঠবার অপেক্ষাই করছিলাম।'

রাইডাররা চোখে চোখে তাকাল। তারপর বুড়োমত একজন বাডকে বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম তোমার একটা গুলি লাগেনি। এখন মনে হচ্ছে ধারণাটা ঠিক না।' বুড়োর থুতনিতে বেলচার মত দাড়ি।

'তা-ই, বাড,' বলল আরেকজন। 'তুমি দুজন মানুষ আর একটা ঘোড়া মেরেছ। চতুর্থ গুলিটা এই চিড়িয়ার কাঁধে লেগেছে।'

'ওর জামাটা খুললেই তো,' প্রস্তাব রাখল বেলচাদাড়ি, 'পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। তুমি যখন গুলি কর, বাড, লোকটা ছুটে পালাচ্ছিল। আমরা ক্ষত দেখে

বলতে পারব গুলিটা ও সামনে খেয়েছে না পেছনে।'

মাইক খেপে উঠছিল ক্রমশ। 'পেছন থেকে লেগেছে। তিনজন লোক গুলি ছুড়ছিল আমার দিকে। এই কেবিনে ছিল তারা। ব্যাপারটা কী, তোমাদের কথাবার্তা আমি কিচ্ছু বুঝছি না?'

'ওকে ভেতরে নিয়ে চল,' বাড নির্দেশ দিল। 'পার্কস, তুমি আর উইটি এস, আমাকে সাহায্য করবে। বাকি সবাই ওর ঘোড়াটার খোঁজ কর।'

পিস্তলের মুখে কেবিনে ফিরল মাইক। 'তোমার শার্টটা খোল,' বাড বলল।

'দেখার দরকার নেই। গুলি আমার পেছনেই লেগেছে,' মাইক স্বীকার করল। 'তোমার মাথায় যদি ঘিলু বলে কিছু থাকত, তুমি জিজ্ঞেস করতে গুলিটা করেছিল কে।'

'আমিই করেছিলাম,' বাড গ্রেডন বলল কঠিন সুরে। 'ব্যাংকের পেছনের গলিতে।'

বেলচাদাড়ি, পার্কস, ক্ষতস্থানটা উন্মুক্ত করে আবার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। জায়গাটা এক নজর দেখেই ওরা বুঝল গুলি পেছনে লেগেছিল। 'নাস্তা বানাও, উইটি।'

সাতজনের উপযোগী নাস্তার আয়োজনে বসল উইটি। মাইক অনুমতি পেল তার বক্তব্য শোনবার। বাড শুনল চুপ করে, কোলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেলটা ফেলে।

'ওর কথা যে বিশ্বাস করে সে মাথা নিচে দিয়ে হাঁটে!' বিদ্রূপ করল উইটি।

'এখনই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছন ঠিক হবে না,' বাড বলল। 'আমাদের দায়িত্ব ওকে ডস রিওসে নিয়ে যাওয়া। তিন নম্বর ডাকাতটা যদি ও-ই হয়, দুজন সাক্ষী শনাক্ত করবে।'

'তিনজন,' শুধরে দিল পার্কস। 'শ্যানিং, আলবার্তো আর ব্যাংক টেলার।'

বাড মাথা নাড়ল। 'না, টেলার দেখেনি ওকে। তৃতীয় লোকটা গলিতে ঘোড়া পাহারায় ছিল। আমি ওর পেছনটা দেখেছি, চেহারা দেখতে পাইনি। কেউই পায়নি—শ্যানিং আর আলবার্তো ছাড়া।'

'আমাকে বলতে দাও,' মাইকের কণ্ঠে আবেদন। 'টেলার কে? কোন্

ব্যাংক? তোমরা কোন ব্যাংক ডাকাতির কথা বলছ?'

বিস্তারিত জানবার পর ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেল মাইকের কাছে। 'তোমরা যে লোককে খুঁজছ,' বলল সে, 'তার নাম স্পেন্স। ও আমার ঘোড়া স্যাড্‌ল্ অস্ত্র, সব নিয়ে গেছে। স্যাড্‌লে আমার বিছানাপাটি ছিল। ঘোড়াটা ছিল একটা বে। স্ক্যাবার্ডে পপ্ বিড্‌লের কারবাইনটা ছিল। আমার ঘোড়াটাকেই তুমি মেরেছ। কিন্তু ওটার পিঠে যে ছিল তার নাম স্পেন্স। ঘটনাটা চারটের সময় ঘটেছে বললে না? মনে আছে আমার, ওরা চারটের সময় কোথায় যেন যাবার কথা বলছিল...?'

'ভয় পাবার কিছু নেই,' বাড থামিয়ে দিল মাইককে। 'কমিশনার শ্যানিং তৃতীয় লোকটার চেহারা দেখেছে। তুমি না হয়ে থাকলে সে-ই তো বলবে।'

'এই লোকই,' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মাইকের আপাদমস্তক জরিপ করে পার্কস বলল। নীল চোখ। লম্বাটে মুখ। একটা স্পার। ছবির মত মিলে যাচ্ছে সব।'

অপর তিনজন কেবিনে ঢুকল। 'ওর ঘোড়াটা পেলাম না কোথাও,' বলল একজন।

আরেকজন মাইককে মাপল। 'একেই খুঁজছি। মার্কের বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে।'

'কেবল একটা ফুটো আছে,' বাড বলল, দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন সংশয়।

'তাই? কী সেটা?'

'মার্ক বর্ণনা দিয়েছে মাইক ব্যারির। এই লোক স্বীকার করছে সে-ই ব্যারি। আমি যাকে গুলি করেছি মার্ক তাকে দেখেনি। ও শুধু দেখেছে মরা একটা বে ঘোড়া। আমরা যাকে খুঁজছি সে অন্য একটা ঘোড়া ধরে পালিয়েছে। সেই লোক যদি এখানেই এসে থাকে, তার ঘোড়াটা কোথায়?'

'সোজা ব্যাপার, বাড। ঘোড়াটাকে কবর না দিয়ে ওর উপায় ছিল না। আমরা ওটার পরিচয় জানি। একটা *ভি কে* সোরেল, পায়ে সাদা ছোপ। ওই ঘোড়াসহ ধরা পড়লে বাঁচার কোন আশা থাকত না ওর। তাই মেসায় পৌঁছে মাটিচাপা দিয়েছে ওটাকে, তারপর পায়ে হেঁটে এখানে এসেছে।'

'কিন্তু স্যাড্‌লটা?' বাড প্রশ্ন তুলল।

'লুকিয়ে রেখেছে কোন ঝোপঝাড়ে।'

'পার্কস, তুমি আর উইটি খোঁজ কর ওটা। আমরা রওনা দিচ্ছি।'

কাছেপিঠে কোন লুকোন *ভি কে* স্যাড্‌ল্‌ পাওয়া গেলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে মাইক ব্যারিই তিন ব্যাংক ডাকাতের শেষ জন।

'তোমরা পাবে না ওটা,' পথে বেরিয়ে মাইক বলল।

'হতে পারে,' বাড স্বীকার করল। 'তুমি হয়ত পানিতে ফেলে দিয়েছ আগেই। যা-ই হোক, শহরে পৌছেই তোমাকে আমরা সাক্ষী দুজনের সামনে হাজির করব। তুমি উইটির ঘোড়ায় ওঠ।'

'কী?' উইটি ক্রুদ্ধ। 'আমি বুঝি হেঁটে ফিরব?'

'তোমার জন্য ঘোড়া পাঠিয়ে দেয়া হবে,' বাড প্রতিশ্রুতি দিল। মাইককে স্যাড্‌লে উঠতে সাহায্য করল ও। তারপর বলল, 'চল, রওনা দেয়া যাক।'

সাহায্য ছাড়া ঘোড়ায় চড়তে হলে মাইকের কাঁধের জখমে চাপ পড়ত। রাগ সত্ত্বেও মাইক বাডের মানবতার প্রশংসা না করে পারল না। ওর সৌভাগ্য যে এই দলটা ওকে ধরেছে। অন্যরা হয়ত দেখামাত্র গুলি করত।

'দেখ,' বাডের পাশাপাশি ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে মাইক তর্ক জুড়ল, 'আমি জীবনে কখনও ডস রিওসে যাইনি। এই রেনজে আমি নতুন, ম্যাকলিন্সদের সাথে জড়িয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'প্রমাণ করতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারব,' বলে মাইক সবিস্তারে জানাল এখানে তার আসার কারণ এবং মার্ক লংডেনের সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনা।

'মেসায় তুমি এক ভবঘুরের সাথে ছিলে বললে। লোকটার নাম কী?'

'হ্যারি। পুরো নাম জানি না। শেষ যখন দেখা হয় সে ইউট্যাহ্‌য় যাচ্ছিল।'

'ইউট্যাহর কোথায়?'

'বলেনি লোকটা।'

বাড মাথা এপাশ-ওপাশ করল। 'দুঃখিত, তোমার কথা বিশ্বাস করবে না কেউ। বরং বলবে ভবঘুরের কাহিনী বানান। তুমি আসলে ম্যাকলিন্সদের সাথেই ছিলে মেসায়। ব্যাংক ডাকাতির শলাপরামর্শ করছিলে।'

বিদ্রূপ করতে যাচ্ছিল মাইক। সময়মত সামলে নিল। বা ের ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি দেখে বুঝল, তরুণ এই পসি তা মুখে যা-ই বলুক, তার মনের অর্গল এখনও খোলা।

বনের ভেতর দিয়ে এক ঘণ্টা চলার পর মেসার দক্ষিণ রিমে পৌঁছল ওরা। নিচে তাকিয়ে অন্য এক রাজ্য দেখতে পেল মাইক। সবুজ প্রান্তর নদীর কিনারে গিয়ে শেষ হয়েছে। নদীর এক ধারে ডস রিওস শহরটাকে ছোট্ট একটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। কাছে, উপত্যকার ঘাস যেখানে সিডার হিলসের সাথে মিশেছে, আরও কয়েকটা বিন্দু চোখে পড়ছে। ওগুলো, মাইক জানে, র‍্যাঞ্চ—*বার আই*, *এম এল* আর *ভি কে*।

'আমরা কারেন্ট ক্রিক হয়ে নামব,' বাড বলল। 'রাতটা *এম এল* র‍্যাঞ্চে থাকব।'

পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে ক্রিকের মাথায় পৌঁছল ওরা। এবড়োখেবড়ো পথের ঝাঁকুনিতে মাইকের কাঁধের ব্যথা বেড়ে গেল। এবার অপেক্ষাকৃত খাড়া একটা ট্রেইল ধরে তরাইতে নামল দলটা। পাইনের বন ওখানে। মাইকের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এল কিছুটা। বাড গ্রেডন বন্দির মুখে শ্লেষের হাসি লক্ষ করে বিস্ময় প্রকাশ করল।

'এখানেই ওদের সাথে মোলাকাত হয়েছিল আমার,' মাইক বলল।

'কাদের সঙ্গে?'

'*এম এল* ক্রু। ওরা আমাকে গরুচোর ভেবেছিল। এখন তোমরা বলছ আমি ব্যাংক ডাকাত। এবার হয়ত অভিযোগটা বিশ্বাস করবে সে।'

'সে?'

মাইক ব্যাখ্যার জন্য ঘাড় পাতল না। কিন্তু সারাটা পথ ওর ভাবনা জুড়ে রইল সুসানা মার্শ। গেল বার ওর পক্ষ নিয়েছিল মেয়েটা। আবার কি তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে?

রাতে ওর দেখা পেল না মাইক। তার মামারও না। পসি যখন *এম এল* বাংকহাউসে নিয়ে গেল ওকে তখন বেশ অন্ধকার। শুধু বাবুর্চি আর একজন

পাহারাদার জেগে ছিল। র‍্যাঞ্চহাউসের জানালায় বাতি দেখা যাচ্ছিল একটা। 'বাড়ির কাউকে বিরক্ত করার দরকার নেই,' পপ্ বিড্ল্কে বলল বাড। 'খাবার থাকলে গরম করে দাও।'

আহারের পর বাড়তি বাংকগুলো দখল করল ওরা। বুড়ো বাবুর্চি মাইকের বিছানার পাশে গিয়ে বসল। 'বাছা, ওরা আজ শহরে তলব করেছিল আমাকে। রাইফেলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছে ওটা আমার কি-না।'

'আর কী জানতে চেয়েছে?'

'মরা একটা বে ঘোড়া আর স্যাড্ল্ দেখাল আমাকে জিজ্ঞেস করল ওটায় চড়েই তুমি লাইন রাইডিংয়ে বেরিয়ে ছিলে কি-না। বাছা, তোমার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ জোগাড় করেছে ওরা। কোর্টে সেগুলো ব্যবহার করবে।'

'তোমার বিশ্বাস কাজটা আমার?'

পপ্ গলা নামাল। 'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না, বাছা। অন্যদের কী ধারণা সেটাই আসল। যেমন ধর, হাচ আর মুন।'

'হাচ আর মুনের কী ধারণা?'

'ওদের ধারণা তোমাকে কেউ গুলি করেনি। ম্যাকলিন্সদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য ওটা ছিল তোমার ছুতো। বেশির ভাগ লোকেরই কথা এটা।'

'তা-ই? কেন?'

'মাত্র চারজন লোকের সাথে শত্রুতা তোমার। রেড হার্পার, ওর দুই চ্যালা ব্লন্ট আর মিডৌস। এবং শার্কি।'

'শার্কি কে?' মাইক প্রশ্ন করল।

'বেআইনি ব্র্যান্ডিংয়ে ওকেই তুমি বাধা দিয়েছিলে। কেবলমাত্র এ চারজনেরই তোমাকে গুলি করবার কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনার সময় কাছেপিঠে কোথাও ছিল না ওদের একজনও। ওরা সেটা প্রমাণ করতে পারবে।'

অর্ধেক রাত জেগে কাটাল মাইক। নানান চিন্তা অস্থির করে রাখল ওকে। মাত্র চারজন লোকের আক্রোশ থাকতে পারে তার ওপর। মাইক বাধ্য হল স্বীকার করতে। *এম এল* কর্মচারিরা ছাড়া অন্য কারো ওর হদিস জানবার কথা

না।

তবু কেউ একজন অ্যামবুশ করেছিল ওকে। লোকটা কে হতে পারে, অনেক ভেবেও মাইক কূলকিনারা পেল না।

সকালে পসি পাহারায় শহরের পথে রওনা দেবার সময়ও প্রশ্নটা খুঁচিয়ে চলল তাকে। জখমের কথা চিন্তা করে বাড আবার ওকে সাহায্য করল ঘোড়ায় চাপতে।

ওরা বিদায় নেবার ঠিক আগে একটা পিকেট গেট খোলার শব্দ হল। মাইক লংডেন বেরিয়ে এল বাসা থেকে। লংডেনের পেছনে তার বোনঝি। মেয়েটার দৃষ্টিতে উদ্বেগ আর অনুসন্ধিৎসা মেশামেশি। গেটের ঠিক বাইরে থামল ও, কিন্তু লংডেন দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এল। 'ওকে কোথায় পেলে, বাড?'

বাড জানাল সংক্ষেপে। 'ওর কাঁধে বুলেটের চোট আছে, মিস্টার লংডেন। মনে হয় একেবারে মিস্ করিনি আমি।'

'অনেক উঁচুতে ঝুলতে হবে, বাছাধনকে,' টিপ্পনী কাটল একজন পসি। 'ওর ওই নাচগান কোন কাজে আসবে না।'

লংডেনের চেহারায় বেদনার আভাস মাইককে বিস্মিত করল। চোখের কোণে ও দেখল সুসানা ওদের প্রতিটা কথা কান খাড়া করে শুনছে। 'নাচগান মানে?' গরু ব্যবসায়ী শুধাল।

সুসানাকে শোনাতেই মূলত, মাইক মেসা শ্যাকে তিন আউট-লয়ের সাথে ওর মোকাবেলার ঘটনাটা বলল। সবশেষে যোগ করল 'শ্যন আর গাস লম্বা চওড়া গড়নের। দেখে মনে হয় দুভাই ওরা। অপরজন কম বয়েসী, মাঝারি উচ্চতা। ওকে ওরা ডাকছিল স্পেন্স নামে।'

'ব্যারি দাবি করছে এই স্পেন্সই নাকি ওর ঘোড়া আর রাইফেলটা নিয়ে গেছে,' বাড উপসংহার টানল। 'ঘটনা সত্যি হলে ওর ভয়ের কিছু নেই। কারণ ডেল শ্যানিং লোকটাকে দেখেছে ভাল করে। চল, বন্ধুরা। ওকে আমরা শ্যানিং আর আলবার্তোর সামনে দাঁড় করাব।'

ডস রিওসের ট্রেইল ধরল ওরা। পেছনে তাকিয়ে মাইক দেখল মার্ক লংডেন অপলকে চেয়ে আছে ওর পানে। এভাবে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চার যেন সে মানুষ

নয় পাথরের মূর্তি। মেয়েটা বাড়ির ভেতর ফিরে যাচ্ছে।

দুঘণ্টা বাদে, ওরা গানিসনের ঘাটে পৌঁছবার সামান্য আগে, মেয়েটাকে আবার দেখতে পেল মাইক। জোরকদমে ওদের অতিক্রম করে গেল সুসানা, গম্ভীর মুখ, নদীপাড়ের ডান দিকে মোড় নিল। ওই পথে গেলে শহরে যাবার ফেরিটা ধরতে পারবে ও। আজ মেয়েটা সাইড স্যাড্‌লে চেপেছে। তাই পানি থেকে রাইডিং স্কার্টের ঝুল বাঁচাবার জন্য ওকে ফেরিতে নদী পার হতে হবে। পসি বাহিনীর একজন ওর যাওয়া লক্ষ করে বলল, 'সুসানার তাড়া আছে মনে হয়। কী এমন কাজ পড়ল শহরে?'

মাইকেরও মনের কথা এটাই। দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে ওদের অতিক্রম করেছে সুসানা। আগেভাগে সে ডস রিওসে পৌঁছতে চাইছে কেন?

রেকাব ছোঁয়া পানিতে নেমে গেল পসি, গানিসনের দক্ষিণ তীর অভিমুখে এগোল। এর আধঘণ্টা পর শহরে পৌঁছল ওরা। মেইন স্ট্রিট ধরে যাবার সময় মাইক দেখল সুসানার ঘোড়া ব্যাংক হিচর্যাকে বাঁধা। তবে ঘোড়ার মালিককে চোখে পড়ল না।

ফুটপাত থেকে একাধিক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিদ্ধ করতে লাগল মাইককে। জনতার অভিযোগী কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ও। শহরবাসীরা চেনে না ওকে কিন্তু সবাই জানে বাড গ্রেডন কেন পাহাড়ে গিয়েছিল। 'ও নিশ্চয়ই সেই ডাকাতটা।' 'ওকে কোথায় পাকড়াও করলে, বাড?'

পশ্চিমদিকে বাঁক ঘুরে ফোর্থ স্ট্রিটে পড়ল পসি, কিছুদূর গিয়ে একটা কটেজের সামনে থামল। চোঙার মত করে দুহাত মুখের কাছে জড় করল বাড। 'মিস্টার শ্যানিং। একটু দেখে যাও এদিকে।'

বারান্দায় বেরিয়ে এল কমিশনার শ্যানিং। পেছনে তার ভৃত্য।

'ও স্বীকার করছে ওর নাম মাইক ব্যারি,' বাড বলল। 'এবার দেখ ভাল করে। চেনা মনে হচ্ছে?'

শ্যানিং আর তার চাকর বারান্দার কিনারে এসে দাঁড়াল, প্রচুর সময় নিয়ে দেখল মাইককে। তারপর গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল কমিশনার। 'দেখেছি,

বাড। একবার।'

'কোথায়?'

'ম্যাকলিন্সদের সাথে ও যখন গলি থেকে বের হচ্ছিল। একেই আমরা খুঁজছি, বাড।'

বাডের দৃষ্টি স্পানিয়ার্ডের দিকে ফিরল। 'তুমি দেখেছ, আলবার্তো?'

'অবশ্যই।' ভারিক্কি চালে মাথা ওপরে-নিচে করল ভাকুয়েরো। 'এ-ই সেই লোক, সিনর।'

বিস্ময়ে মাইকের মুখে কথা সরল না। লাল হয়ে গেল চেহারা। পালা করে সে সাক্ষী দুজনকে দেখতে লাগল।

'তোমার জারিজুরি শেষ, মিস্টার!' শাসাল পসি বাহিনীর এক সদস্য। লোকটার হাতে এখন খাপমুক্ত পিস্তল, হাতুড়িতে নিশ্‌পিশ্‌ করছে বুড়োআঙুল। মাইককে নিয়ে সকলে ওরা কোর্ট হাজতের উদ্দেশে এগোল।

সাত

খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল মেইন স্ট্রিটের আনাচেকানাচে। মাইক ব্যারির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ মিলেছে, মানুষের মুখে মুখে রটে গেল এটা। দুজন সাক্ষী, যাদের ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ থাকবার কথা নয় ব্যারির বিরুদ্ধে, ওকে তৃতীয় ব্যাংক ডাকাত হিসেবে শনাক্ত করেছে। একটা কাজ কেবল বাকি থাকল এরপর—চটজলদি শুনানিশেষে লোকটার গলায় ফাঁসির দড়ি পরান।

ব্যাংকের ওপরতলায় ল-অফিসে রস্কো ড্রামের কাছে অনুনয় করছিল সুসানা মার্শ। 'প্লিজ, মামলাটা তুমি নাও, মিস্টার ড্রাম!'

আইনজীবী অটল। 'ওকে অন্য উকিল দেখতে হবে, সুসানা। ওলি গর্ডন

আমার ভাইয়ের মত ছিল। তার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এমন কারো হয়ে ওকালতি করতে পারব না আমি।'

'শেষ পর্যন্ত তুমিও!' মেয়েটার কণ্ঠস্বরে হতাশা। 'প্রমাণিত হবার আগেই দোষী ভাবছ ওকে!'

'অন্যকিছু ভাবব কীভাবে বল?' যুক্তি দেখাল ড্রাম। 'অকুস্থলে ওর ঘোড়া আর রাইফেল পাওয়া গেছে। বাড়ের একটা গুলি পেছন থেকে আঘাত করেছে ওকে। বাইরে সবাই কী বলছে তুমি শোননি?' খোলা একটা জানলার দিকে ইশারা করল আইনজীবী। 'দুজন সাক্ষী শনাক্ত করেছে ওকে। এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই, সুসানা। একমাসও লাগবে না—ওর বিচার ফাঁসি সব হয়ে যাবে।'

'স্বাভাবিক,' সুসানা স্বীকার করল তিক্ত সুরে। 'বেচারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল পাচ্ছে না যখন!'

ড্রাম খর্বকায় গড়নের মানুষ। পড়ুয়া গোছের চেহারা, মুখে চাপদাড়ি। কৌতূহলভরে সে একবার দেখল মেয়েটাকে। 'আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, সুসানা। তুমি আমার কাছে এলে কেন? সবাই জানে তোমার আংক্‌ল্ আমার রাজনৈতিক শত্রু। তাছাড়া, লোকটাকে তুমি সেভাবে চেনও না…ওর জন্য তোমার এত দরদ কিসের?'

'তোমার কাছে এসেছি, মিস্টার ড্রাম, তার কারণ তুমি এই কাউন্টির সেরা ল-ইয়ার। ওর জন্য আমার দরদ, কারণ লোকটা আগেও একবার দোষ না করেই দোষী হতে যাচ্ছিল। ভাঙা একটা ছুরির ফলা সেবার ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবারও হয়ত তেমনি অদ্ভুত কিছু রক্ষা করতে পারে ওকে।' একনিশ্বাসে কথা শেষ করে সুসানা হাঁপাতে লাগল।

সরু হয়ে গেল আইনজীবীর চোখ দুটো। 'তারমানে তোমার কাছে তথ্য আছে কোন। কী সেটা?'

'চল, তুমি নিজে চোখেই দেখবে, মিস্টার ড্রাম। ওটা দেখার পর যদি তোমার মনে হয় ব্যারি ব্যাংক ডাকাত না, মামলাটা তুমি নিচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই,' ড্রাম রাজি হল। 'কিন্তু তথ্যটা কী?'

'আমার নিছক অনুমান এটা,' স্বীকার গেল মেয়েটা। 'তবু দেখতে অসুবিধে কোথায়।'

ড্রামকে ভজিয়ে রাস্তায় নামাল সুসানা। উত্তরে এক ব্লক পর শিল্ডসের লিভারি স্ট্যাব্‌ল্‌। সেখানে গেল ওরা।

বার্ন অফিসের দায়িত্বে ছিল এক অ্যসলার। 'কাল এখানে পপ্‌ বিড্‌ল্‌ এসেছিল,' তাকে বলল সুসানা। 'সে আমাদের জানিয়েছে মরা ঘোড়া আর স্যা ল্‌টা এখানে এনে রেখেছ তোমরা। বিচারের সময়ে আদালতে ওটা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হবে।'

'হ্যাঁ, আছে,' বলল অ্যসলার, 'কোণের ওই ক্লোসেটে। কাল পপ্‌ বিড্‌ল্‌কে দেখান হয়েছে ওটা।'

'আমিও দেখতে চাই একবার।'

ক্লোসেট খুলে একটা স্যাড্‌ল্‌ বার করল লোকটা। 'এই যে, মিস, এটাই। পপ্‌ বলেছে ব্যারির সাথে এই আউটফিটই ছিল। তুমিও দেখেছ নিশ্চয়।'

'দেখেছি,' সুসানা একমত হল। 'শনাক্ত করার জন্য আমাকেও ওরা ডাকতে পারে কোর্টে। দয়া করে একটা ঘোড়ার পিঠে বাঁধ না এটা।'

অ্যসলার থ। 'কোন্‌ ঘোড়ার পিঠে?'

'একটা হলেই হল। আমি এটা ঘোড়ার ওপরেই দেখেছিলাম কিনা তাই আবারও সেভাবে দেখতে চাই।'

সুসানার মন ভোলান হাসি উপেক্ষা করতে পারল না লোকটা। স্টল এলাকায় স্যাড্‌ল্‌টা নিয়ে গেল, একটা ঘোড়া বেছে নিয়ে সাজ পরাতে শুরু করল ওটার পিঠে। সুসানা ইতিমধ্যে সামনের ফুটপাতে বেরিয়ে এসেছে। বার্নের পাশেই স্যালুন। এর দরজায় গুলতানি মারছিল জনা ছয়েক লোক। ওদের একজনকে হাত ইশারায় ডাকল ও। 'আমার একটা উপকার করবে, জেক?'

লম্বা ছিপছিপে কাউবয় যেন উড়ে এল। 'নিশ্চয়, সুসানা। তুমি বলেই দেখ।'

বার্নের ভেতর ওকে নিয়ে গেল সুসানা। অ্যসলার প্রায় শেষ করে এনেছে জিনের পেটি বাঁধা। সুসানা যখন কাউবয়কে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কত লম্বা,

জেক?' ড্রামের চোখ বড় হয়ে গেল।

'ছফুট। কেন?'

'এই ঘে ড়াটায় একটু ওঠ না।'

জেক হতভম্ব। 'কেন, সুসানা? আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।'

সুসানার ঠোঁটে মোনালিসার হাসি। 'আমাকে খুশি করার জন্যেও উঠতে আপত্তি, জেক!'

স্পার লাগান বুট রেকাবে আটকাল জেক, দোল খেয়ে উঠে বসল স্যাড্‌লে।

'কেমন বোধ করছ?' সুসানা জিজ্ঞেস করল ওকে।

'হাঁটু বেঁকে যাচ্ছে,' জেক জবাব দিল।

ঝিক্ করে উঠল ল-ইয়ার ড্রামের চোখ। ধাঁধার জবাব পেয়ে গেছে সে। বিদঘুটে ভঙ্গিতে বেঁকে রয়েছে জেকের হাঁটু দুটো। স্যাড্‌লে রাইডারের পা সাধারণত এতখানি বেঁকে থাকে না। স্পষ্টতই ওর উচ্চতার তুলনায় রেকাবের ঝুল বেশি ছোট।

আরেকটা প্রশ্ন করল সুসানা। 'তুমি নিশ্চয়ই ওই স্যাড্‌লে চেপে গ্র্যান্ড মেসা থেকে নামতে চাইবে না, নাকি?'

'রেকাবটা আরও তিন-চার ইঞ্চি লম্বা না করে নয়।'

'ধন্যবাদ, জেক। তুমি এবার যেতে পার।' অ্যাসলারের দিকে ফিরল সুসানা। 'তুলে রাখ স্যাড্‌লটা।'

রস্কো ড্রামকে সঙ্গে করে বাইরে এল সুসানা। 'মাইক ব্যারির মামলাটা নেবে এবার?'

'নেব যদি সে ছফুট লম্বা হয়।'

'ব্যারি মাথায় জেকের সমান। সকালে র‍্যাঞ্চে যখন ও ঘোড়াচোরের বর্ণনা দিচ্ছিল আমি শুনেছিলাম। মাঝারি উচ্চতার লোক সে—যার অর্থ দাঁড়ায় ছফুট থেকে তিন-চার ইঞ্চি কম।'

'সেক্ষেত্রে,' খর্বকায় অ্যাটর্নি স্বীকার করল, 'নিজের অনুপাতে রেকাবের ফিতেটা সে ছোট করে নিয়েছে।'

'আর সেজন্যই আমরা জানি,' আগ্রহভরে যোগ করল সুসানা, 'ব্যারির

পরেও কেউ ওই স্যাড্‌লে চড়েছিল।'

কিন্তু আইনজীবী বাস্তববাদী। 'তা-ই মনে হয় ব্যাপারটা,' শুধরে দিল সে, 'কিন্তু এটা কিছু প্রমাণ করে না। অনেক লোক আছে যারা ছোট স্টির‍্যাপ পছন্দ করে। তারা রেকাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। ছুটন্ত অবস্থায় গুলি ছোড়ার সুবিধার জন্য।'

সুসানার মুখ অন্ধকার হল। 'তাহলে মামলাটা তুমি নিচ্ছনা!'

'নিচ্ছি।' রস্কো ড্রাম ওর কাঁধ চাপড়ে দিল। 'কোর্টে সরকারি উকিল যা বলবে আমি সেটাই আগাম বলছি তোমাকে। রেকাবের ঝুল দিয়ে আস্‌লে কিছু প্রমাণ করা যাবে না, সুসানা। এত অল্পে সন্তুষ্ট হবে না জুরি। তবে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। যাও, ছেলেটাকে গিয়ে বল সে একজন উকিল পেয়েছে।'

হাজত কক্ষের গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক ওই কথাটাই মাইক ব্যারিকে বলল সুসানা মার্শ। 'প্রায় প্রত্যেকেরই ধারণা কাজটা তোমার,' স্বীকার করল ও। 'তবে মিস্টার ড্রাম তা মনে করে না। আমিও না।'

মেয়েটার অকপট সারল্য মাইকের তিক্ততার বেশিটাই মুছে দিল। 'কিন্তু আমার ব্যাপারে বলতে গেলে কিছুই জান না তুমি,' মাইক বলল ভরাট গলায়।

'জানি। আমি জানি তুমি লম্বা, খাটো রেকাবে চড় না। আর...'

'আর কী?'

মুখ টিপে হাসল সুসানা। 'তুমি আমাকে যতটা জান, আমি ঠিক ততটুকু জানি তোমাকে। তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করবে না আমি মিথ্যা বলতে বা চুরি করতে পারি?'

গরাদের ফাঁকে আকর্ণ হাসল মাইক। 'চল্লিশজন সাক্ষী দিলেও না।'

'তোমার ক্ষেত্রে এরকম সাক্ষীর সংখ্যা মাত্র দুজন। মিস্টার শ্যানিং আর তার চাকর। আমার ধারণা ওদের ভুল হয়েছে।'

মাইকের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা ওরা ইচ্ছে করে মিথ্যা বলছে।'

ওর স্পষ্ট অভিযোগ চমকে দিল মেয়েটাকে। 'কিন্তু কেন তা বলবে? তোমার সাথে ওদের শত্রুতার কী কারণ? মিস্টার শ্যানিং ব্যাংকের অন্যতম পরিচালক। আমার আংক্‌ল্ আর মিস্টার ড্রামের মত সেও একজন কাউন্টি কমিশনার।'

মাইক তবু জেদি। 'এরপরও আমি বলব সে মিথ্যুক। আমাকে শনাক্ত করার সময়ে তার চেহারায় একটা ধূর্ততার ভাব জেগে উঠেছিল। ওর টেক্সান ভাকুয়েরোকেও আমার সুবিধের মনে হয়নি।'

'এটা কিন্তু তোমার অন্যায় অভিযোগ,' প্রতিবাদ করল সুসানা। 'আমি নিশ্চিত মিস্টার শ্যানিং ভালো লোক। ইচ্ছে করে সে···' হঠাৎ পুরোন একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় থেমে গেল ও।

'ইচ্ছে করে সে কী?' মাইক প্রতিধ্বনি করে জানতে চাইল।

নিরুত্তর থাকল সুসানা। ব্যাপারটা ধোঁয়াটে। তবু অনেক দিন হল এটা ধন্দে রেখেছে ওকে। ডেল শ্যানিং রাজনীতিতে ওর মামার অত্যন্ত কাছের লোক। সামাজিক একটা মর্যাদাও আছে তার। তবু শ্যানিং কখনও *এম এল* র‍্যাঞ্চের মেহমান হয়নি। মাঝেসাঝে ওরা ওলি গর্ডন বা গ্রেডন পরিবারকে দাওয়াত করে। কাছেপিঠের আরও অনেকে আসে বাসায়। কিন্তু ডেল শ্যানিং নেমন্তন্ন পায় না। কেন? বাড়িতে ডাক না পাবার মত কী এমন অযোগ্যতা থাকতে পারে লোকটার?

সুসানা নিশ্চুপ দেখে মাইক রেকাবের প্রসঙ্গে ফিরে গেল। 'তোমার অমন ধারণা হল কেন?'

'র‍্যাঞ্চে আমাদের অনেক স্যাড্‌ল্,' ব্যাখ্যা করল সুসানা। 'প্রায়ই দেখি রেকাবটা আমার জন্য লম্বা হয়। এর কারণ স্যাড্‌লটা শেষ ব্যবহার করেছিল পুরুষ। কে না জানে, পুরুষরা লম্বা হয় মেয়েদের চেয়ে। তো, স্বচ্ছন্দে ঘোড়ায় চড়ার জন্য রেকাবের ঝুল ছোটো করে নিতে হয় আমাকে। তাই যখন শুনলাম তুমি বলছ স্পেন্স লোকটা মাঝারি গড়নের, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল তাকেও নিশ্চয় রেকাবের দৈর্ঘ্য কমাতে হবে।'

মাইকের চেহারায় মুগ্ধতার ছাপ ফুটল। 'উকিলের যদি তোমার অর্ধেক বুদ্ধিও থাকে, ওয়াগন ট্রেন এখানে এসে পড়ার আগেই আমাকে সে মুক্ত করতে পারবে। আমি চাই না ওরা এসে আমাকে হাজতে আবিষ্কার করুক।'

'কোথায় আসতে হবে লিখেছ কিছু?'

মাথা দোলাল মাইক। 'সপ্তাহ খানেক আগে চিঠি দিয়েছি। অ্যাব্দিনে পেয়ে যাবার কথা।'

'সময় শেষ,' ঘোষণা করল জেলার।

কোর্ট হাজত থেকে বেরিয়ে অ্যাটর্নি ড্রামের খোঁজ করল সুসানা। অফিসে পাওয়া গেল না তাকে। তবে ওখানে সুসানা তার ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুর দেখা পেল। 'হ্যালো, রোয়েনা। হ্যালো, বাড।' উৎফুল্ল চিত্তে সুসানা করমর্দন করল ওদের সাথে। 'ও আসলেই দোষী না, বাড।'

শান্ত স্বভাবের মেয়ে রোয়েনা ড্রাম। কালো চুল, ওর বাবার মতই কৃশ গড়ন। একবছর হল বাড গ্রেডনের সাথে প্রেম চলছে তার। এছাড়া মেয়েটার বেশির ভাগ সময় কাটে এই ল-অফিসে, বাবার একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করে।

'কে দোষী না?' রোয়েনা প্রশ্ন করল।

'বাড যাকে মেসা থেকে ধরে এনেছে। ওই স্যাড্লের রেকাব ওর জন্য বেজায় খাটো। তোমার বাবা ওকে সমর্থন করবেন, রোয়েনা।' সুসানা দ্রুত ওদের খুলে বলল ব্যাপারটা।

আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ঘোরাতে ঘোরাতে বাড শুনে গেল নীরবে। তারপর মন্তব্য করল, 'লাভ হবে না। আদালতে ওই যুক্তি টিকবে না।'

'এখনই টিকেছে,' সুসানা তবু উৎসাহী। 'তোমার বাবা এত প্রভাবিত হয়েছেন, রোয়েনা, মামলাটা তিনি নেবেন বলেছেন। প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। স্যাড্লটাই তাঁর মত বদলেছে।'

রোয়েনা বাম হাতে অবিন্যস্ত চুল সমান করল। ওর অনামিকায় মুক্তো বসান বাগদানের আংটি। বাতির আলো ঠিকরে পড়ল ওতে। 'বাড, তোমার মনোভাব বদলাবে না?'

স্থির বাতাসে ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করল বাড, মাথা নাড়ল। 'সেরকম হলে আমি খুশি হতাম,' স্বীকার করল ও। 'ব্যারি ছেলেটাকে কেন যেন ভাল লেগেছে আমার। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী দুজনকে তো তুমি অস্বীকার করতে পার না। ওই সাক্ষীদের বিশ্বাস করতেই হবে আমাদের। মিথ্যা বলার কারণ নেই ওদের। ওরা দুজনেই বলেছে ব্যারিই তৃতীয় ব্যাংক ডাকাত।' একহারা ঢালু কাঁধ দুটো উঁচু নিচু করল বাড। 'খাটো রেকাব যথেষ্ট হবে না, সুসানা। ডেল শ্যানিংয়ের মত সম্মানিত লোককে মিথ্যুক প্রমাণ করতে হলে আরও মজবুত কিছু লাগবে।'

সুসানা ওর অধর কামড়ে ধরল। 'তোমার বাবাও একথা বলছেন, রোয়েনা। তিনি বলছেন স্যাড্‌লের সূত্রটা ইঙ্গিত করে কিছু একটা; কিন্তু প্রমাণ করে না। তাকে আশ্বস্ত করেছে ওটা কিন্তু জুরিদের করবে না।'

'ওলি গর্ডনের বন্ধুদের নিয়ে গড়া জুরি,' বাড স্মরণ করিয়ে দিল ওদের। 'শহরের যাদেরই পছন্দ কর, মনস্থির করা হয়ে গেছে ওদের। শুনানির তারিখও পড়েছে। আগামীকাল থেকে পনের দিন পর।'

'আমাদের তাহলে এখুনি মাঠে নামতে হয়,' সুসানা বলল। 'মানে তোমার বাবাকে আরকি, রোয়েনা। তিনি যদি স্রেফ এটুকু প্রমাণ করতে পারেন স্পেন্স নামে সত্যিই মাঝারি গড়নের লোক আছে একজন এবং ম্যাকলিন্সদের সাথে তার দোস্তি ছিল!'

'ইতিমধ্যেই খোঁজ নেয়া হয়েছে ওই ব্যাপারে,' বলল বাড। 'স্পেন্সের কথা কেউ শোনেনি আগে। মানুষের ধারণা নামটা ব্যারির বানান। গাস আর শ্যান ম্যাকলিন্স মাঝেসাঝে আসত শহরে, চার্লি ডাউন্সের আড্ডায় মদ গিলত। কিন্তু ওদের সঙ্গে আর কাউকে দেখা যায়নি কখনও।'

'ডাউন্সের আড্ডা মানে সানডাউন ক্লাব!' মুখ বিকৃত করল রোয়েনা। 'চোর-ডাকাতের আড্ডা ওটা। বাবা সবসময়ই বলে ওটা এই কাউন্টির অপমান। ওটার লাইসেন্স বাতিল করতেও চেয়েছিল কিন্তু...' কেন লাইসেন্স বাতিল করা সম্ভব হয়নি মনে পড়ে যাওয়ায় মাঝপথে থেমে গেল আইনজীবীর মেয়ে। সানডাউন ক্লাব বন্ধে বাবার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করে দিয়েছে অপর দুই কাউন্টি কমিশনার। সুসানার মামা সেই কমিশনারদের একজন।

'ঠিক বলেছ, রোয়েনা।' বাডকে চিন্তিত দেখাল। 'আমি বরং একবার ঢুঁ মেরেই আসি ওখানে। চলি, দেখা হবে পরে।'

রাস্তায় বেরিয়ে একজনের একটা স্যাড্‌ল্‌ হর্স চেয়ে নিল বাড। পসি রাইডিংয়ে ওর নিজেরটা ক্লান্ত, শিল্ডসের বার্নে বিশ্রাম নিচ্ছে। দক্ষিণে সেভেন্থ স্ট্রিটে পৌঁছে একটা গলিতে ঢুকল সে। ওই গলি ধরে রেল স্টেশনে যাওয়া যায়। একটা ইটখোলা আর করাতকল ছাড়া এর আধমাইলের মধ্যে বাড়িঘর নেই কোন। রেল লাইনের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে গলি। রেল রাস্তার দূরপ্রান্তে কটনউডের সারি সবুজ পটভূমি তৈরি করেছে। আর রাস্তার এপাশে দোতলা একটা দালান। ওটাই সানডাউন ক্লাব।

মেইন স্ট্রিটে এ ধরনের আড্ডা নেই। ওখানকার বারগুলোর আসবাবপত্র সাদামাঠা তবে সাজান গোছান। ওইসব বারে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। পোকার ছাড়া অন্য জুয়ার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সানডাউনের ঔজ্জ্বল্য চোখ ধাঁধান। এখানে ব্ল্যাকজ্যাক ফারো আর চরকিতে ভাগ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। নাচের জন্য আছে বিশেষ কামরা। আর ওয়াইন পারলার। পানশালার পরিচারিকা লোনা লামদ এক কথায় চুম্বক, খুব কম সংখ্যক নিঃসঙ্গ রেনজ রাইডার তার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারবে। ডেনভারের ড্রামাররা ট্রেন থেকে নামে এখানে, মেইন স্ট্রিটের দোকানে দোকানে মদ ফেরি করার বদলে চার্লি ডাউন্সের আড্ডায়ই সময় কাটায় বেশি।

আজকের এই অলস দুপুরে মাত্র গুটি কতক ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল হিচর‍্যাকে।

ঢুকতে নিয়েও থমকে গেল বাড। ভেতরে ওর নাম আলোচিত হচ্ছে। ব্যাপারটা আশ্চর্যের কিছু না। চলতির ওপর দুই ব্যাংক ডাকাতকে ধরাশায়ী করার পর থেকেই ওর নাম লোকের মুখে মুখে।

বাড দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়। বাদুরডানা দরোজার ওপর দিয়ে বার রুমের ভেতর তাকাল সে। বারের পেছনে রয়েছে সাদা অ্যাপ্রন পরনে চার্লি ডাউন্স। স্যালুন মালিক বলছিল 'বাড জব্বর শুটিং দেখিয়েছে বটে! এরপর মানুষ ওকে শেরিফ বানাতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক।'

দৃশ্যত কামরার সবাই একমত হল কথাটার সাথে। একজন বাদে। ব্যতিক্রম ওই লোকের চুল লাল, মুখ গোমড়া। ব্রাস রেইলের ওপর স্পার লাগান বুট তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর গান হিপ্ দরোজার দিকে। ‘শুটিং না কচু!’ ভেংচি কাটল লোকটা। ‘কী এমন মস্ত কাজ করেছে সে? ওরটা ছিল শার্পস্ রিপিটার, দূরত্ব আশি গজও কি-না সন্দেহ। ফসকাবার প্রশ্নই ওঠে না। তার ওপর পেছন থেকে গুলি করেছে ওদের। এটা বড়াই করার মত ব্যাপার না। মরদ হও তো সামনাসামনি লাগ।’

বাড লোকটাকে চেনে। রেড হার্পার। সপ্তাহ খানেক আগে মার্ক লংডেন ওকেই রবখাস্ত করেছে। মাইক ব্যারিকে লিঞ্চ করার জন্য *এম এল* কর্মচারিদের উস্কানি দেবার অপরাধে। সেই থেকে লোকটা তার মজুরির টাকা ডস রিওসের স্যালুনগুলোয় ওড়াচ্ছে।

হার্পারের ওপাশে রয়েছে ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ, লোনা লামদ। বারের শেষ প্রান্তে একটা স্টুলে বসে ককটেলের গেলাসে সে চুমুক দিচ্ছে। এমনকি এই ভরদুপুরেও বাহারে সাজ ওর। সাটিনের গাউন। গলায় লাল পাথর বসান নেকলেস, লিপস্টিক আর ইয়ারিংয়ের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করা। বাডের বিবেচনায় ডস রিওসে এ মেয়ে বেমানান। পশ্চিমের এমন অজ শহরে ওর রূপ মাঠেমারা যাচ্ছে।

দ্রুত এক নজর বুলিয়ে বাড বুঝল আড্ডার নিয়মিত খদ্দেরদের অধিকাংশই উপস্থিত রয়েছে। অনুপস্থিত বলতে একমাত্র বার্ট ক্রডি। আলো-আঁধারে এক কোনায় একজন পিয়ানো বাদক তার যন্ত্রের চাবি টিপছে।

দরজায় দাঁড়ান বাডকে ওরা কেউ লক্ষ করেনি এখনও।

সকলের দৃষ্টি রেড হার্পারের দিকে। ‘আমরা কিন্তু মনে করি,’ চার্লি ডাউন্স বলল কাঠখোট্টা গলায়, ‘চমৎকার শুটিং ছিল ওটা। চার গুলিতে চার শিকার। সবগুলোই চলতি টার্গেট এবং চোখের পলকে কম্মো কাবার।’

‘সব পেছন থেকে!’ হার্পার মুখ বাঁকাল। ‘আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ম্যাকলিন্সদের সামনে পড়লে ওই ছোকরা কাপড় নষ্ট করে ফেলত।’

বাডের মাথায় একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে গেল। হার্পারের সাথে তার কোন

বিবাদ নেই। কোনদিন কথাবার্তা হয়নি, শুধু চেহারায় চেনে ওকে। *তাহলে কেন সে আমার ওপর খাপ্পা? আমি ওর কোন্ পাকাধানে মই দিয়েছি?*

একটিমাত্র জবাব হতে পারে এর। ধারণাটা বাজিয়ে দেখতে বাদুরডানা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বাড। ওর বুটের আওয়াজে ঘুরে তাকাল সবাই। কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস নেবার শব্দ পেল বাড। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় একজন বলল, 'সর্বনাশ! শুনে ফেলল নাকি!'

লোনা লামদকে খানিকটা সন্ত্রস্ত দেখাল। হার্পারের চোখে চমক, তবে ঠোঁটে ভেংচিটা জেগে রয়েছে এখনও। বাড বারের দশ কদমের মধ্যে গিয়ে মুখোমুখি হল ওর। আর ঠিক তখুনি চার্লি ডাউন্সের মোলায়েম কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'গলা ভেজাও, বাড। আমার তরফ থেকে।'

'ওটা নগদে ব্যবসার জন্য রেখে দাও, চার্লি।' বাডের দৃষ্টি হার্পারের ওপর স্থির। 'আমি একটা তথ্য জানতে এসেছি। ম্যাকলিন্স ভাইয়েরা তো আসত এখানে, নাকি?'

'বার দুয়েক এসেছে,' বলল চার্লি। 'ফ্যানশ্যকে আমি বলেছি সেটা।'

'আর কেউ থাকত ওদের সাথে?'

'মনে পড়ছে না। আমি এটাও বলেছি ফ্যানশ্যকে।'

'ওরা কী করত এখানে?'

'সবাই যা করে, বাড। কয়েকটা ড্রিংকস। দু-এক দান পোকার...

'দুহাতে পোকার খুব কমই খেলে মানুষ। অন্তত তিন হাত না হলে জমে না। এই লালমাথাকে ওদের সঙ্গে দেখেছ কখনও?' এতকিছুর মধ্যে বাডের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে হার্পারকে ছেড়ে যায়নি।

'মনে পড়ছে না,' ডাউন্স বলল। 'আমরা সাধারণত...

স্যালুন মালিক আর কিছু বলতে পারার আগেই হার্পার বিস্ফোরিত হল। 'তোমার মতলবটা কী, মিস্টার?'

'আমি জানতে চেষ্টা করছি,' বাড বলল, 'গাস আর শ্যন ম্যাকলিন্সের বন্ধু ছিল কারা।'

বার থেকে আর এক ইঞ্চি সরে দাঁড়াল হার্পার। ওর ডান কনুয়ের ভাঁজে

অশুভ লক্ষণ জেগে উঠেছে। 'আমাকেও তাদের একজন বলতে চাইছ?'

'এই শহরে সম্ভবত তুমিই একমাত্র লোক,' বাড বলল ধীরে ধীরে, 'ওদের হত্যা করায় যে আমার ওপর অখুশি। অন্যরা সবাই মনে করে আমি ঠিক কাজটাই করেছি।'

হার্পার বলল না কিছু তবে ওর কনুই আর একটু বাঁকা হল। থমথমে নীরবতা ভাঙল প্রথমে লোনা লামদ। বারের গোড়া থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। 'তোমার অনুমান ভুল। ঘটনার সময় রেড হার্পার এই ক্লাবে ছিল।'

'জানি,' বাড শান্ত। 'আমরা সবার ব্যাপারেই খোঁজ নিয়েছি। কিন্তু এপ্রিলে টেল্যুরাইডে যে ব্যাংক ডাকাতি হয় তাতে চারজন লোক ছিল। *সেদিন* তুমি কোন্ বারে ছিলে হার্পার?'

রাগে কাঁপছে হার্পার। ক্লাবে উপস্থিত প্রায় সবাই জানে *এম এল* র‍্যাঞ্চে সে চাকরি নিয়েছিল মে মাসের গোড়ার দিকে। গ্র্যান্ড মেসায় গ্রীষ্মকালীন তৃণভূমিতে গরু নিয়ে যাবার জন্য বাড়তি লোক দরকার ছিল মার্ক লংডেনের। তার দুই কর্মচারির সুপারিশে হার্পার পেয়েছিল কাজটা।

চার্লি ডাউন্স পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রয়াস পেল। ক্লাবের আয়না আর ফিটিংসগুলো দামি, বুলেট ওগুলোর উপকার করে না। 'তুমি ভুল গাছে চড়েছ, বাড।' স্যালুন মালিকের কণ্ঠস্বর নমনীয়, এত মৃদু শোনাই যায় না প্রায়। 'তৃতীয় লোকটাকে ইতিমধ্যেই হাজতে পুরেছ তুমি। ওর নাম ব্যারি। দুজন প্রত্যক্ষদর্শী ওকে শনাক্ত করেছে। ফলে রেডকে তুমি ডাকাতির সাথে জড়াতে পারছ না।'

'কেন?'

'কারণ লংডেন র‍্যাঞ্চে হার্পারের সাথে ব্যারির গোলমাল হয়েছিল। পরিণতিতে হার্পারের চাকরি যায়। ওরা এক দলের হলে রেড ব্যারিকে লটকাতে চাইত না।'

বাড মাথা ওপরে-নিচে করল, চতুর হাসছে। 'ঠিক এই কথাই বলতে চাইছিলাম আমি। তবে উল্টোভাবে। রেড হার্পার যদি ডাকাত দলের চতুর্থ সদস্য হয়ে থাকে, ব্যারি তাহলে ওদের লোক না। ব্যারির গলা ফাঁসির দড়িতে, কাজেই আসল ব্যাপারটা আমাদের ঝটপট জানতে হবে। এখন যা অবস্থা, ওর

ফাঁসি হবেই।'

'যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল!' গর্‌গর্‌ করল হার্পার।

'তুমি ব্যারিকে দেখতে পার না, অথচ ম্যাকলিন্সদের পছন্দ কর...একটু অদ্ভুত না?' বাড উপসংহার টানল। 'ব্যারিকে আমিই ধরে এনেছি মেসা থেকে। আমাকে ডেপুটি বানিয়েছে ওরা। ব্যাজটা আমি এখনও ফেরত দিইনি। আমার সাথে তুমি যাচ্ছ, হার্পার।'

স্টুল থেকে নেমে পড়ল লোনা, রেশমি কাপড়ের খস্‌খস্‌ তুলে দূরে সরে গেল।

'যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি?' হার্পার জিজ্ঞেস করল।

'কোর্ট হাজতে। আমি সুপারিশ করব তোমাকে যেন আটকে রাখা হয়, টেল্যুরাইডের সেই ব্যাংক কেরানি এখানে না আসা পর্যন্ত। এপ্রিলে চার ডাকাতকেই সে দেখেছিল। ডস রিওসে পৌঁছতে তার হপ্তা খানেক লেগে যাবে। সে যদি বলে তুমি ডাকাতিতে ছিলে না, আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব। আর যদি উল্টো সাক্ষ্য দেয়, ব্যারিকে ছেড়ে দেয়াই আমাদের উচিত হবে।'

হার্পার ভেংচি কাটল। 'তারমানে স্রেফ অনুমানের ওপর আমাকে এক সপ্তাহ আটকে রাখতে চাইছ তুমি?'

'বিনা অপরাধে কারো সাজা পাবার ভয় থাকে যেখানে সেখানে এটাই তো করা উচিত। তাছাড়া আমার অনুমানটা অকারণ না। অল্প আগেই তুমি আমাকে গালমন্দ করছিলে ম্যাকলিন্সদের আমি হত্যা...খবর্দার, হার্পার! অমন চেষ্টা কোরো না!'

পিস্তল থেকে ইঞ্চি খানেক দূরে ছিল হার্পারের হাত। সে যখন মুখ খুলল, তা কামরার সবার উদ্দেশে। 'ছোকরা কী মনে করে নিজেকে? মানুষের পিঠে গুলি করে বিরাট কিছু হয়ে গেছে। অ্যাঁ?'

'তোমার পিঠ আমার দিকে নেই,' বাড বলল শান্ত সংযত গলায়।

কথাটা পরিষ্কার চ্যালেঞ্জ। হার্পার বোঝে সেটা। ড্র করেই ট্রিগার টানল সে...পরে অবশ্য চার্লি ডাউন্স তার খদ্দেরদের গল্প করেছে, গুলি দুটো হলেও শুনিয়েছিল একটার মত।

ধোঁয়া সরে যাবার পর সবাই দেখল বাড গ্রেডন দাঁড়িয়ে আছে দৃঢ়পায়ে, অন্যজন মেঝেয় লুটাচ্ছে। লালদাড়ি লোকটা কাতরাচ্ছে ব্যথায়, তার পিস্তল ধুলোয়, হাত থেকে রক্ত ঝরছে।

'ওকে ঘোড়ার তুলে দাও কেউ একজন,' বাড বলল। 'আর একজন ডাক্তার পাঠাও হাজতে।'

আট

খাটিয়ায় দিবানিদ্রা যাচ্ছিল মাইক ব্যারি। হাজতের দরজা খোলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা ওর ডানদিকের কারাকক্ষে হয়েছে। এরপর নতুন কয়েদির কথা শুনতে পেল সে। গলাটা পরিচিত। 'শেরিফকে বল এখুনি এখানে আসতে। জলদি।'

মাইক উঠে গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকাল। রেড হার্পার!

'শেরিফ অফিসে নেই,' বলল জেলার। 'তবে উকিল পাবার অধিকার আছে তোমার। কাকে চাও বল?'

হার্পারের চোখে ধূর্ততার ঝিলিক মারল। কণ্ঠস্বর নিচু করল সে, তবু মাইক শুনতে পেল। 'শোন, গর্দভ! আমার উকিল লাগবে না। জেক মিডৌস আর ডবি ব্লন্টকে পাঠালেই চলবে। আমাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ওরাই যথেষ্ট।'

জেলার হতভম্ব। 'জেক মিডৌস, ডবি ব্লন্ট? ওদের কী ক্ষমতা? ওরা তো *এম এল* র‍্যাঞ্চের দু পয়সার কাউবয়।'

'আমার স্রেফ ওই দুজনকেই দরকার,' হার্পার অনমনীয়। 'তুমি শেরিফকে বল, এক্ষুনি ওদের এখানে হাজির করতে।'

আইল ধরে যাবার সময় জেলার থামল মাইকের সেলের সামনে, গরাদের

ফাঁক দিয়ে বন্দির উদ্দেশে হাসল। 'তোমাদের এখন এটা নিজেদের বাড়ি মনে করা উচিত। মনের সুখে পুরোন দিনের গল্প করতে পার তিনজনা।'

সামনের অফিস কামরায় ফিরে গেল সে। মাইক ঘাড় ফিরিয়ে বাঁয়ের সেলটা দেখল। মুখ কালো করে হুগো শার্কি বসে খাটিয়ায়। মাইককে ওরা বলেছিল গরুচোর হিসেবে শার্কিকে শনাক্ত করতে। কিন্তু ও রাজি হয়নি। শার্কিই সেই লোক কি-না সে নিশ্চিত নয়। লোকটা কাঁটাঝোপ আর ইউকার আড়ালে ছিল। কপালের অর্ধেকের বেশি ঢেকে ছিল তার হ্যাটব্রিমে। বারুদের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে মাইক পলকের জন্য কেবল দেখতে পেয়েছিল তাকে।

শত দুঃখের মাঝেও শুকনো একচিলতে হাসি ফুটে উঠল মাইকের ঠোঁটে। 'আশ্চর্য, কীভাবে তোমাদের সাথে আমার পরিচয়। ওরা আমাকে জানিয়েছে তুমিই সেই গরুচোর, শার্কি। তোমাকেই নাকি আমি হাতেনাতে ধরেছিলাম। তারপর হার্পার এসে আমাকে ঝোলাতে চাইল। আর এখন আমরা তিনজনই ফাটকে, ঠিক যেন চিড়িয়াখানার তিন বাঁদর। তোমাকে কেন ধরা হয়েছে, হার্পার?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা না,' সরোষে বলল হার্পার। 'আমি সকালের আগেই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছি।'

বিছানায় বসে কথাটা নিয়ে ভাবল মাইক। লোকটা উকিল চায়নি। সাধারণ দুজন কাউহ্যান্ড ওকে জেল থেকে বার করবে কীভাবে?

পায়ের আওয়াজ ওর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। জেলার ফিরে এসেছে, সঙ্গে অ্যাটর্নি ড্রাম। আগের সাক্ষাতে ড্রামকে হতাশ মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন তার ছোট্ট শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

উকিলকে রেখে চলে গেল জেলার। মাইক ইশারায় ডানদিকের সেলটা দেখাল। 'আমার নতুন পড়শি।'

অ্যাটর্নি চকিতে হার্পার আর শার্কিকে দেখল একবার। 'গোপনীয়তা বলে থাকল না আর কিছু,' অভিযোগ করল সে। তারপর বলল, 'নতুন খবর আছে। শোন।' গলা খাদে নামাল আইনজীবী, মাইককে সানডাউন ক্লাবের ঘটনা এবং রেড হার্পারকে বাড গ্রেডনের গ্রেফতার করার কাহিনী জানাল।

'বাড তাহলে আমার পক্ষে,' বিড়বিড় করে বলল মাইক।

ড্রাম আস্তে মাথা নাড়ল। 'বাড ন্যায়ের পক্ষে। ব্যক্তিগতভাবে তোমার কোন মূল্য নেই ওর কাছে। কিন্তু ওর মনটা খোলা, সে চায় সুবিচার। বাড সুসানা মার্শের মত না। সুসানা মনস্থির করে ফেলেছে। ও আর আমার মেয়ে এখন বাইরে তোমার হয়ে ওকালতি করছে।'

মাইক চোখের পাপড়ি ফেলল। 'মানে আমাকে সাহায্য করছে ওরা?'

'সুসানার লক্ষ্য তোমাকে সাহায্য করা। আর রোয়েনা চাইছে তার বাবা যেন মামলায় জয়ী হয়। ওরা এখন একটার বদলে দুটো যুক্তি দেখাচ্ছে মানুষকে।'

'একটা তো শর্ট স্টিরাপ। অন্যটা কী?'

'হার্পারের ব্যাপারটা। বিচ্ছিন্নভাবে কোনটাই কিছু প্রমাণ করে না। বড়জোর মনে সন্দেহ জাগায়। কিন্তু দুটোকে এক করে দেখলে...হাজার হোক জুরিরাও তো মানুষ।'

'এপ্রিলে আমি মিশিগান থেকে রওনা হয়েছি সবে। এটা প্রমাণ করতে পারব। ওই সময় টেল্যুরাইডের ব্যাংক ডাকাতিতে আমার ম্যাকলিন্সদের সাহায্য করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'সরকারি উকিল ব্যাখ্যাটা মেনে নেবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করল ড্রাম। 'কিন্তু টেল্যুরাইডের কেরানি যদি হার্পারকে শনাক্ত করে, সে তখন বলবে ম্যাকলিন্সরা পরে হার্পারকে বাদ দিয়ে তোমাকে দলে নেয়াতেই হার্পার তোমাকে সুযোগ বুঝে ফাঁসিতে লটকাতে চেয়েছিল।'

মাইকের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'তাহলে আর আমরা উৎফুল্ল হচ্ছি কেন?'

'হচ্ছি কেননা দুদিকেই সন্দেহের বীজ আছে। লম্বা মানুষের ছোট ঝুল রেকাবে চড়া নিয়ে সন্দেহ। রেড হার্পারের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে সন্দেহ। ঠিক এই মুহূর্তে চালু দুটো মেয়ে শহরের সব জায়গায় এই সন্দেহের বীজ বপন করছে।'

ড্রাগস্টোর কেরানি দুবাটি আইসক্রিম এনে রাখল টেবিলে। 'সুসানা, তোমার

জন্য ভ্যানিলা। আর, রোয়েনা, তুমি বলেছ পাইন্যাপ্‌ল্।'

'শেষ খবরটা শুনেছ, এডি?' চোখ বড় বড় আর রহস্যময় করল সুসানা। 'জান আজ কী ঘটেছে?'

. কেরানি, গম্ভীর, মাথা দোলাল। সুসানার কথার ভুল অর্থ করল সে, ধরে নিল দুজনের চিন্তা অভিন্ন। 'ব্যাটা দোষী, কোন সন্দেহ নেই! দুজন সাক্ষী দেখেছে ওকে এবং তারা বলছে...'

'ওরা মনে হয় ভুল করছে,' সুসানা থামিয়ে দিল কেরানিকে। 'স্টির‍্যাপের ব্যাপারে তুমি শুনেছ কিছু?'

এডি তাকিয়ে থাকল ফ্যালফ্যাল করে। সুসানা দ্রুত খুলে বলল ওকে। তারপর যোগ করল, 'তাহলে বুঝতেই পারছ বেঁটে কেউ চড়েছিল স্যাড্‌ল্‌টায়। ওই লোকই মেসায় ঘোড়াটা ছিনিয়ে নিয়ে থাকবে।'

আরও কিছু শুনবার আশায় এবার দোকানি নিজে এবং দুজন খদ্দের এগিয়ে এল। আগের মতই সন্দিগ্ধ রইল তাদের চেহারা। এ ধরনের মানুষদের নিয়েই, সুসানা ভাবল, জুরি গঠন করা হবে। মাত্র দুসপ্তাহ, তারপর মাইক ব্যারির ভাগ্য নির্ধারণ করবে এরা।

'রেড হার্পার সম্পর্কে কিছু শুনেছ তোমরা?' রোয়েনা ড্রাম জিজ্ঞেস করল ওদের। 'টেল্যুরাইডে খবর পাঠান হয়েছে ওই ব্যাংক কেরানিকে এখানে আসার জন্য। সে যদি বলে হার্পার ম্যাকলিন্সদের সঙ্গে থাকত...'

কিন্তু রোয়েনার কথা শেষ হবার পরও শ্রোতাদের মনোভাব বদলাল না। 'তোমাকে দোষ দিতে পারি না,' বলল দোকানি। 'তোমার বাবার হয়ে মামলা জিতবার চেষ্টা করছ তুমি। তবে কোন লাভ নেই। ডেল শ্যানিং ওই খুনিটাকে পরিষ্কার দেখেছে ব্যাংকের গলিতে।'

সুসানা হাল ছাড়বার পাত্রী না। দোকান থেকে বেরিয়ে ও বলল, 'দুটো সপ্তাহ আমরা পাচ্ছি, রোয়েনা। আমি আর র‍্যাঞ্চে ফিরছি না। শহরে থেকে লড়াই চালিয়ে যাব।'

সদর রাস্তার পুবে, মিকার স্ট্রিটে মার্ক লংডেনের বাড়ি আছে একটা। ডস বিওসে কখনও রাত কাটাবার প্রয়োজন হলে সে আর তার ভাগ্নী থাকে ওখানে।

'সেলাইয়ের মেয়েদের ক্লাস কাল,' রোয়েনা বলল। 'সেখানে আমি শর্ট স্টির‍্যাপ আর রেড হার্পারের প্রসঙ্গটা পাড়ব।'

ক্লাসের মহিলারা কথাটা তাদের স্বামীদের জানাবে।

সন্দেহের বীজ? ওরা পারবে এমন বীজ বুনতে, দুসপ্তাহ পর যা মহীরুহ হয়ে জুরিদের ভাবনাকে আচ্ছন্ন করবে?

ঘোড়ায় চেপে অফিসে আসছিল শেরিফ ফ্যানশ্য। রাস্তায় মেয়ে দুটিকে একত্র দেখে মুচকি হাসল। ওদের একজনের মামা এবং অন্যজনের বাবা পরস্পরের রাজনৈতিক শত্রু। অথচ মেয়ে দুটোর মধ্যে গভীর সখ্য। অবশ্য এটাও ঠিক, শেরিফ ভাবল, এ বয়সের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব ধারণা থাকে জীবন সম্পর্কে।

কোর্টহাউস হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধল ফ্যানশ্য। বেসমেন্ট অফিসে নেমে গিয়ে দেখল বুড়ো জেলার, রাকার, অপেক্ষা করছে তার জন্য। 'হার্পারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার উকিল লাগবে কি-না,' রাকার বলল। 'তো সে বলছে দরকার নেই।'

একটা চোখ তেরছা করল শেরিফ। 'আচ্ছা? এ রকম মনে করছে কেন ও?'

'হার্পার বলছে জেক ব্লন্ট আর ডবি মিডৌসকে খবর দিতে। ওরাই নাকি ওকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য যথেষ্ট।'

পাইপ ধরাচ্ছিল ফ্যানশ্য। দিয়াশলাইয়ের কাঠি নিভিয়ে ফেলল। 'ব্লন্ট আর মিডৌসকে ডাকতে বলেছে?'

রাকারকে মাথা দোলাতে দেখে শেরিফের চোখে দুশ্চিন্তা ঘনাল। তাড়াতাড়ি দোতলায় গেল সে, কমিশনার্স অফিসে মার্ক লংডেনকে পেল।

'মার্ক, রেড হার্পার হাজতে। বুদ্ধিটা আমার না। বাড গ্রেডন ধরে এনেছে। রেড এখন মিডৌস আর ব্লন্টকে খবর পাঠাতে বলছে। ওরা এসে আবার ঝামেলা পাকাবে না তো?'

সিগারটা ঠোঁটের আরেক প্রান্তে চালান করল গরুব্যবসায়ী। 'ওরা তেমন কিছু জানে না।'

'তাহলে হার্পার ওদের খুঁজছে কেন? বলছে ওরা তাকে বার করে নিতে পারবে?'

'আরে, এসব কথায় পাত্তা দিয়ো না, ফ্যানশ্য।' ব্যাপারটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইল লংডেন।

কিন্তু শেরিফ চলে যাবার পর খুঁতখুঁত করতে লাগল কমিশনারের মন। ব্লন্ট আর মিডৌস চামচিকা, ওরা কি ঝামেলা পাকাতে পারবে কোন? গত ইলেকশনে শ্যানিং আর সে ওদের পোলিং অফিসার বানিয়েছিল। দুজনার ওপর নির্দেশ ছিল প্রয়োজনে ব্যালট বাক্স বদল করবার। সে প্রয়োজন দেখা দেয়নি। অতএব কারচুপিও হয়নি। আগামী ভোটে একই কারণে আবার দরকার হতে পারে দুজনাকে। তাই লংডেন ওদের পুষছে।

কী এমন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে? ব্যালট বাক্স জাল করার কথা ছিল কিন্তু করা হয়নি। ফ্যানশ্য এবং আরও দু-তিনজন জানে এটা। তবে ওদের নিয়ে কোন ভয় নেই, সুতো যতক্ষণ শ্যানিং আর লংডেনের হাতে। একমাত্র মার্ক লংডেন জানে শ্যালিংয়ের মিশিগ্যান কুকীর্তির কথা। তাহলে ব্লন্ট আর মিডৌসকে নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করা কেন?

তবু লংডেনের দুশ্চিন্তা ঘুচল না। উদ্বেগ সন্ধের পর তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ফোর্থ স্ট্রিটে ডেল শ্যানিংয়ের কটেজে।

'বেশির ভাগ লোক বিশ্বাস করবে না ওদের,' র‍্যাঞ্চার বলল। 'তবে এ নিয়ে কানাঘুষা শুরু হতে পারে। যা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।'

শ্যানিং মাথা দোলাল। রিমলেস চশমার পেছনে ওর চোখ দুটোয় মরা মাছের দৃষ্টি। 'আমাদের ঝুঁকি নেয়া চলবে না, মার্ক। ব্লন্ট আর মিডৌসের ওপর হার্পারের কর্তৃত্ব থাকা অসম্ভব না। ওরা হয়ত এমন হুলস্থুল বাধাবে, আমরা হার্পারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হব। তারচেয়ে এখুনি ছেড়ে দেয়া ভাল। আমি ব্যবস্থা করছি সব। জাজ ক্রাবট্রিকে বলে আজ রাতের মধ্যেই ওকে ছাড়িয়ে আনছি।'

'টেল্যুরাইডের ব্যাংক কেরানি,' লংডেন স্মরণ করিয়ে দিল, 'হার্পারকে দেখতে আসছে।'

'আসুক। হার্পার নির্দোষ হলে কেরানি বলবে সেটা। এবং এতে করে ড্রামের মামলা দুর্বল হয়ে পড়বে। আর দোষী হয়ে থাকলে হার্পার পাহাড়ে গা ঢাকা দেবে—কেরানি ব্যাটা না যাওয়া পর্যন্ত।'

মাইক ব্যারির প্রসঙ্গ নতুন করে অস্বস্তির জন্ম দিল লংডেনের মাঝে। 'দেখ, শ্যানিং, আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'ব্যাংকের পেছনের গলিতে তুমি যাকে দেখেছ তার ব্যাপারে। সত্যিই কি ব্যারিকে দেখেছিলে? নাকি ওকে ফাঁসিতে লটকাতে চাইছ, যেন সে আর চিঠি লিখতে না পারে?'

শ্যানিং শিউরে ওঠার ভান করল। 'কেন, মার্ক! তুমি জান এত বড় একটা অন্যায় আমি করব না! আসলেই ব্যারিকে দেখেছি!'

'দেখে থাকলেই ভাল। খুনের দায় আমি নিতে পারব না!'

'খুন! কে কাকে খুন করছে?'

'তুমি ভালই জান আমি কী বলছি। নির্দোষ কাউকে ফাঁসিতে চড়ান আর খুন করা একই কথা। যেমন আলবার্তোকে পাঠিয়েছিলে অ্যামবুশ করার জন্য।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল শ্যানিং। 'এত ফেরেশতা সেজ না, মার্ক লংডেন! চিঠিটা তুমিই এনে দিয়েছিলে আমাকে।'

'উচিত হয়নি কাজটা।'

'ঠিকই করেছ তুমি। তবে এখন থেকে তোমার আর এর মধ্যে নাক গলাবার প্রয়োজন নেই। আর তোমার আদরের ভাগ্নীটাকে বোলো, সেও যেন না গলায়।'

'সুসান্না? সে আবার কী করল?'

'সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি? শহরে সবাইকে ও বলছে রেকাবটা লম্বায় ছোট, ব্যারির মত লম্বা কারো ওই স্যাড্‌লে চড়া সম্ভব না। ওর ধারণা এটা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবে। কিন্তু সেটি হচ্ছে না—স্যাড্‌ল্‌টা ড্রাম কোর্টে হাজির করলেই টের পাবে!'

নয়

সকালে মাইক জেগে দেখল ওর ডান দিককার সেলটা খালি।

নাস্তার সময় জেলার ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা। 'জাজ ক্রাবট্রির নির্দেশ। হার্পারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।'

মাইক বিষয়টায় আমল দেয়নি প্রথমে। অন্তত মাঝসকালে ড্রাম দেখা করতে আসার আগে পর্যন্ত না। আইনজীবীকে বিরক্ত মনে হচ্ছিল। 'এখন কেবল একটা লাইন অভ ডিফেন্স থাকল আমার। শর্ট স্টির‍্যাপ স্যাড্‌ল্।'

'তোমার ধারণা যথেষ্ট না ওটা?'

'ওরা এরমধ্যে কোনরকম চক্রান্ত করে থাকলে আমার যুক্তি ধোপে টিকবে না।'

'ওরা?'

'শ্যানিং আর লংডেন। কাউন্টির মা-বাপ ওরা। ক্রাবট্রি আর ফ্যানশ্য ওদের হাতের পুতুল। নতুন কাউকে নিয়োগ করার সময়ে ওরা আমাকে ভোটে হারিয়ে দেয়। তবে...'

'তবে কী?'

'এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা ডান হাত বাম হাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কাউকে কাজ পাইয়ে দেয়া, কর মওকুফ করা এগুলো আরকি। কাজগুলো এত চালাকির সাথে করেছে, রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে অভিযোগ করে সুবিধা করতে পারিনি আমি। জাজ ক্রাবট্রি, আমি বরাবর সন্দেহ করে আসছিলাম, শ্যানিংয়ের কথায় নর্দমা সাফ করতেও রাজি হবে। তবে সে রকম কিছু ঘটেনি, গতরাতের আগে পর্যন্ত।'

'হার্পারকে ছেড়ে দেবার কথা বলছ?'

ড্রাম মাথা ঝাঁকাল, রাগে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। 'ঘুম থেকে ক্রাবট্রিকে তুলে এনেছে ওরা। এমনকি সকাল অবধি অপেক্ষা করতেও দেয়নি। সামনে কাগজ-কলম ধরে বলেছে সই করতে।'

'শ্যানিং আর লংডেন গেছিল?'

'না। শ্যানিং আর ফ্যানশ্য। মাঝরাতের অল্প আগে ক্রাবট্রির দরজায় দেখা গেছে ওদের। মাইক লংডেন আগেই ফিরে যায় র‍্যাঞ্চে। চিন্তিত মনে হচ্ছিল তাকে—যেন একটা কিছু তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে অথচ সে সুরাহা করতে পারছে না।'

'তোমার কিছুই করবার নেই, মিস্টার ড্রাম?'

'আমি শুনানি মুলতবি রাখার জন্য দরখাস্ত করব। মামলাটাও বদলি করতে বলব মন্টরোসে। এখানকার লোকেরা পক্ষপাতদুষ্ট। ওলি গর্ডনের হত্যাকারীকে ফাঁসি দেবার কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ।'

বিদায় নিল আইনজীবী। পরের তিনটা দিন মাইক আর দেখা পেল না তার। এরপর হুগো শার্কিকে বার করে নিয়ে গেল ওরা। অবৈধ ব্র্যান্ডিংয়ের দায়ে, মাইক অনুমান করল, বিচার হবে ওর।

কিন্তু শার্কিকে হাজতে ফিরিয়ে আনা হল না আবার। ড্রাম পরে এর কারণ জানাল মাইককে।

'শ্যানিংয়ের চাপ। ক্রাবট্রি লংডেনকে অভিযোগ তুলে নিতে রাজি করিয়েছে। যুক্তি দেখিয়েছে একটা বাছুর চুরি করার চেষ্টার জন্য ভাঙা হাত আর সাতদিন হাজত বাস যথেষ্ট সাজা। বলেছে তুমি নিজেও নিশ্চিত না ওকেই দেখেছিলে।'

'কথাটায় কিন্তু যুক্তি আছে,' মাইক মন্তব্য করল।

ড্রাম ভ্রূকুটি করল। 'তুমি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারছ না, ব্যারি। শার্কির এককানাকড়ি দাম নেই। শ্যানিংয়ের লক্ষ্য তুমি। শার্কির মামলা কোর্টে উঠলে তোমার ব্যাপারটা ওদের তরফ থেকে দুর্বল হয়ে যেত। ওদের বলতে হত তুমি হাতেনাতে ধরেছিলে শার্কিকে, তোমাদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়েছে।

সেক্ষেত্রে উজ্জ্বল হত তোমার ভাবমূর্তি কিন্তু সেটা হোক ওরা চায় না।'

'মামলা মুলতবির কী হল?'

'আবেদন নাকচ করা হয়েছে। আদালত বদলেও রাজি হয়নি। শ্যানিংয়ের সুরেই ক্রাবট্রি নাচছে এখনও।'

মুখ বিকৃত করল মাইক। 'এই ক্রাবট্রি লোকটাই আমার বিচার করবে, না?'

'সে এবং বারজন জুরি, যারা সবাই পছন্দ করত ওলি গর্ডনকে।'

'তারমানে আমার কোন আশা নেই।'

'আদালতে,' ড্রাম স্বীকার করল। 'কিন্তু রাস্তায় তোমার ভাল করা উচিত। কোর্টে যেহেতু ঘোড়া নিতে পারব না আমরা, রাস্তায় আসব সবাই। তোমার স্যাড্‌ল্‌টা ঘোড়ার পিঠে চাপাব আমি। জাজ, জুরি এবং অন্যরা দেখবে তোমার জন্য রেকাবের ঝুল বেশি ছোট।'

'ব্যস?'

'ঠিক তা না। জুরিদের মধ্যে দু-একজন লম্বা লোক নিশ্চয় থাকবে। তাদের আমি ওই স্যাড্‌লে চড়িয়ে জিজ্ঞেস করব কেমন লাগছে।'

নিরানন্দ আরও তিনটে দিন কেটে গেল। হাজতে মাইক ছাড়া অন্য কোন কয়েদি নেই। বাইরের মানুষ বলতে একমাত্র বুড়ো রাকারের দেখা পায় ও। জেলার তিনবেলা খাবার দিয়ে যায় ওকে।

'দুটো মেয়ে দেখা করতে এসেছে,' এক বিকেলে ঘোষণা করল জেলার।

'দুজন?' মাইক অবাক। 'আমি তো এত মেয়েকে চিনি না।'

'একটি র‍্যাঞ্চের মেয়ে। অন্যজন শহরের। ওরা মনে হয় তোমার পক্ষে। যখনই রাস্তায় বেরোই দেখি ওরা তোমার সাফাই গাইছে।'

'সাফাই?'

'এই সবাইকে বলছে আরকি, স্পেন্স নামে এক লোক তোমার ঘোড়ায় চড়ার আগে রেকাবটা ছোট করে নিয়েছিল। কেউ অবশ্য বিশ্বাস করছে না, তবু ওরা বলে যাচ্ছে।'

সুসানা আর রোয়েনা পা রাখল করিডরে। 'দশ মিনিট সময়, মেয়েরা,' রাকার বলল। 'আর দেখ, ওকে যেন উকো টুকো দেয়ার চেষ্টা কোরো না।'

'আরে না,' বলে সুসানা মার্শ গরাদের ফাঁকে মাইকের উদ্দেশে যোগ করল, 'এ হল রোয়েনা ড্রাম, মাইক।'

স্মিত হাসল ছোটখাটো গড়নের শ্যামলা মেয়েটা। বলল, 'বাবা বিশ্বাস করে না কাজটা তোমার। বাডেরও তা-ই মত।'

'আমাদেরও,' আন্তরিক কণ্ঠ সুসানার। 'আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই, মাইক ব্যারি।'

'যদ্দূর শুনেছি, তোমরা এরইমধ্যে তা করেছ। আমি কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে।'

'আমরা টেল্যুরাইডের কেরানির ওপর ভরসা করেছিলাম,' সুসানা বলল। 'কিন্তু লোকটা আজ আসার পরপরই রেড হার্পার গা ঢাকা দিয়েছে। ফলে ওই পথে এগোন যাচ্ছে না। আমাদের এখন যেটা জানা দরকার তা হল ডেল শ্যানিংয়ের মোটিভ। মানে লোকটা মিথ্যে বলছে কেন?'

'আমিও বুঝতে পারছি না,' মাইক বলল অস্ফুটে। 'ওর সামনে আমাকে হাজির করার আগে পর্যন্ত আমি তাকে দেখিইনি জীবনে।'

'মিথ্যে বলার কারণ একটা আছে নিশ্চয়,' রোয়েনা মন্তব্য করল। 'মানুষ এমনি এমনি মিছে কথা বলে না—বিশেষ করে যেখানে একজনের বাঁচামরার প্রশ্ন জড়িত। সুসানা, তুমি তোমার মামাকে জিজ্ঞেস কর না কেন?'

'করেছিলাম। কিন্তু আংকল্ মার্ক আলাপ করতেই রাজি না। গোটা ব্যাপারটা তাকে কেমন যেন মুষড়ে দিয়েছে। আজ সকালে আংকল্ ডেনভারে গেছে। আমাকে বলেছে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ফিরবে না।'

'তোমার জন্য আর কিছু করতে পারি আমরা?' রোয়েনা প্রশ্ন করল। 'কোন বিশেষ কাজ?'

'পোস্ট অফিসে খোঁজ নিতে পার একবার,' মাইক বলল, 'আমার চিঠি আছে কি-না। থাকলে, ওটায় সির্যাক্যুজ ডাকঘরের ছাপ থাকবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' সুসানা বলল। 'তোমার ওয়াগন ট্রেনের বন্ধুদের চিঠি।'

'আমার চিঠি ওদের অ্যাদ্দিনে পেয়ে যাবার কথা,' মাইক আঁচ-অনুমান করল।

'আমরা দেখছি জবাব এল কি-না। চল, রোয়েনা।'

কোর্টহাউস জেল থেকে পোস্ট অফিসে গেল মেয়ে দুটো। ডেলিভারি কাউন্টারে মাইক ব্যারির চিঠির খোঁজ করল রোয়েনা। সুসানা এগোল *এম এল* বক্স থেকে র‍্যাঞ্চের মেইল নেয়ার জন্য।

সুসানার বাঁয়ে আরেকজন মহিলা একটা বক্স খুলে মেইল বার করছিল। তার মুখ ওড়নায় ঢাকা, পরনে দামি পোশাক। পারফ্যুমের গন্ধ পেল সুসানা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল। সানডাউন ক্লাব বক্স থেকে চিঠি বার করতে পারে এমন মেয়ের সংখ্যা ডস রিওসে দুটি নেই। এ নিশ্চয় লোনা লামদ।

চুল সোনালি হলেও, সুসানা ভাবল, ওর মুখখানা দুখী দুখী। উচ্ছৃঙ্খল চেহারা না, যেমনটি সে কল্পনা করেছিল। নেকাবের বাইরে থেকে এর বেশি কিছু দেখতে পেল না সুসানা। বক্সের তালা টিপে লোনা লামদ বেরিয়ে গেল।

'আমাদের বন্ধুর জন্য কিছু নেই,' হতাশ কণ্ঠে রিপোর্ট করল রোয়েনা। ওর চোখ সুসানার দৃষ্টি অনুসরণ করল। 'সানডাউনের নর্তকী না?'

বাইরে এল ওরা, দেখল একটা টাঙার দরজা খুলে তার ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢোকার আগমুহূর্তে নিচু অথচ কাঁপা কাঁপা গলায় রোয়েনার উদ্দেশে কথা বলল লোনা লামদ। 'তুমিই তো উকিলের মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি লোনা লামদ। তোমার বাবাকে বলবে তাঁকে আমার দরকার। আমি তাঁর অফিসে যেতে পারি। অথবা তিনি আমাকে খুঁজে নিতে পারেন।'

রোদ এখানে সুসানাকে সুযোগ করে দিল নেকাবের ভেতরটা দেখতে। ও জানল মুখখানা কেন বিষণ্ন লাগছিল। লোনা লামদ কেঁদেছে সম্ভবত মারধোরও করা হয়েছে। ওর চোখের কোণে কালসিটে।

'বলব,' কথা দিল রোয়েনা।

টাঙায় উঠে বসল নর্তকী। ড্রাইভার চাবুক কষাল ঘোড়ার পিঠে। সুসানা এতক্ষণে লক্ষ করল পথচারীরা সকৌতূহলে দেখছে ওদের। কৌতূহল অহেতুক না। সুসানারা যে সমাজের মেয়ে সেখানে লোনা লামদের মত মহিলাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

'ভাবছি বাবার সাথে ও দেখা করতে চায় কেন?' রোয়েনা বলল আনমনে।

'হয়ত মামলা ঠুকবে,' সুসানা আন্দাজ করল, 'যে ওর চোখ কালো করে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে।'

রস্কো ড্রাম অফিসেই ছিল। পোস্ট অফিসের ঘটনা মেয়ের কাছে শুনল সে। তারপর অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'আমি এখন ব্যারির মামলা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। ফালতু আলাপের···দাঁড়া! মনে হয় কথা বলা যাবে!' ছোট ছোট হল আইনজীবীর চোখ। এক মুহূর্ত ভাবল সে। জানলায় গিয়ে রাস্তার একজনকে ডেকে বলল, 'এই যে, স্যাম, বাড গ্রেডনকে একটু দোকান থেকে ডেকে দাও না ভাই।'

মেয়ের দিকে ফিরল ড্রাম। 'বাড মারফত ওকে খবর পাঠাব আমি। ব্যাপারটা জরুরি হতে পারে।'

'কী রকম?'

'বোধহয় ও জানে কিছু, বিবেকের কাছে হালকা হতে চাইছে সেটা বলে দিয়ে।'

'ম্যাকলিন্সদের ব্যাপারে?' সুসানা প্রশ্ন করল।

'সম্ভবত। ওরা মাঝেসাঝে আসত সানডাউনে। স্পেন্স নামটা যদি ওর পরিচিত হয়ে থাকে, মামলায় আমরা সুবিধা পাব। সরকার তো স্পেন্সের অস্তিত্বই স্বীকার করছে না।'

একেক দফায় দুটো সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে এল বাড গ্রেডন। 'হাই হানি!' রোয়েনার গাল টিপে দিল ও। 'হ্যালো, সুসানা। কী ব্যাপার, মিস্টার ড্রাম?'

ব্যাখ্যা করল আইনজীবী। 'তো ওকে গিয়ে বল যখন খুশি দেখা করতে পারে আমার সঙ্গে। যদি এখুনি আসতে চায়, বাড, নিয়ে আসবে সাথে করে।'

বাডকে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিল মেয়ে দুটো। ঘোড়ায় চেপে ওর স্টেশন অভিমুখে যাওয়া দেখল। তারপর বাড যখন ফিরে এল, আবার ল-অফিসে হাজির হল ওরা খবর জানতে।'

'কাল সকাল দশটায় আসবে,' বাড বলল।

ড্রাম জিজ্ঞেস করল, 'চোখে কে ঘুসি মেরেছে জানতে চাওনি?'

বাড হাসল। 'জিজ্ঞেস করেছিলাম। নেকাব না থাকায় খুবই বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে ক্ষতটা। তা ও বলল রাতে অন্ধকারে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে দরজায় নাকি বাড়ি খেয়েছে।'

'চার্লি ডাউন্স কিছু বলল?'

'না।'

কাঁধ ঝাঁকাল আইনজীবী। 'বেশ। তাহলে আমাদের কাল সকাল দশটা অবধি অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।'

কিন্তু পরদিন সকাল দশটায় লোনা লামদ এল না। অ্যাটর্নি ড্রাম অস্বস্তির মধ্যে একটা ঘণ্টা অপেক্ষা করল তার জন্য। নিশ্চয় প্রেমিকের সাথে ঝগড়া হয়েছিল মেয়েটার। গতকাল সে প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবেছিল, কিন্তু রাতে ওদের আপস হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

তবু আরও কয়েকটা আশঙ্কা বিচলিত করে তুলল ড্রামকে। একসময় ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল তার। গ্রেডন স্টোরে গিয়ে বাডকে ডেকে নিল সে, টাঙায় চেপে সানডাউন ক্লাবে গেল।

ধোপদুরস্ত পোশাকে চার্লি ডাউন্স খবরদারি করছিল বারে। 'লোনা কোথায়?' বাড জিজ্ঞেস করল।

'মন্টরোসে গেছে কাল রাতে। আট নম্বর ধরে, আমি তখন স্যালুন বন্ধ করছিলাম।' আট নম্বর পুবে যাবার ন্যারো গেজ লাইন, ডস রিওস ছুঁয়েছিল রাত দুটো বাইশে।

'কেন গেছে বলেছে কিছু?'

'বলেছে। মন্টরোসে এক বন্ধুর কাছে থাকবে, চোখের দাগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত। লোনা হুঁশিয়ার মেয়ে, খারাপ চেহারা দেখিয়ে খদ্দের নষ্ট করতে চায় না।'

'কে পৌঁছে দিল ওকে স্টেশনে?'

'কেউ না। স্টেশন লাইনের ওপারে। হালকা একটা ব্যাগ নিয়ে একাই

গেছে।'

'মন্টরোসে ওর বন্ধুর নাম কী?'

'বলেনি।'

এবার স্টেশনে গেল ড্রাম আর বাড। এখন ডিউটিতে দিনের ক্লার্ক। তবে সে রাতের অপারেটরকে ডেকে দিল। হাই তুলতে তুলতে হাজির হল লোকটা।

বাড জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে তুমি লোনা লামদকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ। দুটোয় এসে মন্টরোসের টিকিট কিনেছিল একটা।'

'রিটার্ন টিকিট?' প্রশ্ন ড্রামের।

'না।' ওঅন ওয়ে। দাঁড়াও। তুমিই উকিল ড্রাম না? আজ নয়ত কাল লোনার চিঠি পাবে তুমি।'

বিস্ময়ে অ্যাটর্নির চোখের পাপড়ি পড়ল। 'তোমার এমন মনে হবার কারণ?'

'ট্রেন আসার আগে কলম কাগজ আর খাম চেয়ে নিয়েছিল লোনা। এই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে চিঠি লিখেছে। পরে স্ট্যাম্প লাগাবার সময় খামের ওপর তোমার নাম লেখা দেখলাম। আমি পোস্ট করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু লোনা বলল ও নিজেই করবে—মন্টরোসে গিয়ে।'

মন্টরোস উজানে পরের কাউন্টি সদর। চিন্তিত মনে মেইন স্ট্রিটে ফিরে এল ওরা। বাডের ধারণা চিঠিটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা না করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কিন্তু ড্রাম সন্দেহ প্রকাশ করল। 'আমার মনে হয় লোনা পালিয়েছে, ভয়ে। ওর যা-ই বলবার আছে, দূরে কোথাও গিয়ে চিঠিতে জানাবে।'

পরের ডাক আসবে সাত নম্বরে, পশ্চিমের ট্রেনে ভোর তিনটেয়। সকালে নাস্তার পরপরই অ্যাটর্নি আর বাড গ্রেডন পোস্ট অফিসে হাজির হল।

লোনা লামদের চিঠি নেই কোন।

'হয়ত কাল পাবে,' বাড বলল।

ব্যাংক মোড়ের দিকে এগোল ওরা। ওখানে এক লোক ডাকল ওদের। 'হাই, মিস্টার ড্রাম। মাত্র একটা জিনিস জানলাম আমরা। তুমি হয়ত আগ্রহ

বোধ করতে পার।'

লোকটা স্টেশনের সেই নাইট অপারেটর। 'লোনা লামদের ব্যাপারে?' ড্রাম জিজ্ঞেস করল জরুরি গলায়।

'হ্যাঁ। ও মনে হচ্ছে আদৌ আট নম্বর ধরেনি সে রাতে।'

চমকে উঠল ওরা। 'কিন্তু তুমি বলেছিলে ধরেছে।'

'ঠিক একথা বলিনি। আমি টিকিট কেনার কথা বলেছিলাম। ট্রেন সিটি দেবার পর ব্যাগ আর চিঠি হাতে লোনা প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে যায়। আমি ভেতরে সিগন্যাল পাল্টাতে ব্যস্ত ছিলাম। ধরেই নিয়েছি ও নিশ্চয় গাড়িতে উঠেছে।'

'কিন্তু ওঠেনি?'

অপারেটর মাথা নাড়ল। 'সেদিনের কন্ডাক্টরই ছিল কালকের ট্রেনে লোনার কথা জিজ্ঞেস করতে সে জানাল পরশু রাতে কেউ ওঠেনি গাড়িতে কেবল একটা মেলব্যাগ তুলে দেয়া হয়।'

বাড আর আইনজীবী দৃষ্টি বিনিময় করল। 'শেষ মুহূর্তে মত বদলেছিল নিশ্চয়,' বাড উপসংহার টানল। 'সানডাউনেই হয়ত ফিরে গেছে।'

টাঙায় চেপে সানডাউনে গেল ওরা, চার্লি ডাউন্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করল 'না,' বলল চার্লি, 'ফিরে আসেনি লোনা।'

বাড, অ্যাটর্নি ঠিক তার পেছনে, তড়িঘড়ি স্টেশনে এল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল ওরা। 'আমরা জানি পরশু রাতে লোনা এখানে এসেছিল। অন্ধকারে একা। ট্রেন সিটি বাজিয়ে স্টেশনে ঢুকছিল। এরপর কী ঘটে থাকতে পারে, বাড?'

দক্ষিণপশ্চিম দিককার নদীপাড়ে দাঁড়ান কটনউড গাছগুলোর দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল বাড। আনকম্প্যাগ্রি নদী এখন গলা বরফে কাদা হয়ে আছে।

বাড ওদিকে এগোতে রস্কো ড্রাম আবার তার পিছু নিল। কটনউড বনের ভেতর দিয়ে নদী তীরে এল ওরা। ভেজা বালুর ওপর জুতোর ছাপ রয়েছে ছাপগুলো বেশ গভীর, ঘাড়ে ভারী বোঝা থাকলে একজন লোকের পা যতটা দেবে যেতে পারে সেরকম

'রাইডিং বুট না,' বাড বলল শহুরে লোকরা যে ধরনের চওড়া গোড়ালির

জুতো পরে তেমন। পশ্চিমের এই গরু ব্যবসার দেশে এমনকি শহরের লোকদের অধিকাংশই রাইডিং বুট পরে।

পানির কিনারে গিয়ে শেষ হয়েছে ছাপ। তারপর আগের পথ ধরেই শক্ত জমিতে ফিরে এসেছে

নদীতে পঙ্কিল স্রোত। 'সামনের বাঁকে দেখা যাক,' বাড বলল আপনমনে। ওর চোয়াল শক্ত, মুখ থমথমে। ষাট গজ ভাটিতে আরেকটা বাঁকে পৌঁছল ওরা। স্রোত এখানে পাড়ে বাড়ি খেয়ে ঘূর্ণি তুলছে।

আর কদিন পর পরিষ্কার পানিতে তলদেশের নুড়ি পর্যন্ত চোখে পড়বে। তবে এখন শুধু গাঁজলা আর কাদা দেখা যাচ্ছে। পাড়ের অদূরে পানির ওপরে সামান্য মাথা জাগিয়ে আছে পাথরমত একটা কিছু। বাড দেখার জন্য হাঁটুপানিতে নেমে গেল।

জিনিসটা পাড়ে টেনে আনল ও। ভারী একটা স্যুটকেস।

'স্যুটকেসটা খোল বাড।'

'লোনারই,' ডালা খুলেই বলল বাড। স্যুটকেসের ভেতর রাখা মেয়েলি জামাকাপড় আর প্রসাধন সামগ্রীর তালগোল অবস্থা। পার্স আর মন্টরোসের ওঅন ওয়ে টিকিটও খুঁজে পেল বাড।

'চিঠি?'

'নেই। মিস্টার ড্রাম।'

বাড আবার নামল নদীতে, এবার কোমর পানিতে। ঘূর্ণির মাঝ বরাবর একটা কিছুর সঙ্গে আটকে গেল ওর বুট। ঝুঁকে জিনিসটা আঁকড়ে ধরল ও, টেনে তীরে তুলল।

লোনা লামদের লাশ। চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। হাতে দস্তানা রয়েছে এখনও। গোড়ালি ঝুল স্কার্টের ওপর দিয়ে পা দুটো বাঁধা।

ওর গলায় দাগ দেখতে পেল ড্রাম। 'গলাটিপে মেরেছে।' ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলল আইনজীবী।

ব্যাপারটা পরিষ্কার। আট নম্বর পৌঁছবার ঠিক আগ মুহূর্তে কেউ একজন অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম থেকে ইলোপ করেছিল লোনা লামদকে।

'ওর চিঠি তুমি আর পাচ্ছ না, মিস্টার ড্রাম।'

দশ

আদালতে তিলধারণের স্থান নেই। সরকার বনাম মাইকেল ব্যারি মামলার আজ শুরু। কৌতূহলী প্রতিহিংসাপরায়ণ—সব ধরনের মানুষ এসেছে। ভিড়ের মধ্যে সুসানা মার্শকে খুঁজল মাইকের চোখ। না পেয়ে খানিকটা হতাশ হল। ঠাসাঠাসি করে অন্য সবাই আছে, রাস্তাপাড়ের দরোজা জানলাগুলো হিংস্র কণ্ঠস্বরে ভরপুর। 'আর বেশি দেরি নেই, জেক।' 'ঠিক।' 'ওর ফাঁসি অবশ্য ওলি গর্ডনকে ফিরিয়ে আনবে না। তবে ব্যাংক ডাকাতদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক সাজা হবে এটা। ভবিষ্যতে ডস রিওস থেকে ওরা দূরে থাকবে।'

জনতার আদালতে মাইকের মৃত্যু দণ্ডাদেশ আগেই হয়ে গেছে। আদালত এখন সেটার আনুষ্ঠানিক রূপ দেবে মাত্র।

পেছনের সারিতে বাড আর রোয়েনাকে দেখল মাইক। ওদের ছাড়া, কামরায় একমাত্র তার উকিলের চেহারাতেই সহানুভূতি লক্ষ করল মাইক। মার্ক লংডেন এখনও ডেনভারে। ওলি গর্ডনের বিধবা স্ত্রী আজ আদালতে আছে। শোকের বসন তার উপস্থিতিকে আরও ফরিয়াদি করে তুলেছে।

সাক্ষী তিনজন—ডেল শ্যানিং আলবার্তো আর পপ্ বিড্‌ল্—হাজির। রিমলেস চশমার পেছনে শ্যানিংয়ের চোখ মাইক ব্যারির ওপর স্থির। দৃষ্টিতে আক্রোশ নেই কোন, শুধুই সংকল্প। *ও হলফ করে বলবে আমিই সেই লোক,* মাইক ভাবল অসহায়। *কিন্তু কেন? আমি কী ক্ষতি করেছি ওর?*

জাজ ক্রাবট্রির চকচকে টাকে আলো ঠিকরে পড়ছে। পেশকারকে আদালতের কাজ শুরু করতে বলার সময় তার পাতলা ঠোঁট দুটো একরকম নড়লই না।

ডাক পড়ামাত্র শুনানি দশদিনের জন্য মুলতবি রাখার আবেদন জানাল ড্রাম।

বেঞ্চ থেকে কর্কশ কণ্ঠের আপত্তি ভেসে এল। 'তোমার আবেদন আগেও একবার নাকচ করা হয়েছে, মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেলর। এবার কোন্ যুক্তিতে?'

'যুক্তি আছে, ইয়োর অনার। লোনা লামদ হত্যারহস্যের কিনারা হয়নি এখনও। আমার বিশ্বাস ওই হত্যাকাণ্ডের সাথে বর্তমান মামলার সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক খুঁজে বার করার জন্য আমি সময় চাই।'

'তোমার এ রকম সন্দেহ করবার কারণ?'

'কারণ এটাই যে আমি বিবাদি পক্ষের উকিল; আর লোনা লামদের শেষ কাজ ছিল আমাকে একটা চিঠি লেখা।'

'তোমার মক্কেল একটা না। ওই মহিলার চিঠির সাথে বিশেষ এক মক্কেলকে যুক্ত করার কারণ থাকতে পারে না। আবেদন নাকচ করা হল।'

জুরি ঠিক করতে যখন ব্যস্ত আদালত, লামদের কথা ভাবল মাইক। বহু পুরুষ মহিলার কৃপাপ্রার্থী ছিল। প্রচলিত ধারণা, এ রকম দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয় ওকে নিয়ে। বঞ্চিত পুরুষ রাগের মাথায় মারধোর করে লামদকে। তারপর মহিলা তার পছন্দের জনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মন্টরোসে যাবার পরিকল্পনা আটে, কিন্তু সে ট্রেনে উঠবার আগেই অপর লোকটা তাকে বাধা দিয়েছে।

ড্রাম, লক্ষ করল মাইক, জুরি গঠনের ক্ষেত্রে বেছে বেছে বেঁটে লোকদের ব্যাপারে আপত্তি তুলছে। রাস্তায় একটা প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনা অ্যাটর্নির মামলায় তার হারজিত নির্ভর করছে শর্ট স্টির‍্যাপ থিওরির ওপর।

মধ্যাহ্ন বিরতির ঠিক আগে সুসানা মার্শ এল। মাইকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসল সে। মেয়েটা মাত্র আসছে র‍্যাঞ্চ থেকে, ওর চুল হাওয়ায় উদ্দাম। ঘোড়ায় চড়ার সময়ে যা করে, তার পরনে রাইডিং ডেনিম।

বিরতির ফাঁকে মাইকের কাছাকাছি হল সুসানা। 'দুঃখিত দেরি হয়ে গেল। কর্মচারিদের বেতন দেয়ার জন্য র‍্যাঞ্চে যেতে হয়েছিল।

'ঠিক কাজটাই করেছ,' মাইক বলল।

বিকেলের পর্বে প্রসিকিউটার নোলান সরকার পক্ষের বক্তব্য পেশ করল। আস্থার সঙ্গে বিষয়টা ব্যাখ্যা করল সে। পপ্ বিড্লের রাইফেলটা হাজির করল আলামত

হিসেবে, তারপর বিড্‌লকে কাঠগড়ায় তুলল ওটা শনাক্ত করার জন্য।

'মুন আর হাচের সঙ্গে বেরোবার সময় ব্যারি কি বে ঘোড়ায় চড়ে ছিল, যার স্যাড্‌ল স্ক্যাবার্ডে তোমার রাইফেলটা ছিল?'

'জ্বি,' জবাব দিল বাবুর্চি।

'দিন কতক পর তোমাকে শহরে এনে একটা মরা বে ঘোড়া আর রাইফেল দেখান হয়। সেটা কি আগের সেই ঘোড়া আর রাইফেলই?'

'হ্যাঁ।'

'ইয়োর উইটনেস, মিস্টার ড্রাম।'

ড্রাম প্রথমে জুড়ি বেঞ্চের উদ্দেশে কথা বলল। 'আমরা স্বীকার করছি ঘোড়া আর রাইফেল বিবাদিরই ছিল।' সাক্ষীর দিকে ঘুরল সে। 'বিবাদি যখন *এম এল* র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যায়, তাকে কি তার স্যাড্‌লে মানানসই মনে হয়েছিল তোমার?'

বাবুর্চি মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ, আর দশজন পাঞ্চারের মতই লাগছিল দেখতে, যেন কাজে যাচ্ছে।'

'স্যাড্‌লে বিবাদির বসার ভঙ্গিটা বিদঘুটে লাগেনি, মানে শর্ট স্টির‍্যাপ হলে যেমন মনে হবে আরকি?'

'না, আমার তা মনে হয়নি।'

'ব্যস, এটুকুই।'

বাড গ্রেডনকে স্ট্যান্ডে ডাকল নোলান। দোকানের পেছনের গলিতে যা যা ঘটেছিল বাডকে দিয়ে সেগুলো বর্ণনা করাল। তারপর দুদিন বাদে মেসা কেবিনে মাইক ব্যারিকে গ্রেফতার করার কাহিনী বলাল।

'সে কি আহত ছিল?'

বাড মাথা ঝাঁকাল। 'কাঁধে বুলেটের ক্ষতে।'

'কোন্ দিক থেকে লেগেছিল গুলি।'

'পেছন থেকে।'

'এর দুদিন আগে ডাকাতদের লক্ষ্য করে তুমি চারটে গুলি ছুড়েছিলে পেছন থেকে?'

'ঠিক।'

হাসল নোলান, যাত্রার ঢঙে হাত নেড়ে ইশারা করল ড্রামকে।

স্রেফ দুটো প্রশ্ন করল ড্রাম। 'যেহেতু ওদের পিঠে গুলি করছিলে তুমি, নিশ্চয় তিন ঘোড়সওয়ারের চেহারা দেখতে পাওনি?'

'না পাইনি।'

'তারমানে বিবাদিকে তুমি ওদের একজন বলে শনাক্ত করতে পার না?'

'ঠিক। পারি না।'

'ধন্যবাদ।'

ডেল শ্যানিংকে শপথবাক্য পাঠ করাবার সময়ে মৃদু একটা গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে গেল কামরায়। 'ব্যাংক ডাকাতির সময়ে তুমি কোথায় ছিলে, মিস্টার শ্যানিং?'

'আমার ফোর্থ স্ট্রিটের বাড়ির সামনের বারান্দায়, আলবার্তোর সাথে।'

'সেখান থেকে কী দেখেছিলে?'

'তিনটে স্যাড্‌ল্‌ হর্সসহ একজন লোককে দেখেছিলাম। ব্যাংকের পেছনের গলিতে, থার্ড স্ট্রিটের মাথায়।'

'তারপর কী ঘটল?' জেরা করল নোলান।

'বাকি দুজন বেরিয়ে এল। গলির ভেতর দিয়ে সরাসরি আমার দিকে ঘোড়া ছোটাল ওরা। এরপর বাড বেরিয়ে আসল ওর দোকান থেকে, গুলি ছুড়তে শুরু করল। চারবার গুলি করে সে। দুজন মানুষ আর একটা ঘোড়া মারা পড়ে। অপর লোকটা একটা ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।'

'ওর চেহারা তুমি দেখেছিলে ভাল করে?'

'দেখেছিলাম।'

'এখন সে আছে এখানে?'

'আছে। ওই তো।' মাইক ব্যারিকে লক্ষ্য করে আঙুল তুলল শ্যানিং।

'ইয়োর উইটনেস, মিস্টার ড্রাম।'

ড্রাম গম্ভীর মুখে দাঁড়াল ডেল শ্যানিংয়ের সামনে, লোকটার জুতোর দিকে তাকাল। কামরার অন্য সকলে যেমন পরেছে, ওরটা তেমন রাইডিং বুট নয়। শ্যানিংয়ের জুতোর গোড়ালি চওড়া, ডগা চৌকো। ঝাড়া আধ মিনিট ওদিকে

চেয়ে থাকল রস্কো ড্রাম। মাইক সাক্ষীর হাবভাবে অস্বস্তি টের পেল। ঘনঘন পায়ের ভর বদল করছে লোকটা। ঘরসুদ্ধ লোক দেখছে অ্যাটর্নি ঠায় জরিপ করছে জুতোগুলো।

বিচারক, তারপর জুরিদের দেখল মাইক। ওদের কারো কি নদীপাড়ের জুতোর ছাপগুলোর কথা মনে পড়বে? আদালত আগেই জানিয়েছে বর্তমান মামলার সাথে লোনা লামদ হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। তাই ড্রাম উল্লেখ করতে পারল না ওগুলোর কথা। সে কেবল যত দীর্ঘ সময় পারে চেয়ে থাকল জুতোর দিকে, তারপর বল্ল, 'নো কোয়েশ্চেনস, কমিশনার।'

আলবার্তোকে তলব করা হল। তোতা পাখির মত করে জবাব আউড়াল সে। 'হ্যাঁ, সিনর, এই সেই লোক।' ভ্যাকুয়েরোর কালো চোখ দুটো স্থির মাইক ব্যারির ওপর। 'গুলি লাগার পর ও-ই অন্য একটা ঘোড়া ধরে পালিয়ে যায়।'

ড্রাম জেরা করল না। নোলান ঘাঘু প্রসিকিউটর, জানে নিজের বক্তব্যের পক্ষে অকাট্য সব যুক্তি সে হাজির করেছে। রাইফেল। মরা বে ঘোড়া। এবং দুজন আই উইটনেস। তাই ওখানেই সে রাশ টানল।

ড্রাম বিবাদির সমর্থনে সাক্ষ্য হিসেবে একটা স্যাড্‌ল্ পেশ করল। জুরি বক্সের রেইলের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হল ওটা। তিনজন সাক্ষী—শেরিফ করোনার ও লিভারি মালিক—হলফ করে বলল স্যাড্‌ল্‌টা একটি মরা বে ঘোড়ার, নিরাপদ হেফাজতে ওটার বাঁধনগুলো পরিবর্তন করা হয়নি।

এরপর মাইকের সওয়াল জবাব শুরু করল ড্রাম।

'ডস রিওস কাউন্টিতে তুমি কদ্দিন হল আছ?'

'এক মাসের কিছু বেশি।'

'কেন এসেছ এখানে?'

'জমির সন্ধানে। ওয়াগন ট্রেন নিয়ে মিশিগ্যান থেকে আমার বন্ধুরা আসছে।'

'ওরা যতদিন না আসছে, সে পর্যন্ত তোমাকে চাকরি দেয়া হয়েছিল লংডেন র‍্যাঞ্চে?'

'হ্যাঁ।' সুসানার সাথে চোখাচোখি হল মাইকের, মিষ্টি হাসল মেয়েটা।

এরপর কী ঘটেছে আদালতকে বল।'

শ্যন আর হাচের সঙ্গে মাডি ক্রিকে লাইন রাইডিংয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে মেসা কেবিনে গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা শোনাল মাইক।

'তুমি বলছ মেসা কেবিনে তিনজন লোক তোমাকে গুলি করে ঘোড়া আর রাইফেল নিয়ে পালিয়ে যায়। ওরা একে অপরকে কী নামে ডাকছিল?'

'শ্যন, গাস আর স্পেন্স।'

'শ্যন আর গাস মারা গেছে। তৃতীয় জনের গড়ন কেমন ছিল?'

'দোহারা স্বাস্থ্য, মাঝারি উচ্চতা। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হবে, বড়জোর।'

'তোমার হাইট কত, মাইক ব্যারি?'

'ছফুট।'

জুরিদের উদ্দেশে ফিরল রস্কো ড্রাম। আন্তরিক সুরে বলল, 'বিবাদিকে আর জেরা করার আগে, আমাদের অনুরোধ, আদালত যেন বাইরে আসে। আমরা বিবাদিকে একবার চড়াতে চাই এই স্যাড্‌লে যেটা থেকে তাকে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছিল বলে সরকার পক্ষের উকিল দাবি করছেন।'

অ্যাটর্নির প্রস্তাবে বিস্মিত হল না কেউ। দুসপ্তাহ হল সুসানা মার্শ আর রোয়েনা ড্রাম শর্ট স্টির‍্যাপের কথা বলে আসছে। সরকার পক্ষ থেকে আপত্তি উঠল না। এক্ষেত্রে আপত্তি জুরিদের কাছে দুর্বলতার স্বীকৃতি বলে মনে হবে।

জাজ ক্রাবট্রি পাণ্ডুর পাতলা ঠোঁট জোড়া ভিজিয়ে নিল একবার, তারপর মাথা দোলাল। 'যেহেতু আপত্তি নেই কারো, অনুরোধ রক্ষা করা হল। বেলিফ, আসামিকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে পাহারায় রাখ। পেশকার, স্যাড্‌ল্‌টা নিয়ে যাও ওখানে। আদালত এবার বাইরে বসবে।'

বেলিফ আর একজন ডেপুটির পাহারায় মেইন স্ট্রিটের ফুটপাতে নিয়ে আসা হল মাইককে। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। হিচ রেইলগুলোয় সারি সারি বাগি আর স্যাডল হর্স। কমপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া চোখ লক্ষ করছে মাইককে। জনতার মাঝে গুঞ্জন শুনতে পেল ও। 'ব্যাটা শেষ।' 'আমি ওখানে ছিলাম, ডেভ। নিজে চোখে দেখেছি সাক্ষী দুজন ওকে শনাক্ত করছে।'

জুরিসহ অন্যরা আদালত কক্ষের বাইরে এল। মিনিট কয়েকের জন্য যেন

পাগলাগারদে পরিণত হল জায়গাটা। সুসানার উৎকণ্ঠিত মুখখানা মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল মাইক। পরক্ষণে জনতা আড়াল তুলল ওর দৃষ্টিপথে। এক মিনিট পর আবার ওকে দেখল সে। রাস্তা পার হচ্ছে, আঁটসাঁট ডেনিম রাইডিং ড্রেসে সুসানাকে ব্যাটাছেলের মত লাগছে। শ্যানিং স্টোরের সামনে হিচর‍্যাকে বাঁধা আছে ওর ঘোড়া। ভিড়ের ভেতরটা দেখবার জন্য সুসানা ওটার স্যাড্‌লে উঠল।

মাইক যেখানে, রাস্তার সেই পাশে ফুটপাতের দুই সারিতে দাঁড়াল জুরি সদস্যরা। হেলেদুলে আবির্ভূত হল জাজ ক্রাবট্রি। তার ছোট্ট চকচকে মাথাটা দুলছে অল্প অল্প, যেন ন্যাড়া একটা প্যাঁচা ঘাড় ফেরাচ্ছে এদিক-ওদিক। কর্তৃত্বপূর্ণ ঠমক দেয়ার জন্য একটা ওয়াগনের সিটের ওপর তুলে দেয়া হল তাকে। সেখান থেকে জাজ সবাইকে শান্ত হতে নির্দেশ দিল।

হট্টগোল থেমে যাবার পর সে বলল, 'তুমি এবার শুরু করতে পার, মিস্টার ড্রাম।'

কাছের হিচরেইলের দিকে পা বাড়াল ড্রাম, একটা স্যাড্‌ল্ হর্স বেছে নিল। 'এক মিনিটের জন্য ধার নিতে পারি এটা?'

ঘোড়ার মালিক কান জুড়ে হাসল। 'স্বচ্ছন্দে।'

'আদালতের অনুমতি নিয়ে,' ড্রাম বলল, 'বেলিফ এখন এটার স্যাড্‌লের জায়গায় বিবাদির স্যাড্‌ল্‌টা রাখবে।'

আস্তে করে ঘাড় কাত করল বিচারক। বেলিফ নির্দেশ পালন করল। ঘোড়ার পিঠে এখন পেশকারের ট্যাগ লাগান স্যাড্‌ল্। জুরিদের সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মাত্র ওটা আনা হয়েছে আদালত কক্ষ থেকে। একজন ডেপুটি শক্তহাতে লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার মাথার কাছে।

'বিবাদি এবার স্যাড্‌লে চড়বে।' ড্রামের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হল।

মাইক ব্যারিও সমান আত্মবিশ্বাসী, দাঁড়াল রাস্তায় এসে, বাম বুটের ডগা রেকাবে আটকে নিয়ে উঠে বসল স্যাড্‌লে।

নিমেষে উবে গেল আত্মবিশ্বাস। হতাশা সেই স্থান দখল করল। মুহূর্তে মাইক উপলব্ধি করল তার সঙ্গে চালাকি করা হয়েছে। ফুটপাতে অ্যাটর্নির দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল সে।

রেকাবটা ছোট না! ঝুল একদম ঠিক আছে!

জনতার সামনের কাতারে শ্যানিংকে আবিষ্কার করল মাইক। ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে তার মুখে। শ্যানিং নয়ত তার ভাড়াটে কেউ গোপনে লম্বা করে দিয়েছে ঝুল—দীর্ঘদেহী একজন রাইডারের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা। তেমন কঠিন কোন কাজ নয় এটা, জায়গামত প্রভাব খাটালেই হল।

শ্যানিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ফল হবে না। প্রমাণের অভাবেই কেঁচে যাবে। রেকাবের ঝুল নিরাপদ হেফাজতে বদলান হয়নি, খানিক আগে ড্রাম নিজেই আদালতে এটা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মাইক একলহমায় এতকিছু জানল। সামনের কাতারের লোকেরাই কেবল দেখতে পাচ্ছে রেকাবে তার পা সোজা। পেছনের লোকদের ঘাড় উঁচু করে সামনে তাকাতে হচ্ছে। যারা দেখল ব্যাপারটা তাদের মাঝে স্পষ্ট বিস্ময় ফুটল। বিবাদি উকিলের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে ওরা আশা করেছিল এমন রাইডারকে দেখতে পাবে, রেকাবের ঝুল কম হওয়ায় স্যাড্‌লে যার হাঁটু বেঁকে আছে।

এমনকি ঘোড়ার মাথার কাছে দাঁড়ান ডেপুটি পর্যন্ত থ। বারজন জুরি অবিশ্বাস ভরে চোখের পাপড়ি ফেলছে।

ঘটনাটায় মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল জনতা। আর মাইক বুঝল এরপর আর তার ফাঁসির হুকুম হতে দেরি লাগবে না।

এটাই তার শেষ সুযোগ এবং তা ও গ্রহণ করল। দক্ষ ঘোড়সওয়ার সে; ওরাও তাকে ঘোড়ার পিঠেই তুলেছে। মরিয়াভাবে ঘোড়ার পাঁজরে গোড়ালি দাবাল মাইক। জানোয়ারটার ঘাড়ের ওপর পড়ে ছিল লাগাম। বাম হাতে ওটা তুলে নিল ও, ডান হাত দিয়ে ঘোড়ার নিতম্বে চাপড় কষাল।

লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়া। ডেপুটি চমকে উঠে সভয়ে সরে গেল। মাইক ফের বুট দাবাল। জনতার মাঝখান দিয়ে সজোরে ছুটল ঘোড়া হাঁকিয়ে।

ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্ত কয়েকের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল বেলিফ আর ডেপুটিরা। তারপর পেছনে শেরিফ ফ্যানশ্যর হুঙ্কার শুনতে পেল মাইক। 'থামাও ওকে! গুলি কর! আমার ঘোড়াটা কোথায়?'

প্রথম গুলিটা যখন হল মাইক সেকেন্ড স্ট্রিট ধরে ছুটছে। পমেলের ওপর

উপুড় হয়ে থাকল সে, অনবরত বুট দাবাচ্ছে। এরপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল মাইক। পিছু নিয়েছে ওরা। তাকে নির্ঘাত ধরে ফেলবে। সে নিরস্ত্র, পালানর চেষ্টা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

পরের মোড়ে উত্তরে বাঁক নিয়ে মিকার স্ট্রিটে ঢুকল মাইক। তাকে এখন প্রতিটা বাঁক ব্যবহার করতে হবে। এভাবে ধাওয়াকারীদের চোখের আড়ালে থাকা যাবে। একজন ধাওয়াকারী সবাইকে পেছনে ফেলে ওর কাছাকাছি চলে আসল। লোকটা গুলি করছে না কেন? ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে সে তবু গুলি করছে না। কেন?

মিকার স্ট্রিটের শেষ প্রান্তে পৌঁছে প্যাওনিয়া রোডে পড়ল মাইক, পুবে মোড় নিয়ে উজানে এগোতে লাগল। বামে কাঁটাতারের বেড়া নদী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ওকে। এই ঘোড়া কতটা তেজি? ছোটার গতি বাড়াল মাইক। তবু সবচেয়ে কাছের ধাওয়াকারী ব্যবধান কমিয়ে আনতে লাগল।

পেছনে রাইফেলের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাইকের আশেপাশে বাতাসে শিস কাটছে বুলেট। তবে বহুদূর থেকে আসছে ওগুলো। ওর ঠিক পেছনের রাইডার মোটেই গুলি করছে না।

বিস্মিত মাইক, এবার একটা মেয়ের গলা শুনতে পেল। 'আমি, মাইক! তুমি ছুটতে থাক।'

চলার ওপর পেছন ফিরল মাইক, দেখল সুসানা মার্শ ঝোড়ো গতিতে ওর পাশাপাশি হচ্ছে।

'বেড়ার শেষ মাথায়, মাইক, আমরা নদীর দিক যাব। ওখানে টাং ক্রিকের মুখে পার হবার একটা জায়গা আছে।'

আধমাইল পেছনে আকাশে ধুলোর মেঘ। পসি বাহিনী ধেয়ে আসছে। আরও কিছু বুলেটবৃষ্টি হল। মাইক বলল, 'মৃত্যু আমার কপালে লেখা; তোমার না সুসানা। গুলি লাগার আগেই তুমি ফিরে যাও।'

সুসানা নাছোড়। ওর বুট স্পার লাগান। মাইকের শুধু এক পাটিতে। ওর দিকে একটা চাবুক ছুড়ে দিল মেয়েটা। 'এটা ব্যবহার কর, মাইক।'

সুসানার একগুঁয়েমিতে বিরক্ত হল মাইক। 'শুনতে পাওনি কী বললাম?

গুলি লাগার আগেই ফিরে যাও।'

'ওরা গুলি করছে না,' সুসানা বলল। 'শোন ভাল করে।'

মাইক আবার পেছনে তাকাল। পসি এখনও আধমাইল তফাতে। বারুদের ধোঁয়া উড়ছে না কোন। ধাওয়া করছে ওরা, তবে গুলি করছে না।

'আমি যতক্ষণ তোমার সাথে আছি,' সুসানা বলল, 'ওরা গুলি করবে না।'

আচ্ছা, ব্যাপার তাহলে এ-ই। মাইকের ঢাল হিসেবে কাজ করছে সুসানা। মার্ক লংডেনের ভাগ্নীকে গুলি করার দুঃসাহস হবে না কারো।

মেইন স্ট্রিটে মাইক পালাবার মুহূর্তে সুসানা ঘোড়ার পিঠে ছিল। তাই সে অন্যদের আগে ওর নাগাল পেয়েছে।

সুসানা এখন এগিয়ে গেছে কয়েক কদম। ওর দেখাদেখি মাইক ছোটার গতি বাড়াল। সূর্য ডুবে গেছে অল্প আগে। বড়জোর আর দুঘণ্টা, তারপর আঁধার নামবে। গ্র্যান্ড মেসার শীতল হাওয়া মাইকের গালে ঝাপটা মারছে।

হাওয়ায় উড়ছে সুসানার চুলও। মাইকের মনে হয় ওগুলো বিজয়কেতন। দূরে পসি বাহিনীর হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে।

রাস্তাপাড়ের বেড়া শেষ হয়ে গেল। 'আমার পেছন পেছন, মাইক।' বামে ঘুরল সুসানা, গানিসন নদীপাড়ের কটনউড বন অভিমুখে এগোল।

এগার

মিনিট কয়েকের মধ্যে সেই জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা। পানিতে দাঁড়ান বিশাল গাছগুলো পাতায় ছাওয়া। ধাওয়াকারীদের চোখের আড়াল হল দুজনা। 'জোরে ছোট,' সুসানা তাড়া লাগাল। ওর ঘোড়া হাঁপাচ্ছে, মাইকেরটাও। তবু জোরকদমে ছুটে চলল ওরা। সুসানা নদীর উজানে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। 'এটা

ওদের দেরি করিয়ে দেবে, মাইক।'

সুসানার কথা মাইক বোঝে। ওরা দৃষ্টির আড়াল হওয়ায় ধাওয়াকারীরা এখন শুধু খুরের ছাপ দেখে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। চলতির ওপর ট্র্যাক করা সহজ না। কোথাও কোথাও ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে ট্রেইল করতে হবে ওদের। ট্র্যাকিংয়ে বিপক্ষের পাঁচ মিনিট নষ্ট করান মানে পলাতকের আরও মাইল খানেক এগিয়ে থাকা।

ঝড়ে ওপড়ান একটা গাছ পড়ে ছিল পথের ওপর। ঘোড়াসমেত ওটা টপকাল সুসানা, বনের গভীরে ছুটল। মাইক, নিশ্চিত নয় তার ঘোড়া লাফাতে পারবে কি-না, ঘুরে এগোল। বামদিকে বাঁক নিল ওরা, নদীতীরে এসে আবার ডানে ঘুরল। 'এমনিতেই অনেক বিপদ ঘাড়ে করেছ,' মাইক বলল। 'তুমি এবার তোমার পথে যাও, আর আমি আমার।'

'সেটাই করব আমরা,' সুসানা জবাব দিল, 'অন্ধকার নামলেই।'

রাত নামতে আরও এক ঘণ্টা। ঠিক, মাইক ভাবল, সে অবধি ওদের নাগালের বাইরে থাকতে পারলে সেও পালাবার সুযোগ পাবে। আঁধারে ট্র্যাক দেখতে পাবে না ওরা। সকাল হতে হতে সে গ্র্যান্ড মেসার গভীর কোন বনে গা ঢাকা দিতে পারবে।

ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটছে ওরা। কাঁটা বিঁধছে শরীরের এখানে সেখানে। এক সময় কাহিল হয়ে পড়ল ঘোড়া দুটো, চলার গতি মন্থর করল। পেছনে তাকাল মাইক। দেখতে পেল না কিছু। পানির কল্‌কল্ ছাড়া কোন শব্দ শুনতে পেল না। এখন ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোচ্ছে ওরা। তবে আশার কথা, ধাওয়াকারীদের বাহনগুলোও নিশ্চয় এতক্ষণে কাহিল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া মাঝেমধ্যে থামতে বাধ্য হবে ওরা। নরম বালুতে ট্র্যাক খুঁজবে। 'আমরা বোধহয় দুমাইলটাক এগিয়ে আছি,' মাইক অনুমান করল।

'আমরা কোথায় নদী পার হয়েছি সেটা বার করতে গিয়ে ওরা আরও মাইল দুই পেছনে পড়বে।' গানিসন রিভার সুসানা মার্শের নখদর্পণে। ডস রিওস ফেরি থেকে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন পর্যন্ত এর প্রতিটা ওতখাত ওর চেনা।

'এখানে না,' মাইক অপেক্ষাকৃত অগভীর একটা জায়গা দেখাতে সুসানা

বলল। 'ওরা আশা করবে আমরা এখানে পার হয়েছি। আর ওদের সেই ভুল ভাঙতে ভাঙতে আমরা আরও অনেকটা এগিয়ে যাব।'

কিন্তু মাইল খানেক পরেই রেকাব উঁচু পানিতে ঘোড়া নামাল সুসানা। মাইক অনুসরণ করল ওকে, জুতোয় স্রোতের টান অনুভব করছে। নদী এখানে কমপক্ষে আশি মাইল চওড়া। স্রোত ঠেলে এগোতে ওরা বেগ পায়। 'জায়গাটা, মাইক, নদী পার হবার জন্য ভাল না। ওরা আশা করবে না এটা। ফলে বেশ কিছুদূর সামনে যাবার পর ফিরে আসতে বাধ্য হবে।'

সাঁঝ ঘনাতে শুরু করেছে। প্রত্যেকটা পদক্ষেপ, প্রতি পল অনুপল এ সময় মূল্যবান। কুলায় ফেরা পাখিদের কাকলি শুনতে শুনতে মাইক আর সুসানা নদীর উত্তর পারে উঠল। ওখানে একটু দাঁড়াল সুসানা। ঘোড়াগুলো এই ফাঁকে গা ঝেড়ে পানি ঝরিয়ে নিল। ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে সুসানার পা। চিবুকের কাছে এক জায়গায় ডালের আঁচড় লেগেছে। মাইক গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'এবার তুমি ফিরে যাও,' অনুরোধ করল।

সুসানা স্মিত হেসে মাথা নাড়ল। 'অন্ধকার হয়নি এখনও। এস।'

কটনউড বনের ভেতর দিয়ে ওর পেছন পেছন নদীর উজানে চলল মাইক। খানিক বাদে, উত্তর থেকে আসা একটা খাঁড়ির দেখা পেল ওরা। 'টাং ক্রিক,' বলে বরফ গলা পানিতে নেমে গেল সুসানা।

খাঁড়ির ধারে পাঁচমিশালি গাছ। তবে কটনউড আর উইলোই বেশি। গাছের আড়ালে আড়ালে সুসানা উজানের পথ ধরল। সোজা এই ক্রিক ধরে এগোলে ওরা গ্র্যান্ড মিসার দক্ষিণ ঢালের সিডার বনে পৌঁছুবে।

শব্দ করে হাসল মেয়েটা। 'ওরা ভাববে আমি তোমাকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাচ্ছি।' মাইকের ঘোড়া বেজায় ক্লান্ত, পিছিয়ে পড়েছে সামান্য। 'আংকল্‌ মার্ক যেহেতু নেই, ওরা ধরে নেবে আমি তোমাকে র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করব।'

'কিন্তু সেটা তো তুমি পারবে না,' মাইক বলল।

'সেই চেষ্টাও করব না। পপ্‌ বিড্‌ল্‌ ছাড়া র‍্যাঞ্চের সবার ধারণা তুমি দোষী।'

'আমাকে দেখলেই ওরা গুলি করবে,' মাইক বলল। 'বিশেষ করে হার্পারের চ্যালা দুটো।'

'ব্লন্ট আর মিডৌসের কথা বলছ? ওরা চলে গেছে। কাল বেতন পাবার পরপরই।'

'কোথায়?' মাইক অবাক।

'বাক ড্যাল্টের ধারণা হার্পারের লেজ ধরতে।'

আলো প্রায় শেষ। উইলো ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা হরিণ ছুটে পালাল। ওটার আওয়াজে চমকে উঠল মাইকের ঘোড়া। ক্রিকটা দুভাগ হয়ে গেল এক জায়গায়। বাঁয়ের পথ ধরল ওরা। ডানেরটা সারফেস ক্রিক। ওটার তীরে জনবসতি আছে।

আধো-অন্ধকারে জংলা একটা র‍্যাভিনের মুখে পৌঁছল ওরা। দরিটা উত্তরপুব থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। কাদায় গভীর খুরচিহ্ন এঁকে রাশ টানল সুসানা। 'তোমাকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে গেলে,' বলল সে, 'আমরা এই দরির উজানে এগোব। এটার নাম হ্যাপি হলো গাল্শ্, আমাদের র‍্যাঞ্চের কাছ দিয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমি র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি না,' মাইক বলল।

'প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমি যাচ্ছি।' রহস্যভরে হাসল মেয়েটা, মাইকের ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল হাতে। তারপর র‍্যাভিনের ওপর পানে ঘোড়া দুটো হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল। ভেজা পিছল মাটিতে পরিষ্কার ফুটে থাকল নাল পরান চারজোড়া খুরের ছাপ। পাথুরে একটা ঢিবির কাছে এসে থামল সুসানা। 'ওই পাথরটার ওপর নেমে দাঁড়াও, মাইক।'

নামল মাইক, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াল পাথরের ওপর। 'বুঝতে পারছি এবার।' সহাস্যে ও তাকাল সুসানার দিকে। 'দুটো ঘোড়াই যাবে—কিন্তু একটার স্যাড্ল্ থাকবে খালি।'

মাথা ওপরে নিচে করল সুসানা, মুখ ঈষৎ গম্ভীর। 'সারা রাত চড়াই ভাঙতে হবে তোমাকে। তবে গাছপালার মধ্যে থাকবে। প্রথমে সিডার বন পাবে, তারপর পাইন, স্প্রুস—আর সবশেষে অ্যাসপেন। ওদের ঘটে এত বুদ্ধি নেই যে এটা বুঝবে। দুটো ঘোড়ার ট্র্যাক ধরে রাতেই *এম এল* র‍্যাঞ্চহাউসে

পৌঁছবে ওরা, কাল পুরোটা দিন বাড়িঘর তোলপাড় করবে তোমার খোঁজে।'

'আর ততক্ষণে আমি মেসায় লুকিয়ে পড়ছি।'

'উঁহুঁ, মেসায় না, মাইক। ওক ক্রিকের মাথায় রিমরকের নিচে একটা গুহা আছে—সেখানে। শোন মন দিয়ে।' জায়গাটার ঠিকানা সুন্দর করে ওকে বাতলে দিল সুসানা। 'পপ্ বিড়লের সাথে মেসায় ফল কুড়োতে গিয়ে হঠাৎ করেই একবার ওই গুহার সন্ধান পাই আমি। জায়গাটা গাছপালার আড়ালে, তার ওপর পাহাড়ি দেয়ালের কোণে হওয়ায় দেখাই যায় না। আমি পপ্ মারফত খাবার পাঠিয়ে দেব।'

'আমার জন্য তুমি এত করছ কেন?'

'ঠাণ্ডা পড়বে। ম্যাচ দরকার হবে তোমার।' সুসানা ওকে ছোট্ট এক বাক্স দিয়াশলাই দিল। পরক্ষণে ওর কোমল মুখখানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। পেছনে তাকাল সে। 'ওই শোন! শুনতে পাচ্ছ?' দখিনা হাওয়ায় অস্পষ্ট চেঁচামেচি ভেসে আসছে। হল্লা টাং ক্রিকের ওদিকে। ওরা বুঝল হামলাকারীরা নিকটবর্তী হচ্ছে ক্রমশ।

মশালের আলোয় পসি রাতেও ট্র্যাক করতে পারবে।

'আমি যাই, সুসানা। জিমি আসা পর্যন্ত গুহায়ই লুকিয়ে থাকব।'

'জিমি কে?'

'জিমি র‍্যান্ডাল। আমার বন্ধু। ওয়াগন ট্রেনে রয়েছে। মিশিগ্যানে আমরা একসাথে বড় হয়েছি। জিমি ডস রিওসে এলে ওকে আমার কথা বোলো। তারপর আমরা যা হয় একটা বিহিত করব সমস্যার।'

'তোমার লড়াই করা চলবে না,' সুসানা আপত্তি করল। 'আপাতত তুমি গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। তারপর হইচই থিতিয়ে এলে আমরা তোমার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করব। ওটায় চেপে পালাবে।'

মাইক মাথা এপাশ ওপাশ করল। 'তারপর বাকি জীবন পুলিশের ভয়ে চমকে চমকে উঠব? অসম্ভব! আমি লড়ব। শ্যানিংয়ের গোপন কথা না জানা অবধি আমার স্বস্তি নেই। লোকটা আদালতে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে—আমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে। পালিয়ে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে আমিই দোষী। শেষ

পর্যন্ত ঠিকই ওরা ধরে ফেলবে আমাকে এবং ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

মাইকের কথায় যুক্তি আছে, সুসানা বুঝল। দেশত্যাগ সমস্যার সমাধান করবে না। তারচেয়ে মিশিগ্যানের বন্ধুদের জন্য ওর অপেক্ষা করাই শ্রেয়। সৎ চোদ্দটা পরিবারের নৈতিক সমর্থন ওর অনুকূলে কাজ করবে। সময়ে ভাবাবেগ থিতিয়ে আসবে, তখন হয়ত সুবিচার পাবে মাইক।

দক্ষিণ থেকে আবার শোরগোল ভেসে এল। 'জলদি কর, মাইক।'

পায়ের পাতার ভরে উঁচু হল মাইক, চুমু খেল সুসানার ঠোঁটে। 'আবার যদি দেখা না হয়। বিদায়, সুসানা। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

র‍্যাভিনের উজানে রওনা হয়ে গেল সুসানা, আরোহীবিহীন ঘোড়াটা টেনে নিয়ে। নাল পরান চারজোড়া খুরচিহ্ন ধাওয়াকারীদের ওই পথে ছুটতে প্রলুব্ধ করবে। আঁধার সুসানাকে গ্রাস না করা অবধি মাইক নিশ্চল অপেক্ষা করল।

এরপর পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে এগোল সে। এখানে পায়ের ছাপ পড়লেও তা হবে অস্পষ্ট। ওরা ঘোড়ার ট্র্যাক খুঁজছে, বুটের ট্র্যাক নয়। এক সময় পাথুরে চড়াইয়ে পৌঁছল সে, ওপরের একটা পাহাড় থাকে উঠল।

সেখান থেকে নাগাড়ে উত্তরে হেঁটে রিজের মাথায় চড়ল মাইক। রিজটা গাছপালাহীন, তবে অন্ধকারে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। উত্তেজনা ওর ক্লান্তি আর ক্ষুধা দূরে ঠেলে রাখল। দুসপ্তাহ কর্মহীন হাজতবাসের পর কাঁধের জখমে এখন আর চোট লাগছে না।

রিজ ধরে মাইল খানেক যাবার পর একটা মেঠোপথের সন্ধান পেল ও। সেই পথে এবার সে উত্তর পশ্চিমে এগোল। দুবার ঝরনা অতিক্রম করল দুটো। তারপর পথটা আচমকা খাড়া হয়ে খোলামেলা, ঘেসো একটা বেঞ্চে উঠে এল। তারার আলোয় চড়াইয়ের মাথায় কালো দেয়াল দেখতে পেল মাইক। দেয়াল অভিমুখে এগোল সে, কিন্তু কিছুতেই ওটার কাছাকাছি হতে পারল না। তারপর নাকে তীব্র একটা গন্ধ প্রবেশ করতে মাইক বুঝল ওটা আসলে সিডার বন। ওপাশে আরও উঁচু একটা দেয়াল আকাশ পানে মাথা তুলেছে, তারাদের আঁচড় কাটছে। রিমরকের পেছনে ওটা নিশ্চয় গ্র্যান্ড মেসা। পায়ে হেঁটে অত উঁচুতে কি সে উঠতে পারবে কখনও?

মেঠোপথটা নুড়ি বিছান। পায়ের ছাপ পড়ছে না। মাইকের কাছে ঘড়ি নেই। নক্ষত্রের অবস্থান দেখে সে সময় আন্দাজ করল। ওর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সব জেল হেফাজতে।

অবশেষে সিডার বনে পৌঁছল সে। গাছপালার ভেতর দিয়ে আরও ওপরে উঠতে লাগল। মাঝরাতের দিকে শীত শীত করতে লাগল ওর, তবে একই সঙ্গে বাড়তি একটা নিরাপত্তাও বোধ করল। চিহ্নহীন এই অরণ্য যেন প্রেতপুরী। এর নীরবতা ওর অস্তিত্ব জাহির করতে পারবে না। কাল সকালে ওরা তাকে লংডেন র‍্যাঞ্চে খুঁজবে। কিন্তু তখন সে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে।

আরও এক ঘণ্টা পর সিডার বন পাতলা হতে শুরু করল। ওগুলোর স্থান দখল করল লম্বা একহারা সব গাছ। ওদের বাকলের হলুদ রং বলছে ওরা পাইন। পাইন বনের মাঝামাঝি গিয়ে শেষ হয়ে গেল মেঠো পথটা। তারার আলোয় সেখানে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে কাঠের গুঁড়োর মস্ত এক ঢিবি। এর পাশেই করাত কল আর কল মালিকের কেবিন। কেবিনটা ঘুটঘুটি অন্ধকার। মাইকের দিকে চিৎকার করে কোন কুকুর তেড়ে এল না। সুসানা ওকে বলেছে কলটা বন্ধ বহুদিন হল।

মাইক হাতড়ে বুঝল কেবিনের দরজা তালা দেয়া। এখান থেকে সোজা পশ্চিমে এগোতে হবে ওকে, সুসানা বলেছে। সুউচ্চ মেসা ধ্রুবতারা আড়াল করেছে। অন্যগুলো মাইক চেনে না। ভোরে সূর্য তাকে পথের হদিস বাতলাবে।

প্রচণ্ড অবসাদে বাইরেই নেতিয়ে পড়ল ও। পাহাড়ী অঞ্চলের ঠাণ্ডায় যখন কাঁপন ধরল হাড়ে, কাঠের গুঁড়ো আর পাইনের পাতা গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কম্বলের মত একটা আস্তরণ তৈরি করল।

তন্দ্রামত এসেছিল, মাইক হঠাৎ জেগে দেখল আকাশে ভোরের আলো। করাত কলের চারিধারে পাইনের সারি। ছুটন্ত খুরের আওয়াজে চমকে উঠল মাইক। তারপর দেখল একটা হরিণ ওর উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে পালাচ্ছে।

উঠে জামাকাপড়ের ধুলো ঝেড়ে নিল মাইক। সূর্য ওঠেনি এখনও। কিন্তু আর দেরি করতে সে সাহস পেল না। কেবিনের ছাতে উঠল ও, মাইল চল্লিশেক পূবে মার্সেলিনা মাউন্টেনের চূড়া দেখতে পেল। সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরে পথের

দিশাগুলো ঠিক করল মাইক। বাজপড়া লম্বা একটা গাছ; ইংরেজি এইচ অক্ষরের মত অ্যাসপেন পার্ক; দূর-পশ্চিমে মেসা যেখানে দক্ষিণমুখী হয়েছে সেখানে রিমরকের গায়ে একটা ফাটল।

ছাত থেকে নেমে মাইক ওই পথে এগোল। সুসানার কথা অনুযায়ী ফাটলটার মাথায়ই ওক ক্রিক। সেই ঝরনা ধরে ওকে গুহায় পৌঁছতে হবে।

মাইক খিদেয় কাতর, এগিয়ে চলল। ভাঙা ডালে পা বেধে হোঁচট খেল। আগাছাভরা খালখন্দক বাধার সৃষ্টি করল। ওগুলো পেরোতে গিয়ে দিশাহারা অবস্থা হল ওর। বন এখানে গভীর। আকাশ দেখা যায় না। এক ঘণ্টার বেশি হবে, অন্ধের মত চলতে লাগল সে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে ও, কিন্তু ডানের উঁচু মেসা রিমে পৌঁছতে পারছে না।

পথ হারিয়েছে ভেবে একটা গাছের মগডালে চড়ল মাইক। দূর সামনে এইচ আকৃতির বনানী দেখতে পেল একটা। ওটাই সুসানার অ্যাসপেন পার্ক। ওই বনের সাথে সরল রেখায় বাকলহীন লম্বা একটা গাছ রয়েছে। নতুন আত্মবিশ্বাসে পিছলে মাটিতে নেমে পড়ল মাইক, পশ্চিমে এগোতে লাগল।

স্বচোখে দেখবার আগেই সে ওক ক্রিকের জলপ্রপাতের আওয়াজ শুনতে পেল। জলধারাটা ওখানে সরু তবে বেগবান, শব্দ করে পাহাড়ের ভাটিতে নেমে যাচ্ছে। অত্যাচারিত পা দুটো ভেঙে আসতে চাইছিল, তবু ঝরনা ধরে মাইক ওপরে উঠতে লাগল। প্রতি পদক্ষেপে মেসা রিমরকের শ্যাওলা পড়া দেয়াল আর পাহাড়ি ফাটলের কাছাকাছি হচ্ছে সে। ওই ফাটলের ভেতর দিয়েই হাওয়ায় ফেনা ছড়িয়ে সবেগে ও সগর্জনে নিচে পড়ছে পানি।

বেলা দুপুর মাইক যখন গন্তব্যে পৌঁছল। পাহাড়প্রাচীর ওখানে একশ ফুট লম্বা। ভীষণ দুরারোহ আর মসৃণ গা। দুর্গপ্রাকার যেমন হয়। মাইক নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, দেয়ালটা তাকে টপকাতে হবে না। দেয়ালের গোড়ায় বুনো বঁইচি গাছ। তবে ফল এখনও পাকেনি। বঁইচি ঝোপ ঝরনা থেকে দুপাশেই দুর্ভেদ্য বাধা সৃষ্টি করেছে।

'দেয়াল ঘেঁষে এগোবে,' সুসানা বলেছিল। তা-ই করল মাইক, বঁইচি কাঁটার স্পর্শ নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ডানদিকে সরতে শুরু করল। সুসানা বলে

দিয়েছে শ্যাওলার রং সবুজ থেকে খয়েরি না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে হবে ওকে।

রং বদলে গেল কিন্তু মাইক গুহার সন্ধান পেল না। দেয়াল এখানে বেঁকে গেছে এবং ওপাশে শ্যাওলার চিহ্নমাত্র নেই। দেয়ালের গায়ে আঙুরলতা ঝুলছে, স্কার্টের ঝুলের মত।

আঙুরলতা ফাঁক করে এগোল মাইক, একটা গুহার ভেতর প্রবেশ করল। ঘুমাবার পক্ষে জায়গাটা বেজায় স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা। ছাত থেকে শব্দ করে পানি চুঁইয়ে পড়ছে। গুহাটা গা ঢাকা দেয়া কিংবা ঝড়বাদলের সময়ে মাথা গুঁজবার জন্য আদর্শ স্থান। এমনকি গ্রীষ্মের এই ভরদুপুরেও প্রয়োজনীয় উষ্ণতা নেই। খাবারের ব্যবস্থা করাও সম্ভব না।

প্রচণ্ড অবসাদে পাথুরে মেঝেয় শুয়ে পড়ল মাইক ব্যারি। পরক্ষণে সে উপলব্ধি করল যতখানি মনে হয়েছিল গুহাটা তত অন্ধকার নয়। কোথা থেকে যেন আলো আসছে।

খুঁজতে গিয়ে গুহার দেয়ালে প্রাকৃতিক দুটো থাক চোখে পড়ল ওর। দুদিকেই বাইরের পৃথিবীতে বেরোবার পথ আছে। গুহামুখ দুটোর আয়তন একটা বার্নের দরজার সমান। ওগুলোর সামনে আঙুরলতার পর্দা নেই। তবু ওগুলো এমন এক জায়গায়, পাহাড় পাঁচিলের তীক্ষ্ণ বাঁকের ফলে বাইরে থেকে দেখা যায় না।

সুসানা দিয়াশলাই দিয়েছে। ধোঁয়াটে আগুন, মাইক ভাবল, বিপজ্জনক হতে পারে। বাইরে শুকনো কাঠ মিলবে।

পর্দাহীন একটা দরজাপথে বাইরে গেল মাইক, বঁইচি ঝোপ পার হল। ঝোপের ওপাশে পাহাড়ের কাঁধ, সেখানে দেবদারু গাছ আছে। মাটিতে এখানে সেখানে ভাঙা ডাল পড়ে।

মাইক ডাল কুড়াতে শুরু করল, কোল ভর্তি করে গুহায় নিয়ে এল। প্রথমে খুব ছোট করে আগুন জ্বালল ও, তারপর সাবধানে একটা একটা করে ডাল ফেলতে লাগল। ধোঁয়া বেরোলে বহুদূর থেকে তা দেখা যাবে। যখন আগুন জ্বলে উঠল ভালমত, মাইক বাইরে গেল আশপাশটা জরিপ করতে। সামান্য ধোঁযা

বেরোচ্ছে, লক্ষ করল সে, তবে সেটা দূর থেকে চোখে পড়বার মত না। আবার যখন কাঠ কুড়োতে ঝোপের ওপাশে গেল সে, একটা কাঠবিড়ালি ওকে ভেংচি কাটল। ওটার দিকে একটা নুড়িপাথর ছুড়ে মারল মাইক, লাগাতে পারল না। আশ্রয় জ্বালানি পেয়েছে সে—কিন্তু খাবারের কী ব্যবস্থা হবে?

সারা বিকেল খিদেয় ছটফট করতে লাগল ও। তবু সেই কষ্টের মাঝেই লাকড়ি সংগ্রহ করল। শরীর গরম রাখার জন্য সর্বক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে। যখন লাকড়ির স্তূপ জমে উঠল একটা, মাইক দেবদারুর পাতা এনে গুহার মেঝেয় বিছানা পাতল।

হাড়ভাঙা ধকল ঘুম টেনে নামাল ওর চোখে। কিন্তু ঠাণ্ডায় রাতে সে বার কয়েক জেগে গেল। প্রত্যেকবার ও নতুন করে লাকড়ি ফেলল আগুনে। কোন প্যাঁচা বা ইঁদুর জ্বালাতন করল না। ভোরের দিকে মাইক নির্ঘুম শুয়ে থাকল, অনাগত দিন আর সুসানা মার্শের কথা ভাবতে লাগল।

পসি নজরে রাখবে সুসানাকে। মেয়েটা তাই এখানে আসবার সাহস পাবে না। এমনকি দিন দুয়েকের মধ্যে পপ্ বিড্‌ল্‌কে পাঠাবার ঝুঁকিও নেবে না। উত্তেজনা কমলে, পপ্ খাবার বিছানাপত্র আর বন্দুক নিয়ে আসবে। মাইক এরপর শিকারে বেরোবে তা নয়। শিকার হিসেবে তাকেই এখন খোঁজা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওরা নিশ্চয় বনজঙ্গল, মেসা, সর্বত্র তোলপাড় করছে ওর সন্ধানে। পসি ওর ধোঁয়া সন্ধান করবে, কান খাড়া রাখবে গুলির আওয়াজের জন্য।

প্রত্যূষের আলো চুঁইয়ে প্রবেশ করছে গুহায় এই সময়ে শয্যা ত্যাগ করল মাইক। খিদেয় তার পেট আর পিঠ এক হয়ে গেছে; ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে। ওর পেটে শেষ দানা পড়েছিল চল্লিশ ঘণ্টা আগে, হাজতে। আধপাকা বঁইচি ফল খেলে কি শরীর গুলাবে? ঝরনার পায়ের কাছে মাছ থাকতে পারে। খালি হাতে ধরতে পারবে না একটা?

ভোর হয়েছে তবে সূর্য ওঠেনি এখনও। বাইরে গেল মাইক, বঁইচি ঝোপের ওপাশে যাবার জন্য পা বাড়াল। ঝোপগুলো শিশির সিক্ত। শরীর ভেজাবার কোন অর্থ হয় না। গুহায় ফিরে এল সে, আগুনে লাকড়ি ফেলল। পাহাড়ে নিরস্ত্র মানুষ, মাইক ভাবল, শিশুর মত অসহায়। ভাল্লুক অথবা পাখির জন্য এত

উঁচুতে আহার মিলতে পারে। কিন্তু মানুষ নিরুপায়।

একটা শিস বাজাবার শব্দ শুনল মাইক। তারপর আরেকটা। নিচু কোমল শিস, যেন একে অপরের বিশ্রম্ভালাপ ।

লাকড়ি হাতে সন্তর্পণে একটা গুহামুখে গিয়ে দাঁড়াল মাইক। কান খাড়া করল কিন্তু আর কোন শিস শুনল না। চারপাশে তাকাল সে, বনে প্রাণের আভাসমাত্র চোখে পড়ল না।

এবার ঝোপের ভেতর ঢুকল সে। শিশির ভেজা ডালপালা ঘষা খাচ্ছে পায়ে। কোমর সমান ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে পড়ল ও। হঠাৎ ঝটাপটির শব্দ হল, তারপর তীক্ষ্ণ সব চিৎকার। মাইকের চারপাশে যেন আতঙ্ক ভর করেছে। ডানা ঝাপটে উড়াল দিল কয়েকটা বনমোরগ। একটা ওর মুখে পাখসাট মারল; আরেকটা ধাক্কা খেল বুকে। মাইক ধরবার চেষ্টা করল ওটাকে তবে দেরিতে। হাতে ধরা ডালটা দিয়ে ঝোপের যত্রতত্র সে আঘাত করতে লাগল।

মুরগিটাকে দেখতে পেল না মাইক। ঝোপঝাড় ভেঙে কঁক্কঁক্ করতে করতে ছুটে পালাল ওটা। দশ-বারটা বাচ্চা তাদের মায়ের পিছু নিল। রোস্ট করার উপযোগী ওগুলোর একেকটার সাইজ। মাইক অতিকষ্টে নাগাল পেল একটার, লাকড়ির একঘায়ে ধরাশায়ী করল মোরগটাকে, ঠ্যাঙে ধরে নিয়ে গুহায় ফিরল।

বার

পপ্ বিড্‌ল্ গুহায় হাজির হল তৃতীয় দিনের মাথায়। ওর সঙ্গে খাবারের থলে কম্বল আর রাইফেল। পপের আসার শব্দ পেয়েছিল মাইক। লাঠি হাতে তৈরি ছিল সে আগন্তুক পসি বাহিনীর কেউ হলে তাকে আঘাত করার জন্য। বাবুর্চি

যখন হাঁকল, 'কেউ আছ ভেতরে?' মাইকের ধড়ে যেন প্রাণ ফিরল।

আঙুরলতা ফাঁক করে গুহার ভেতরে ঢুকল বিড্ল্। 'সুসানাকে তোমার এই চেহারা দেখিয়ো না।' পলাতকের দাড়িভর্তি তোবড়ান মুখখানার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল সে। 'আস্ত জংলী মনে হচ্ছে।'

মাইক উপহারগুলো গ্রহণ করল কৃতজ্ঞতাভরে। কম্বল বিছিয়ে তার ওপর খাবারের থলেটা উপুড় করল। সুসানা একজনের উপযোগী সপ্তাহ খানেকের ময়দা সিমের বিচি মাংসের শুটকি—এসব পাঠিয়েছে। এছাড়া আছে মোমবাতি দিয়াশলাই ছুরি আর কাঁটাচামচ স্ট্যুপ্যান, মায় মাছধরা বড়শি পর্যন্ত। 'ঘোড়া এনেছ?'

পপ্ মাথা নাড়ল। 'সময় হয়নি। তাড়াহুড়ো করলে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে।'

'সুসানার খবর কী? খুব বিপদে, না?'

'ওর ওপর ভীষণ খাপ্পা সবাই,' স্বীকার করল বাবুর্চি। 'তবে সুসানা মার্ক লংডেনের ভাগ্নী, কেউ খারাপ ব্যবহার করার সাহস পায়নি। জাজ ক্রাবট্রি তিরস্কার করেছে। ফ্যানশ্য চোখে চোখে রেখেছে, যাতে গোপনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে না পারে।'

'ওর মামা ডেনভার থেকে ফিরেছে?'

'না। মার্কের ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।' চোখ সরু করল পপ্। 'একটা কিছু খোঁচাচ্ছে ওকে। এমন কোন ব্যাপার আছে যার সাথে ও জড়াতে চাইছে না নিজেকে। তাই দূরে সরে থাকবে বলে ডেনভারে গেছে।'

'সেই ব্যাপারটা কী?'

'আমি নিজেও জানি না। তবে মানুষ শিকারের সাথে তার সম্পর্ক নেই। মার্ক ডেনভার গেছে তোমার বিচার শুরু হবার আগেই। বোধহয় রাজনীতির খেলা হবে। হয়ত ডেল শ্যানিংয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে কোন ব্যাপারে।'

মাইক কালবিলম্ব না করে পোর্ক আর বিনের কৌটো খুলল। 'তুমি নিশ্চিত কেউ তোমার পিছু নেয়নি?'

'একশ ভাগ। ওদের লক্ষ্য সুসানা, আমি নই।'

'ওদের মানে? ফ্যানশ্য আর তার ডেপুটিরা?'

'আরও কয়েকজন আছে। সবারই লোভ পুরস্কারের দিকে। তোমার মাথার দাম ধার্য করা হয়েছে পাঁচ হাজার ডলার।'

খেতে খেতে পলক তুলল মাইক। 'সে তো অনেক টাকা। কে দিচ্ছে?'

'অর্ধেকটা দিচ্ছে ব্যাংক। বাকিটুকু শ্যানিং।' বাবুর্চির সংকুচিত চোখে বিস্ময়। 'বাছা, তোমার ওপর লোকটার এত রাগ কিসের?'

'আমি নিজেই ধন্দের মধ্যে আছি, পপ্।'

'শোন, এ মুহূর্তে তিনজনের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে তোমাকে,' বিড্‌ল্ বলল। 'ব্লন্ট মিডৌস আর হার্পার।'

'আচ্ছা? ওরাও খুঁজছে আমাকে?'

'ওদের লক্ষ্য পুরস্কার। মেসা তোলপাড় করছে তোমার নাগাল পাবার জন্য।'

'আমি হুঁশিয়ার থাকব,' বলল মাইক। 'ভাল কথা, সুসানা কোথায়, র‍্যাঞ্চে?'

'না। শহরে গেছে বাড গ্রেডনের সাহায্য নিতে।'

'সাহায্য?'

'সুসানা জানতে চেষ্টা করছে রেকাবের ঝুলটা পরে কে লম্বা করে দিয়েছে। জেক কলিন্স ক্রাবট্রিকে বলেছে ওরা যখন স্যাড্‌ল্টা পরীক্ষা করেছিল তখন ঝুল ছোট ছিল। তারমানে নিশ্চয় রাতের অন্ধকারে অপকীর্তিটা করেছে কেউ। ক্রাবট্রি সুসানাকে বলেছে তার হাত বাঁধা, আদালতের প্রমাণ ছাড়া কারো মুখের কথায় সে চলতে পারে না।'

খালি কৌটোয় ছাত থেকে চোঁয়ান পানি ধরল মাইক, আগুনে গরম দিল। 'ফুটে গেলে কফি খাওয়া যাবে, কী বল, পপ্। সুসানার অনুমান ঠিক। বিচারের আগে কেউ না কেউ অবশ্যই রেকাবের ঝুলটা বড় করে দিয়েছিল।'

'আর তোমার মামলা এতে দুর্বল হয়ে গেছে, বাছা। পালিয়ে বেঁচেছ, নইলে তোমাকে ওরা ফাঁসিকাঠেই চড়াত। সুসানার বিশ্বাস, স্যাড্‌লটায় কারো হাত পড়েছিল এটা যদি ও প্রমাণ করতে পারে, তোমার বিপদ অর্ধেক কেটে যাবে।'

মাইক মাথা দোলাল। ওর বাকি অর্ধেক বিপদ দূর হবে মিশিগ্যানের বন্ধুরা এসে পৌঁছবার পর।

'ওরা তাড়াতাড়ি এলে বাঁচা যায়, পপ্।'

'উতলা হয়ো না,' বাবুর্চি পরামর্শ দিল। 'সুসানা নজর রাখছে, ওরা এলেই দেখা করবে। সে পর্যন্ত তুমি এখানে লুকিয়ে থাক।'

'ওই মহিলার ব্যাপারে কিছু জানা গেল, যার লাশ ওরা নদী থেকে উদ্ধার করেছে?'

'লোনার কথা বলছ? এখন পর্যন্ত না, একেক জনের একেক অনুমান। তবে তোমার উকিল লেগে আছে। অনেক বেলা হল, বাছা, সন্ধের আগেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে চাইলে আমাকে এখুনি রওনা দিতে হবে।'

ঝরনা অবধি বাবুর্চিকে এগিয়ে দিল মাইক। বিড্‌ল্ ওখানে তার ঘোড়া রেখে এসেছিল। 'চলি, বাছা। তোমার খাবার ফুরোবার আগেই আমি আরও নিয়ে আসব।'

গুহায় ফিরে আগুনের ধারে বসে তারিয়ে তারিয়ে কফি পান করল মাইক। তারপর পাথুরে একটা থাকে খাবারদাবার সাজিয়ে রাখল। রসদের ভেতর খানিকটা তামাক পাঠিয়েছে সুসানা। পাইন পাতার বিছানার ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল মাইক, আয়েস করে সিগারেট টানতে লাগল।

সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক রাইফেলটা। হাত বাড়িয়ে ওটা কাছে টেনে নিল সে। লিভার টেনে ম্যাগাজিন থেকে কার্তুজ পাঠাল চেম্বারে। অস্ত্রটা ও শিকারে ব্যবহার করতে পারবে না, তবে আত্মরক্ষায় কাজে লাগবে। রেড হার্পারের মত লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে। পুরস্কারের লোভে ওরা তাকে দেখামাত্র গুলি করবে।

বিপদ মাইককে এতটুকু ঘাবড়ে দেয়নি। বরং নিজের মাঝে সে অপেক্ষা করবার শক্তি আবিষ্কার করেছে। ওয়াগন ট্রেনটা আসবার অপেক্ষায় আছে মাইক। ওই ট্রেনে ন্যাথান ক্যামেরন আর জিমি র‍্যান্ডালের মত বন্ধুরা আছে। ওদের সহায়তায় সে এই রহস্যের জাল ভেদ করবে।

বিছানায় অলস শুয়ে মাইক ঝিমোচ্ছিল। অমীমাংসিত কয়েকটা ধাঁধাই

কেবল ওকে জাগিয়ে রাখছে। শ্যানিং ইচ্ছেকৃতভাবে মিথ্যে সাক্ষী দিল কেন? মার্ক লংডেনের পিছু হটবার কারণ কী? রেকাবের ঝুল লম্বা করে দেয়ার ঘটনাটা কার কারসাজি? ল-ইয়ার ড্রামের অনুমান কি ঠিক? সত্যিই তার বিপদের সাথে লোনা লামদ হত্যার সম্পর্ক আছে?

সে রাতে ভাল ঘুম হল মাইকের। টেরই পেল না কখন নিবে গেছে আগুন সকালে রাজসিক নাস্তা করল সে। মুচমুচে বেকন, হাতে গড়া রুটি আর গরম কফি। বেলা যখন বাড়ল, ছিপ হাতে ও মাছ ধরতে গেল ঝরনায়। চার বানাল ময়দার পোকা দিয়ে, ছিপের লাঠি হিসেবে ব্যবহার করল উইলোর ভাঙা ডাল

ট্রাউটের পাঁচটা পোনা পেল ও। মাইক বড়শি ফেলেছে ঝরনার নিচে সশব্দে ওপর থেকে পানি পড়ছে। তার আওয়াজে চরাচরের অন্যান্য শব্দ ডুবে গেছে। পাথরে খুরের আওয়াজ তুলে ঘোড়া এগিয়ে আসার শব্দ মাইকের কানে পৌঁছল না।

ঝরনার ধারে বসে দিবাস্বপ্ন দেখছিল সে যখন ঘোড়সওয়ার দুজনকে চোখে পড়ল। শেরিফ ফ্যানশ্য আর একজন ডেপুটি।

খাড়া চড়াইতে থাকায় সামনে ঝুঁকে আছে ওদের শরীর। ঠিক এ মুহূর্তে ঘোড়া দুটোর মাথা পসির দৃষ্টিপথ থেকে মাইককে আড়াল করেছে। মাইক এখন নিরস্ত্র। রাইফেলটা গুহায়।

সবুজ উইলো ডালটা পানিতে ফেলে দিল মাইক, পাঁচিলের গোড়ায় ঝোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে শব্দ হল যথেষ্ট তবে সেটা জলপ্রপাতের গর্জন ছাপিয়ে উঠবার মত নয়। আগন্তুকরা সেই শব্দ শুনতে পেল না। মাইক ব্যারি থেকে সামান্য দূরে, ঝরনার পাদদেশে এসে থামল ওরা। ঘোড়ায় চেপে আর এগোবার জো নেই।

নিচে পানির ভেতর তাকালে ছিপ নয়ত কিনারে তার দিয়ে বেঁধে রাখা মাছগুলো চোখে পড়তে পারে ওদের। কিন্তু উভয়েরই দৃষ্টি ওপর পানে। মাইক ঝোপের ফাঁক দিয়ে আগন্তুক দুজনের চোখ অনুসরণ করল। অস্পষ্ট শুনতে পেল ওদের কথাবার্তা।

ফ্যানশ্য বলছিল 'পায়ে হেঁটে ব্যাটা হয়ত ওই পথে ওপরে উঠতে পারবে,

ল্যুক।'

'আর যদি তা ওঠে,' ল্যুক বলল, 'ওরা নির্ঘাত ধরে ফেলবে ওকে। কমপক্ষে তিরিশজন লোক এখন মেসা চষে বেড়াচ্ছে ওর সন্ধানে।'

ফ্যানশ্য, স্যাডলে কুঁজো হয়ে বসে, সরু চোখে মেসা রিম জরিপ করছিল। 'ওকে খুন করার জন্য আমি আমার সেরা ঘোড়াটা হারাতে রাজি।'

ল্যুক হাসল শব্দ করে। 'তোমাকে এজন্য দোষ দেয়া যায় না, শেরিফ। হারামিটা আসলেই বুদ্ধু বানিয়েছে তোমাকে। শহরসুদ্ধ লোকের সামনে।'

'নিকুচি করি হতভাগার!' ফ্যানশ্য দাঁত কড়মড় করল।

ল্যুকের ঘোড়া জলাশয়ে মুখ ডুবিয়ে পানি খাচ্ছে। ওটার লাগামের গেরো ছিপটা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি তফাতে। মাইক প্রমাদ গুনল। জিনিসটা দেখে ফেলবে না তো ওরা? বদ্ধমূল ধারণা অনেকসময় মানুষের দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়। এই লোক দুটোর বদ্ধমূল ধারণা মাইক ব্যারি ঘোড়ায় চেপে পালিয়েছে এবং ঘোড়াটা এখনও আছে তার সঙ্গে। ওরা ওপরে রিমের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'ঘোড়া নিয়ে এরচেয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না ব্যাটা,' ল্যুক রায় ঘোষণা করল। একটা সিগারেট বানাল সে, তারপর যোগ করল, 'এবং আমরাও যখন তা পারছি না তখন ফিরে যাওয়াই ভাল।'

মিনিট কয়েকের মধ্যে চলে গেল দুই ল-অফিসার। স্নায়ু ছেঁড়া উত্তেজনা নিয়ে মাইক বঁইচি ঝোপ ত্যাগ করল। গুহায় ফিরে এল সে, রাইফেলটা তুলে নিল। 'এখন থেকে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মাইক, 'তুই আর আমি একত্রে থাকব।'

এক অপরাহ্ন পর একটা ভাল্লুক যখন বঁইচির সন্ধানে হানা দিল রাইফেলটা তখন নাগালের মধ্যেই ছিল। নিশানা তাক করল মাইক, পরক্ষণে ভাবল গুলি না করাই উচিত হবে। ওর উপস্থিতি টের পেল ভাল্লুকটা, জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেল।

গুহার ঠিক অপর পাশে মরা একটা গাছের ডাল টেনে আনল মাইক। ডালটা লাকড়ি সমান করে কেটে পালা দিয়ে রসল তার ওপর। ভাবতে লাগল ওয়াগন ট্রেনের খবর সে কবে নাগাদ পাবে। মাইক যেখানে আছে, ক্রিকের দিক থেকে কারো নজরে পড়ার ভয় নেই।

নিজেকে ওখানে একদম নিরাপদ মনে হয় মাইকের। দেয়াল থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে আছে সে। পেছনে জঙ্গল, গুহা আর ওর মাঝে বঁইচি ঝোপের বেড়া। একটা সিগারেট বানিয়ে ওপরে তাকাল মাইক, সূর্যের অবস্থান থেকে এখন বেলা কত হিসাব করবে।

তিন ঘোড়সওয়ারকে চোখে পড়তেই জমে গেল সে। ওরা সোজা তার দিকে চেয়ে। ওদের ঘোড়া রিমরকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে, মাইক থেকে একশ ফুট ওপরে। তিনজনের হাতেই রাইফেল, যে কেউ অনায়াসে ঘায়েল করতে পারবে মাইককে। নিচের পানে কোনাকুনি পঞ্চাশ গজ দূরত্বে গুলি ফসকাবার প্রশ্নই ওঠে না।

ওর রাইফেলটা বাঁদিকে একটা গাছের গায়ে দাঁড় করান। ওটার উদ্দেশে হাত বাড়াতে নিয়েও থেমে গেল মাইক।

ওপরে লালদাড়ি লোকটা হার্পার। সময় থাকতে মাইক অনুধাবন করল হার্পার আর তার দুই সঙ্গী *ওর দিকে চেয়ে আছে ঠিক কিন্তু ওকে দেখছে না।* ওদের চেহারা শান্ত, অলস কৌতূহলে রিমের নিচটায় নজর বোলাচ্ছে।

মাইক নড়লে ওরা তাকে দেখে ফেলবে। সামান্যতম নড়াচড়ায় ফাঁস হয়ে যাবে ওর উপস্থিতি। নীল আকাশের পটভূমিতে প্রতিপক্ষ প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে। মাইক রয়েছে পাহাড়ি দেয়াল আর জঙ্গলের মাঝে আধো-অন্ধকার জায়গায়, আশেপাশের ছায়ার নিশ্চল অংশ হয়ে।

দম বন্ধ করে বসে থাকল মাইক, মূর্তির মত। ব্লন্টের কণ্ঠস্বর পৌঁছল ওর কানে। 'এই জায়গাটার নামই হেলস কিচেন না, রেড?'

হার্পার মাথা নাড়ল। 'না। হেলস কিচেন রিমের অনেক নিচে।'

'জলপ্রপাতটায় একবার চোখ বুলিয়ে এস, মিডৌস, দেখ নিচে নামার জায়গা আছে কি-না।'

মিডৌস অদৃশ্য হল। হার্পার আর ব্লন্ট আগের জায়গাতেই রইল। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস,' ব্লন্ট বলল, 'ব্যাটা তল্লাট ছেড়েছে।'

হার্পার একমত হল না। 'আমার ধারণা হতভাগাটা ওই ছুকরির কাছেপিঠেই আছে। মেয়েটাকে নিয়ে পালাবার মতলব ওর। আমি বাজি ধরে

বলতে পারি, ঠিক এই মুহূর্তে সে দশ মাইলের মধ্যে কোথাও আছে।'

মিডৌস ফিরে এল। 'ইচ্ছে করে যদি নিজেদের ঘাড় ভাঙতে চাও, নিচে নামার চেষ্টা করতে পার তোমরা। আমার কথা যদি বল, আমি বাপু হেঁটে নামবার ঝুঁকিও নেব না। তারচেয়ে চল ক্যাম্পে ফিরে যাই।'

যখন চলে গেল ওরা, লাকড়ি নিয়ে গুহায় ফিরল মাইক। অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর গুনতে লাগল।

একে একে তিন-চারটে দিন পেরিয়ে গেল। মাইকের প্রতীক্ষার পালা যেন শেষ হয় না। এরমাঝে আরেক বস্তা খাবার নিয়ে এল পপ্। ওয়াগন ট্রেন আসেনি এখনও, জানাল সে।

এত দেরি করছে কেন ওরা? অনেক ভেবেও কূলকিনারা পেল না মাইক। অধৈর্য সে চেয়ে রইল বন্ধুদের পথ পানে।

তের

ওয়াগন ট্রেন এসেছে। তবে ডস রিওসে না। রিও গ্রান্ডির তীরে এক পপ্লার বনে ক্যাম্প করেছে ওটা। জায়গাটা অ্যালামোসার উপকণ্ঠে, উর্বর স্যান লুইস উপত্যকায়। ডস রিওসের অবস্থান দুশ মাইল উত্তরপশ্চিমে। বন্ধুর কোচেতোপা ডিভাইডের ওপাশে।

ন্যাথান ক্যামেরন দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসল। 'মাইক ঠিক জায়গায়ই নিয়ে এসেছে আমাদের।' সামনের বেসিনে নজর বোলাল সে। সেজ ঝোপে ছাওয়া প্রান্তর। দূরে মেঘ ছোঁয়া পাহাড়চূড়া। যোজনবিস্তৃত ফসলি জমি, শুধু দখল নেবার অপেক্ষা। মোস্কা পাস থেকে নামবার সময়েই জায়গাটা দেখে খুশি হয়েছিল সবাই। দীর্ঘ যাত্রার অবসান ঘটেছে। এটাই ওদের প্রতিশ্রুত সেই

নীড়।

'সত্যি তুলনা হয় না!' সায় জানাল ছোটখাটো গড়নের অ্যাসা ওয়ারেন। 'ভাগ্যিস আমরা পৌঁছবার আগেই সিরাক্যুজে এসেছিল চিঠিটা। মাইক আমাদের জন্য সেরা জায়গা পছন্দ করেছে।'

'আমি কোন্ জমিটা নেব ঠিক করে ফেলেছি,' ঘোষণা করল আরেকজন। 'ওটা কোনেহোসের কাছে, নিউ মেক্সিকোর সীমান্তে।'

'আমি ফাইল করছি নদীর উজানে,' বলল আর একজন। 'ওখানকার পানিটা ভাল।'

'আমি ভাবছি মাইক কোথায়! চিঠিতে বলেছে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য, অথচ নেই—আশ্চর্য!'

'হয়ত শিকারে গেছে,' অনুমান করল ক্যামেরন। 'নয়ত কোন র‍্যাঞ্চে চাকরি নিয়েছে, গত বছর পিকেটরাইটে যেমন নিয়েছিল।'

সুঠামদেহ এক তরুণ, কোমরে পিস্তল ঝোলান, শহরের দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হল। কাউবয় হ্যাটব্রিমের নিচে তার ধূসর চোখে শঙ্কা।

'জিমি, পেলে খোঁজ?' নেট ক্যামেরন শুধাল তাকে। 'মাইকের খবর কিছু জানলে?'

ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে জিমি র‍্যান্ডাল, মাথা এপাশ ওপাশ করল। 'মাইক তো এমন করে না কখনও। পাশাপাশি জমি নেবার কথা আমাদের। চাকরিবাকরিও যদি নিয়ে থাকে, পোস্ট অফিসে আমার জন্য দুকলম লিখে যায়নি কেন?'

'হোটেলগুলোয় দেখেছ?'

'সব কটায়। ওর চিঠিতে অ্যালামোসা ডাকঘরের আঠার জুনের ছাপ। আমি সবগুলো হোটেল রেজিস্ট্রি খাতায় ওই তারিখের এন্ট্রি দেখেছি। কোথাও মাইকের নাম নেই।'

'লিভারি বার্নে?'

'শহরে এরকম বার্ন তিনটে। ওদের কাছে জিজ্ঞেস করেছি মাইক আঠার বা কাছাকাছি সময়ে ঘোড়া রেখেছিল কি-না রাখেনি।'

কটনউডের ছায়ায় রাতটা বিছানায় উদ্বেগের মধ্যে কাটাল জিমি র‍্যান্ডাল। শেষমেশ যখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল সে অনেকেরই নাস্তার উনন ধরে উঠেছে। ন্যাথান ক্যামেরন হোমস্টিড ফাইলিং ফরম বিলি করছিল। 'আজই ক্লেইম ফাইল করে,' বলল সে, 'কাগজপত্র আমরা ডেল নর্টে পাঠিয়ে দেব।'

কলোর‍্যাডোর দক্ষিণপশ্চিম কাউন্টিগুলোর খাস জমি বিলিবণ্টনের নিয়ন্ত্রক ডেল নর্টে সেটেলমেন্ট অফিস। ওটা রিও গ্রান্ডির ত্রিশ মাইল উজানে।

ক্যামেরন যখন জিমি র‍্যান্ডালকে ফরম দিতে নিল র‍্যান্ডাল সেটা ঠেলে সরিয়ে দিল। 'মাইককে বাদ দিয়ে আমি ফাইল করছি না।' ঘোড়ায় সাজ পরাল সে, ক্যান্টলের পেছনে বেডরোলটা বাঁধল শক্ত করে।

'তুমি আবার কোথায় চললে?'

'সবচেয়ে আগে ঢুঁ মারব সেটেলমেন্ট অফিসে,' বলল জিমি। 'জানব মাইক ওখানে ল্যান্ড চার্ট দেখেছিল কি-না। কোন্ জমি খালি আর কোন্‌টা না—জানার জন্য ও চার্ট দেখে থাকতে পারে।'

'ফিরবে কখন?' র‍্যান্ডাল স্যাড্‌লে ওঠার পর ক্যামেরন তাকে প্রশ্ন করল।

'যখন মাইকের নাগাল পাব।' বন্ধুদের উদ্দেশে নতুন কেনা কাউবয় টুপিটা নেড়ে নদীর উজানে ঘোড়া ছোটাল জিমি র‍্যান্ডাল।

মাঝারি কদমে পথ চলছে জিমি। এ সময় কেউ ওকে দেখলে তার মনে হবে জিমি নিশ্চয় জাত কাউহ্যান্ড। বাস্তবে সে তিন মাস আগেও ছিল মিশিগ্যানের এক খামারে। তবে গত নভেম্বরে তার বন্ধু মাইক ব্যারি বাড়ি এসেছিল শীতের ছুটি কাটাতে। বছর খানেক কলোর‍্যাডোর এক বাথানে কাজ করার পর ওই প্রথম বাড়ি ফিরল মাইক। ওর কাছে শোনা র‍্যাঞ্চ জীবনের গল্পই আমূল বদলে দিয়েছে জিমি র‍্যান্ডালকে। পিস্তল কিনে পুরো শীতের সময়টা সে শুটিং প্র্যাকটিস করেছে। নিজেকে গড়ে তুলতে চেয়েছে মাইক ব্যারির আদলে।

দিন কতক আগে, ওরা তখন মোস্কা গিরিপথে, প্রত্যাশার দৃষ্টিতে সে বনানী ঘেরা বিস্তীর্ণ উপত্যকাটা দেখছিল। উর্বর লাখো একর জমি, মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে রিও গ্র্যান্ডি। গরু ব্যবসায়ীর জন্য স্বর্গ হতে পারে ওই

জায়গা। মাইক ওখানে অপেক্ষা করছে তার জন্য। কী দুরন্ত সুখের জীবনই না ওরা গড়ে তুলবে দুজনা!

কিন্তু সুন্দর সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাইক অ্যালামোসায় দেখা করেনি ওর সাথে। সির‍্যাক্যুজে পাওয়া চিঠিটা পকেট থেকে বার করল জিমি। ডাকঘরের পরিষ্কার ছাপ: জুন ১৮, অ্যালামোসা, কলোর‍্যাডো। পথ চলতে চলতে চিঠিটা আবার পড়ল সে।

প্রিয় নেট:

আমাদের স্বপ্নের নীড়ের সন্ধান পেয়েছি আমি। তোমরা এসে পড়। এটা পশ্চিম ঢালের কনেহোস কাউন্টিতে। ওরা বলে স্যান লুইস ভ্যালি। আপাতত এই পর্যন্তই। প্রচুর ভাল জমি, চমৎকার আবহাওয়া। চিন্তাও করতে পার না কত শিকার। জিমি র‍্যান্ডালকে বোলো পুয়েব্লোতে ভাল একটা অ্যান্টেলোপ রাইফেল কিনতে। তোমরা আসবে লা হুন্তা, পুয়েব্লো, মোস্কা পাস আর ফোর্ট গারল্যান্ড হয়ে। আমি অ্যালামোসায় অপেক্ষা করব।

বিশ্বস্ত,
মাইক ব্যারি

সেই অ্যান্টেলোপ রাইফেল, ৪৫-৭০ হচকিস রিপিটার কারবাইন মডেল ১৮৮৩, এখন জিমির স্যাড্‌ল্ স্ক্যাবার্ডে।

জোরের ওপর ছুটে, বন্ধ হবার আগেই ডেল নর্টের ল্যান্ড অফিসে পৌঁছে গেল সে। জিমির প্রশ্নগুলো শুনল কেরানি, তারপর ক্যালেন্ডারে চোখ বোলাল।

'আঠার জুন বললে, না? তারমানে কাল তিন হপ্তা পুরছে।' রেকর্ড বার করল কেরানি, দেখতে লাগল ওটা। 'মানুষ যেসব বিষয়ে জানতে চায় সেগুলো লিখে রাখি আমরা, পরে পুয়েব্লোর সদর দফতরে রিপোর্ট করি। আমরা ওদের বোঝাতে চাইছি এই উপত্যকার জমির ভীষণ চাহিদা, তাই বাড়তি লোক দরকার আমাদের।'

রেকর্ডে আঠার তারিখের কাছেপিঠে মাইক ব্যারির নামোল্লেখ নেই। ঘোড়া স্ট্যাব্‌লে রেখে হোটেলের খাতায় নাম লেখাল জিমি। ডেস্কে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রেজিস্টারে আঠার জুনের পাতাটা ওল্টাল। মাইকের সই নেই। জুন মাসে ওই নামে কেউ ওঠেনি হোটেলে।

তবে অন্য একটা নাম জিমির দৃষ্টি কাড়ল। জুনের সতের আর উনিশ তারিখে জে. স্মিথ নামে কেউ একজন হোটেলের খদ্দের হয়েছিল। লোকটা তার ঠিকানা দেয়নি।

নামটা দেখে জিমির একটা কথা মনে পড়ল। অ্যালামোসায় ভিক্টোরিয়া হোটেলে মাইকের খোঁজ করবার সময়ে খাতায় আঠার জুনের এন্ট্রিতে এই 'জে. স্মিথ' নাম সে লক্ষ করেছিল। সেখানেও ঠিকানার ঘরে উল্লেখ ছিল না কিছু। জে. স্মিথ, আনমনে জিমি তখন ভেবেছিল, সম্ভবত কারো ছদ্মনাম হবে।

ব্যাপারটা সে সময় তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। কিন্তু এখন অ্যালামোসার তিরিশ মাইল উত্তরপশ্চিমের এক শহরে নামটা আবার দেখা যাচ্ছে। আঠার জুনের একদিন আগে ও পরে।

কেরানি জে. স্মিথকে মনে করতে পারল না।

নামটা সারা রাত খুঁচিয়ে চলল জিমি র‍্যান্ডালকে। সকালে লিভারি বার্নে খোঁজ করল সে। 'আচ্ছা, হপ্তা তিন আগে জে. স্মিথ নামে কেউ ঘোড়া রেখেছিল?'

'বেশি সময় লাগবে না বার করতে।' বার্ন মালিক হাত বাড়িয়ে খাতা টেনে নিল একটা। 'ভবঘুরেদের ঘোড়ার মার্কা লিখে রাখি আমরা,' ব্যাখ্যা করল সে। 'এই কায়দায় হামেশা ঘোড়া চোর ধরা পড়ে।'

জে. স্মিথ, খাতায় দেখা গেল সতের এবং উনিশ জুন রাতে সোরেল রেখেছিল একটা। ওটার মার্কা ছিল *ভি কে*।

'স্যান লুইস ভ্যালিতে *ভি কে* নামে র‍্যাঞ্চ আছে কোন?'

'না। তবে সরকারি ব্র্যান্ড বুকে নিশ্চয় উল্লেখ থাকবে।' ব্র্যান্ড বুকের পাতা ওল্টাতে শুরু করল লিভারি মালিক। 'পাওয়া গেছে। *ভি কে* ডস রিওস কাউন্টিতে।'

'কোথায় সেটা?'

'উত্তরপশ্চিমে ঘোড়ার পিঠে পাঁচদিনের পথ। আনকম্প্যাগ্রি আর গানিসনের মোহানায়।'

'জে. স্মিথ লোকটা দেখতে কেমন মনে আছে কিছু?'

'না। হরদম সব ভবঘুরে আসে। কাকে ছেড়ে কার চেহারা মনে রাখব!'

'ডস রিওসে যেতে হলে এরপর কোথায় রাত কাটাতে হবে?'

'সাগুয়াচি। এখানে সেখানে কিছু সেজ ঝোপ ছাড়া কিছু নেই। উত্তরে ওটাই পরের কাউন্টি সদর।'

'চিন্তিত মনে নাস্তা সারল জিমি। ওর মাথায় অস্পষ্ট একটা ধারণা ঘুরপাক খাচ্ছে। সন্দেহ নয় এটা; ও ভাবছে একটা সম্ভাবনার কথা। মাইকের চিঠিতে আঠার জুন অ্যালামোসা ডাকঘরের ছাপ। ঠিক সেই দিনই জে. স্মিথ কোন কাজে হাজির হয়েছিল সেখানে। ডেল নর্টে থেকে আঠার তারিখে তিরিশ মাইল দূরের একটা শহরে যাবার পরদিনই লোকটা আবার ডেল নর্টে ফিরে এসেছিল। কেন?

জিমির মনে রোখ চেপে গেল রহস্যটা জানতে হবে। স্যাড্‌লে চড়ে সে সাগুয়াচির পথ ধরল।

সন্ধে নাগাদ সাগুয়াচির লিভারি স্ট্যাব্‌লে উপস্থিত হল ও। 'জে. স্মিথ নামের এক লোককে আমি খুঁজছি। ওর ঘোড়াটা *ভি কে* সোরেল। ওকি এর মাঝে এসেছিল এখানে?'

'এখানে সে দুবার ঘোড়া রেখেছিল, মিস্টার,' খাতা দেখে বলল লিভারি মালিক। 'ষোল জুন রাতে, তারপর আবার কুড়ি। কী ব্যাপার? লোকটা ঘোড়াচোর নাকি?'

হোটেলেও নামটা দুদফা আবিষ্কার করল জিমি। সাগুয়াচিতে ষোল জুন রাত কাটিয়েছে জে. স্মিথ, তারপর আবার বিশ তারিখে। দীর্ঘ পথে একবার যাওয়া, পরপরই ফেরত যাত্রা, জিমি ভাবল। অ্যালামোসায় মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা কাটাবার পক্ষে পথটা লম্বাই। শুধু তা-ই নয়, ওই কয়েক ঘণ্টার পরিসরে মাইক ব্যারিও তার চিঠিটা পোস্ট করেছিল।

আসলেই কি মাইক পোস্ট করেছিল? নাকি কোন ঘোর বিপদে ছিল সে? যে কারণে ছদ্মনামে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল চিঠি ডাকে ফেলতে?

ব্যাপারটা ধোঁয়াটে। জিমি স্থির করল এ ধাঁধার জট সে খুলবেই। 'ডস রিওসে যাবার পথে,' জিজ্ঞেস করল ও, 'এরপর কোন্ শহর?'

'গানিসন,' উত্তর দিল হোটেল কেরানি। 'এখান থেকে আশি মাইল। কোচেটোপা পাসের ওপাশে। দুদিন লাগবে।'

'তারমানে কালকের রাতটা বাইরে থাকতে হবে?'

'না। কোচেটোপা ক্রিকের মাথায় আইক উইংগোর র‍্যাঞ্চ। ওখানে জায়গা মিলবে। তবে ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তে হবে তোমাকে। উইংগোর র‍্যাঞ্চ এখান থেকে একচল্লিশ মাইল—রাস্তা ভীষণ খারাপ।'

কাক ভোরে বেরোন সত্ত্বেও কোচেটোপায় পৌঁছতে পৌঁছতে জিমির দুপুর গড়িয়ে গেল। গিরিপথ থেকে পাইনবনের ভেতর দিয়ে দুটি নদীর সঙ্গমে নেমে এল সে। একটা নদী উত্তরে গানিসনের দিকে চলে গেছে। ওই নদীর বাঁকের মুখে উইংগোর র‍্যাঞ্চ। বাড়ির সাথে দোকানঘর আর এক কামরার সরাইখানা। জিমি যখন সেখানে পৌঁছল তখন সন্ধে।

'জে. স্মিথ নামে কোন লোক জুন মাসে এখানে থেমেছিল? ওর ঘোড়াটা *ভি কে* সোরেল।'

'আমরা মানুষের নাম লিখে রাখি না,' উইংগো বলল। 'তবে জুনের মাঝামাঝি সময়ে একটা *ভি কে* সোরেল দেখেছিলাম মনে পড়ছে। দক্ষিণে গেছিল লোকটা, এক হপ্তা পর উত্তরে ফিরে গেছে।'

'ও দেখতে কেমন?'

'হালকাপাতলা, থুতনির মাঝখানটা কাটা, যদ্দূর মনে পড়ছে। বলল বাছুরের সন্ধানে এসেছে। দুবারই রাতে এসেছিল, আলো ফোটার আগেই চলে যায়।'

পরদিন গানিসনের পথে পঁয়ত্রিশ মাইলের পুরোটাই উতরাই। সূর্যাস্তের বেশ আগে গন্তব্যে হাজির হল জিমি, মুলিংস হাউসে উঠল। জুনের কোন তারিখেই জে. স্মিথ নামটা পাওয়া গেল না খাতায়।

শহরের অপর তিন হোটেলে খোঁজ করল জিমি। কোনখানেই জে. স্মিথ নামের কেউ ওঠেনি। তবে টেবর হাউসে জিমি একটা নাম দুবার পেল। 'বার্ট ক্রডি, ডস রিওস'—একবার জুনের চোদ্দ এবং আবার বাইশ তারিখের পাতায় লেখা। ডস রিওস থেকে অ্যালামোসায় যেতে আসতে মোটামুটিভাবে ওই দিন দুটিতেই জে. স্মিথের এই শহর অতিক্রম করবার কথা।

জে. স্মিথ লোকটা মিথ্যুক সন্দেহ নেই। সবখানে সে রাত কাটিয়ে সকালে শহর ছেড়েছে। তাহলে বাছুরের সন্ধান করল কখন?

টমিচি স্ট্রিটে পারইয়ার্স বার্নে ঘোড়া রাখল জিমি। 'ডস রিওসের বার্ট ক্রডি এর মধ্যে এসেছিল এদিকে?' জিজ্ঞেস করল।

'দুবার,' অ্যাসলার বলল।

'হালকাপাতলা গড়ন, থুতনির মাঝখানটা কাটা, ঘোড়াটা *ভি* কে সোরেল?'

'হ্যাঁ, ও-ই। কী ব্যাপার? বার্ট কোন ঝামেলায় ফেঁসেছে নাকি?'

'না। এমনি জানতে চাইছি আরকি। ও গানিসনে খুব পরিচিত, না?'

'তা আর বলতে। বছর দুই আগে এখানে বার চালাত। শুনেছি এখন ডস রিওসে ফারো ডিল করে।'

জিমি বিছানায় গেল ধাঁধার আংশিক জবাব জেনে। ক্রডি গানিসনে পরিচিত, তাই ছদ্মনাম ব্যবহার করেনি। ডস রিওস শহর গানিসনের ভাটিতে। পথের দূরত্ব নব্বই মাইল।

শেষের এই নব্বইটা মাইল জিমি অতিক্রম করল তিন দিনে। গানিসন শহর ছাড়ার পর দ্বিতীয় রাতে মন্টরোসে পৌঁছল সে। আস্তাবলে ঘোড়া রাখার সময়ে অ্যাসলারকে ক্রডির কথা জিজ্ঞেস করল।

'ক্রডি? খুউব চিনি। ডস রিওসের সানডাউন ক্লাবে আড্ডা।'

'কদিন আগে অ্যালামোসায় গেছিল। কেন গেছিল তুমি জান কিছু?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল মন্টরোসের লিভারি মালিক, মাথা নাড়ল। 'ডস রিওসে গেল ক সপ্তাহে মারাত্মক সব ঘটনা ঘটেছে। ব্যাংক ডাকাতি, ঠাণ্ডা মাথায় দুটো খুন…ওদের একজন আবার সানডাউন ক্লাবের নর্তকী ছিল। হয়ত

ওই খুনের ব্যাপারে বার্ট ক্রডি জানত কিছু, তাই গা ঢাকা দিয়েছিল।'

'মনে হয় না,' জিমি যুক্তি দেখাল। 'তাহলে অ্যালামোসা থেকে সে ফিরত না।'

সরু চোখে তাকাল অ্যসলার। 'আমার চেয়ে দেখছি তুমিই ওর সম্বন্ধে বেশি জান, মিস্টার। ক্রডিকে তুমি নিজেই গিয়ে জিজ্ঞেস কর না কেন? ডস রিওস রেল স্টেশনের ঠিক উল্টোদিকের স্যালুনেই পাবে।'

'করব জিজ্ঞেস।' ছদিনের অমানুষিক পথশ্রমে ক্লান্ত জিমি একটা হোটেল কামরা ভাড়া নিয়েই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম লাগাল।

ডস রিওস আনকম্প্যাগ্রির ভাটিতে মাত্র বাইশ মাইলের পথ। জিমি সেখানে উপস্থিত হল মাঝ বিকেলে। রেল স্টেশনটা গুদাম এলাকা থেকে এক মাইল দূরে। রেল রাস্তার ওপারে দোতলা একটা দালান। তার মাথায় উজ্জ্বল হরফে লেখা সাইন: *সানডাউন ক্লাব*।

হিচর‍্যাকে গুটিকতক স্যাডল হর্স বাঁধা। জিমি নিজের-টা ওগুলোর পাশে বেঁধে রেখে ভেতরে গেল।

সাদা অ্যাপ্রন পরনে মাঝবয়সী এক লোক দাঁড়িয়ে বারে। তিনজন খদ্দের আছে সেখানে। বেশভূষায় মনে হয় কাউহ্যান্ড। ওদের একজন বলল, 'আরেক গ্লাস দাও, চার্লি।' ফারো ব্যাংক বন্ধ। হালকাপাতলা গড়নের এক লোক, তার থুতনির মাঝখানটা চেরা, চোখে কালো চশমা, অলস বসে তাস শাফ্‌ল্‌ প্র্যাকটিস করছে।

'বিয়ার,' বলল জিমি। ওর দৃষ্টি শাফ্‌লারের ওপর। নিশ্চয় বার্ট ক্রডি, অনুমান করল সে।

সবচেয়ে কাছের কাউহ্যান্ড তাকাল বন্ধুতার চোখে। জিমির উদ্দেশে গ্লাস উঁচু করল। 'স্বাদটা ভালই,' বিয়ারে চুমুক দিয়ে অস্ফুটে বলল জিমি। 'বিশেষ করে দুশ মাইল ঘোড়ার পিঠে পাড়ি দেয়া লোকের জন্য।'

বন্ধুসুলভ কাউহ্যান্ড মাথা দোলাল। 'লম্বা পথ, সন্দেহ নেই,' সায় জানাল।

'ছ-সাতদিন লাগল,' জিমি বলল, চোখের কোণে শাফ্‌লারকে লক্ষ করছে। 'এক বন্ধু খবর পাঠিয়েছে এখানে আসার জন্য। এখন সে দেখা দিলেই বাঁচি।'

'গরু ব্যবসার জন্য জায়গাটা আসলেই ভাল,' মন্তব্য করল কাউবয়। 'আমার তরফ থেকে আরেক গ্লাস নাও, স্ট্রেনজার।'

'থ্যাংকস। আচ্ছা, এদিকে জে. স্মিথ নামে কাউকে চেন?'

কাউবয় জে. স্মিথকে চেনে না। জিমি আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ পেল না। সহাস্যে বারে এসে দাঁড়াল শাফ্লার। 'তুমিই জিমি র‍্যান্ডাল?'

এমন বেমক্কা প্রশ্ন আশা করেনি জিমি। মুহূর্তের জন্য তার সতর্কতায় ঢিলে পড়ল। 'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম,' স্বীকার করল সে।

'আমি ক্রেডি,' অকপটে বলল শাফ্লার। 'তোমার সেই বন্ধু নিশ্চয় মাইক ব্যারি।'

জিমি আরও জানবার আগ্রহে উতলা। 'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি জান মাইক কোথায়?'

'ও জেল ভেঙে পালিয়েছে, আর অন্যরা তাকে খুঁজছে।' বারে দাঁড়ান অন্যদের মুখভাব থেকে জিমি বুঝল ক্রেডির কথা সত্যি। শাফ্লার ওদিকে বলে চলেছে, 'তোমার বন্ধুর ভীষণ বিপদ। তোমার উচিত হবে এখুনি তার উকিলের সাথে দেখা করা।'

জিমি চোখ কপালে তুলল। 'কী বিপদ ওর? উকিলের নাম? কোথায় পাব তাকে?'

'উকিলের নাম রস্কো ড্রাম।' জিমি দেখল ক্রেডির এ কথায়ও সমর্থন জানাল খদ্দেররা। 'শহরে এমনিতেই যাচ্ছিলাম আমি,' সাহায্যের হাত বাড়াল জুয়াড়ি, 'তুমি বললে তার কাছে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি।'

'যত তাড়াতাড়ি দেখা করা যায় ততই ভাল!' সানন্দে রাজি হয়ে গেল জিমি।

চশমাটা একপাশে খুলে রাখল ক্রেডি, মাথায় হ্যাট চাপাল। বাইরে গেল সে, হিচর‍্যাক থেকে ঘোড়া নিয়ে স্যাড্লে উঠে বসল। জিমি অনুসরণ করল ওকে। ওর মনে সন্দেহ দোলা দিচ্ছে। কিন্তু সে ভয় পেল না। তার কাছে পিস্তল আছে, ক্রেডি নিরস্ত্র। তাছাড়া ওরা প্রকাশ্য রাস্তায়, মাঝ বিকেলে।

ক্রডির পাশাপাশি একটা গলিপথ ধরে ডস রিওসের আবাসিক এলাকার দিকে এগোল সে। বুনো একটা খরগোশ ওদের আগে আগে ছুটছে। 'আমিই ছিলাম অ্যালামোসায়,' সরল হেসে কবুল করল ক্রডি।

'জে স্মিথ নাম ব্যবহার করেছিলে কেন?' জিমি জেরা করল।

'কারণ আছে। উকিলের কাছেই শুনো সেটা। ড্রাম চালু লোক। তোমার বন্ধুকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে সে এই ড্রাম। আমরা এবার বাঁয়ে যাব, র‍্যান্ডাল।'

উত্তরদিকে একটা ধূলিধূসর রাস্তায় মোড় নিল ওরা। পথের দুধারে ছোট ছোট গাছ আছে কিছু। আর সামান্য দূরে দূরে কয়েকটা কেবিন। বাড়িঘরের জানলাকবাট বন্ধ। শহরটা যেন ঘুমিয়ে। ধুলো উড়িয়ে একটি বাগি চলে গেল। ড্রাইভারের উদ্দেশে হাত নাড়ল ক্রডি। 'হাউডি, ডক্টর ব্র্যাস্টন—উনি কাউন্টি করোনার,' যেতে যেতে জিমিকে ভদ্রলোকের পরিচয় বলল শাফ্লার।

জিমি পকেট থেকে চিঠি বার করল একটা। 'অ্যালামোসায় পোস্ট করা হয় এটা। তুমি তখন ওখানে? এ ব্যাপারে জান কিছু?'

'অনেককিছু।' লোকটার অকপটতা জিমিকে ক্রমশ অসতর্ক করে তুলছে। 'তবে ল-ইয়ার ড্রাম যা জানে তত না। সে-ই সব বলবে তোমাকে। এই, আমরা এসে গেছি,' রাস্তার কোনা ঘুরে যোগ করল জুয়াড়ি। 'এটা ফোর্থ স্ট্রিট, আর সামনের ওই বাড়িটাই উকিলের।'

ফোর্থ স্ট্রিট জনশূন্য। আঙুরলতা ছাওয়া বারান্দার একটা কটেজের সামনে নামল ক্রডি। 'উকিল মনে হয় বাসাতেই। জানলা খোলা দেখছি। মেইন স্ট্রিটে ওর একটা অফিস আছে বটে, তবে বেশির ভাগ সময় তাকে এখানে পাওয়া যায়।'

জিমি নিরুদ্বিগ্ন নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে, ক্রডির পেছন পেছন কটেজের বারান্দায় উঠল। রাস্তার অপর পাশে কাঠের গোলা আর নাপিতের দোকান। আরেকটু সামনে মেইন স্ট্রিট।

ক্রডি নক্ করল। ওর চেহারা বাহ্যত স্বাভাবিক।

যে লোক দরজা খুলল তার চোখে রিমলেস চশমা, নাকের নিচে নিখুঁত করে

ছাঁটা একজোড়া গোঁফ। ভদ্রলোকের ঢেউ খেলান চুল মাঝখানে সিঁথি করা সুগোল মুখখানা অমায়িক। লোকটিকে জিমির সজ্জন এক আইনজীবী বলেই মনে হল। প্রশ্ন ফুটল তার চোখে, ক্রডি মসৃণ কণ্ঠে জবাব দিল।

'ল-ইয়ার ড্রাম, এর নাম র‍্যান্ডাল—মাইক ব্যারির বন্ধু। মাত্র আসছে অ্যালামোসা থেকে। এ পর্যন্ত শুধু আমার সঙ্গেই কথা হয়েছে। আমার জানা সবকিছুই ও জানে। আমি বলেছি বাকিটা তুমি ওকে বলবে। ঠিক আছে?'

ইশারা বুঝে গেল ডেল শ্যানিং। মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল তার শয়তান মস্তিষ্ক। 'থ্যাংকস, ক্রডি। বাইরে কেন, র‍্যান্ডাল, ভেতরে আসবে না?' কমিশনারের কণ্ঠস্বরে মেকি সৌজন্য।

জিমি ঠিক করেছিল বারান্দার বেশি সে এগোবে না। ক্রডিকে বিশ্বাস করা যায় না। লোকটা জুয়াড়ি, নাম ভাঁড়াতে ওস্তাদ। এতদূর এসেছে এই বিশ্বাসে, রাস্তার পাড়ে ক্রডি তার ক্ষতি করতে সাহস পাবে না।

'চলি, মিস্টার ড্রাম,' বলল ক্রডি। রাস্তায় নেমে গিয়ে ঘোড়ায় চাপল সে, মেইন স্ট্রিটে পড়ে দৃষ্টির আড়াল হল।

পরিস্থিতি এখন বদলেছে, জিমি ভাবল। সে এখন দয়ালু এই আইনজীবীর সাথে একা। ভদ্রলোক মাইকের উকিল। বন্ধুর বিপদ সম্পর্কে জানবার ব্যগ্রতা জিমির সতর্কতার শেষ রেশটুকুও মুছে ফেলল।

'মাইক ব্যারির কী হয়েছে, মিস্টার ড্রাম?' অপরিসর একটা করিডরে পা রাখল সে। ডেল শ্যানিং দরোজাটা লাগিয়ে দিল। 'ক্রডি বলছিল ও নাকি জেল ভেঙে পালিয়েছে। ঘটনাটা কী?'

জিমির পেছনে কারো উদ্দেশে আস্তে ঘাড় কাত করল কমিশনার শ্যানিং। জিমি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই একটা গান ব্যারেল আছড়ে পড়ল ওর মাথায়। চোখে অন্ধকার দেখল সে, মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

শ্যানিং জানলা দিয়ে ফাঁকা রাস্তায় নজর বোলাল। 'মনে হয় না কেউ ওকে এখানে আসতে দেখেছে, আলবার্তো। ওর ঘোড়াটা মেইন স্ট্রিটের কোন হিচর‍্যাকে রেখে এস।'

চোদ্দ

ভোর তিনটায় সাত নম্বর যখন থামল, দীর্ঘদেহী এক লোক নেমে এল সিল্ভার প্ল্যাটফর্মে। লোকটির চুল শনের মত সাদা, চেহারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট। প্ল্যাটফর্মের আশেপাশে নজর বোলাল সে। ভৌতিক এক অন্ধকারের চাদর যেন মুড়ে রেখেছে জায়গাটা। লোকটা ভাবল দুসপ্তাহ আগে যে রাতে লোনা লামদকে এখান থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয় তখনও নিশ্চয় এমনি আঁধার ছিল।

ডিপোর পেছনে টাঙা দাঁড়িয়ে ছিল একটা। ড্রাইভার দীর্ঘদেহীর স্যুটকেস তুলে নিল। 'হ্যালো, মিস্টার লংডেন। ডেনভারের সব খবর ভাল?'

যাত্রী উপেক্ষা করল প্রশ্নটা। 'আমার ভাগ্নী শহরে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'শহরেই, মিস্টার লংডেন। এর মাঝে বহুকিছু ঘটে গেছে। ও নিশ্চয় লিখেছে তোমাকে?'

লংডেন মাথা ওপরে নিচে করল। কথা বলার মত তার মনের অবস্থা না। ডস রিওসে ফিরতেও ইচ্ছে করছিল না। শ্যানিং বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ডেনভার থেকে সারাটা পথ মার্ক লংডেন নিজেকে কেবল এটাই বলেছে। কাল সে শ্যানিংয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, ভাগ্যে এরপর যা-ই থাকুক। কোথাও না কোথাও টানতেই হয় সীমারেখা।

টাঙা চালক গন্তব্য জানে। শহরে, মিকার স্ট্রিটে লংডেনের বাড়ি। ড্রাইভার টিম হর্সের লাগাম টেনে ধরল বাসার সামনে।

নিজের চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল লংডেন। হল র‍্যাকে সুসানার রাইডিং জ্যাকেটটা দেখতে পেল। পাছে ভাগ্নীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, আস্তে করে দোতলায় নিজের ঘরে উঠে গেল র‍্যাঞ্চার, বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তবে ঘুমাল না। তার মাথার ভেতর প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। ঝড়টা ক্ষতবিক্ষত করছে তাকে। বহু আগেই শ্যানিংয়ের সাথে লেনদেন চুকিয়ে ফেলেনি বলে নিজের ওপর তার রাগ হচ্ছে। ক্রুদ্ধ সে শ্যানিংয়ের ওপরেও, লোকটা এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে যা থেকে লংডেনের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ডেল শ্যানিংই লোনা লামদের হত্যাকারী।

আরও এক বছর আগে শ্যানিংয়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত ছিল। তখন সে গরুর চালান নিয়ে শিকাগোয়। খবরকাগজে শ্যানিংয়ের ছবি দেখেছিল। পত্রিকায় অবশ্য তার নাম ছিল ফ্র্যাংক ডেনবি; বলা হয়েছিল মিশিগ্যানে এক হত্যাকাণ্ডের দায়ে তাকে খোঁজা হচ্ছে। অপরাধ বহুকাল আগের, কিন্তু সম্প্রতি তাকে নিউ অরলিন্স ও স্যান অ্যান্টনেতে দেখা গেছে এই অসমর্থিত খবরের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয় ওটা।

তখুনি লংডেনের উচিত ছিল শ্যানিংকে ধরিয়ে দেয়া। কিন্তু ততদিনে অসংখ্য ডানহাত বামহাতের কারবারে লোকটার সাথে সে জড়িয়ে গেছে। শ্যানিংয়ের অভাবে কাউন্টির ওপর তার কর্তৃত্ব খর্ব হবে। শ্যানিংকে সে কেবল সাবধান করে দিয়েছিল পত্রিকাটা দেখিয়ে, তারপর গোটা ব্যাপারটা ভুলে যেতে চেষ্টা করেছিল মনগড়া যুক্তি খাড়া করে। শ্যানিংয়ের অতীত ঘাঁটাঘাঁটির কোন প্রয়োজন নেই তার। বরং সে কিছু জানে না এমন ভান করাই ভাল।

কিন্তু কাজ হয়নি এতে। মাসের পর মাস রাজনীতির নোংরামিতে শ্যানিং আর লংডেনের ভাগ্য একসুতোয় বাঁধা পড়েছে। শ্যানিংয়ের ছাত যদি ধসে পড়ে, লংডেনেরটায় কিছু না হলেও ফাটল ধরবে। ডেল শ্যানিং বোঝে এটা। তাই অস্ত্র হিসেবে বরাবর সে একেই ব্যবহার করে আসছে সুচতুরভাবে। লংডেনের ওপর মুঠি শক্ত করতে শ্যানিং এমনকি তার গোপন একটা ব্যবসার মুনাফা আধাআধি ভাগ করার প্রস্তাবও রেখেছিল।

নিজের বিবেকের কাছে অন্তত এই একটি ব্যাপারে পরিষ্কার লংডেন। ঘৃণ্য প্রস্তাবটা সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সানডাউন ক্লাব বা লোনা লামদের মত নর্তকীদের কামাইয়ে ভাগ বসাবার মত নোংরা অভিরুচি তার হয়নি।

ভোরের দিকে ঘণ্টা খানেক তন্দ্রামত এসেছিল লংডেনের। তারপর শুনল

সুসানা তাকে নাস্তা খেতে ডাকছে। হলওয়েতে মামার স্যুটকেস দেখেছে ভাগ্নী।

কিচেনে নেমে গেল লংডেন। ওর গালে আলতো চুমু খেল সুসানা, তারপর পিছিয়ে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মামার মুখের দিকে। তার চেহারায় আগের সেই রুক্ষতা নেই, সেখানে ফুটে উঠেছে রাজ্যের ক্লান্তি। 'তুমি কম করেও কুড়ি পাউন্ড হারিয়েছ, আংক্‌ল্‌ মার্ক।'

জোর করে হাসল লংডেন। 'চল্লিশ হলে আরও ভাল হত, পাগলি।'

লংডেনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এখন ভাগ্নীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ। সুসানার মা, অর্থাৎ তার বোন, মারা গেছে দশ বছর। সেই থেকে মার্ক লংডেনের আপনজন বলতে ওই মেয়ে। ওকে পুবের স্কুলে পড়িয়েছে সে, নিজের সম্পত্তির ওয়ারিশ করেছে। আজ লংডেন বুঝতে পারছে কাউন্টি পরিচালনায় তার দুর্নীতির কথা ফাঁস হয়ে গেলে ধিক্কারই হবে সুসানার একমাত্র উত্তরাধিকার। এখন, আজই, যে কাজ করতে যাচ্ছে সে আরও আগেই তা করা উচিত ছিল। সে শুধু পিছিয়ে গিয়েছিল সুসানা নিদারুণ আঘাত পেতে পারে মনে এই আশঙ্কায়।

'আমার চিঠি পেয়েছিলে?' সুসানা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল। 'মাইক ব্যারির পালানর ব্যাপারে লিখেছিলাম।'

লংডেনকে গম্ভীর মাথা দোলাতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুসানা। ওর ভয় ছিল ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়ায় মামা তিরস্কার করবে। নিশ্চয় অন্য সকলের মত মামারও বিশ্বাস মাইক দোষী। আই উইটনেসদের সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই তার। তাছাড়া মাইককে পালাতে সাহায্য করে সুসানা আইন ভেঙেছে।

কিন্তু লংডেন কৌতূহল দেখাল অন্য প্রসঙ্গে। 'লোনা লামদ হত্যার মীমাংসা হল কোন?'

'এখনও হয়নি, আংক্‌ল্‌ মার্ক। ওদের ধারণা প্রসাদবঞ্চিত কারো হয়ে থাকবে কাজটা।' মুহূর্তে প্রসঙ্গ বদলাল সুসানা। 'মাইক এখন ওর বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা আসার পর ও সম্ভবত আত্মসমর্পণ করবে।'

মামা কথাটা শুনতে পেয়েছে মনে হল না। 'চার্লি ডাউন্স কী বলছে? মানে লোনার ব্যাপারে আরকি?'

সুসানার বিস্মিত দৃষ্টি লংডেনের কাছে জানতে চাইল কেন সে বাজারে ওই মেয়ের মৃত্যু সম্পর্কে এত জেরা করছে? মাইক ব্যারি আরও ঘনিষ্ঠ ওদের। মাইক র‍্যাঞ্চে ওদের অতিথি হয়েছিল। সেখানে সে কাজ করেছে। মামা জানে সুসানা তাকে বন্ধু করেছে। পাহাড়ে ওকে পালাতে সাহায্য করে দুনিয়াসুদ্ধ মানুষকে কথাটা সে জানিয়েও দিয়েছে। এরপরও কেন মামা মাইক ব্যারির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না?

কারণটা লংডেন ভাগ্নীকে জানাতে পারত কিন্তু জানাল না। লোনা লামদকে হত্যা করা হয়েছে। ব্যারিকে না। অন্তত এখনও। ওই হত্যাকাণ্ডই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে লংডেনকে।

খানিক পর সে শ্যানিংয়ের দোকানে গেল। মালিক নেই। কোর্টহাউসেও পাওয়া গেল না তাকে। শেষমেশ মার্ক লংডেন ফোর্থ স্ট্রিটের কটেজে হানা দিল।

আলবার্তো দরজা খুলল। নাস্তা খাচ্ছিল শ্যানিং। মাথা ইশারায় আলবার্তোকে বিদায় হতে বলল র‍্যাঞ্চার।

'তুমি বাইরে থেকে ঘুরে এস, আলবার্তো,' শ্যানিং বলল। 'তারপর, কবে ফিরলে, মার্ক?'

সিগার অফার করল সে, কিন্তু লংডেন সেটা স্পর্শও করল না। 'লোনা লামদকে তুমি খুন করেছ?' সোজাসাপ্টা জিজ্ঞাসা র‍্যাঞ্চারের।

জবাব যেন তৈরিই ছিল শ্যানিংয়ের। 'প্রশ্নই ওঠে না। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আচ্ছা, কেন তোমার ধারণা হল আমি...?'

'তোমার মোটিভ আছে বলেই মনে হয়েছে কথাটা,' কমিশনারকে থামিয়ে দিয়ে বলল লংডেন। 'ব্যাপারটা আমি না জানলেই ভাল ছিল। কিন্তু জানি। লোনা তোমার মেয়েমানুষ ছিল। তোমাকে সে বিপদে ফেলতে পারত।'

'পা-গ-ল,' বিড়বিড় করে বলল শ্যানিং। 'তুমি বা চার্লি ডাউন্স যতটুকু জানে তারচেয়ে বেশি ওই মেয়ে জানত না। ও কেবল জানত সানডাউনের মালিক আসলে আমি, যদিও কাগজেপত্রে নাম চার্লির।'

'আরও অনেককিছু জানত লোনা,' বিদ্রূপ করল লংডেন। 'জানত লিডভিল

থেকে তুমিই এখানে আনিয়েছ ওকে। ওর মাধ্যমে গোপন ব্যবসা ফেঁদেছ। এক সময় লোনার রূপে মজে ছিলে তুমি, এমনকি বিয়ের ওয়াদা পর্যন্ত করেছিলে। তারপর তোমার মজা যখন শেষ হয়ে গেল, তুমি ওকে ছুড়ে ফেলতে চাইলে ছিবড়ের মত। কিন্তু ততদিনে ও জেনে গেছিল বার্ট ক্রডিকে কেন তুমি অ্যালামোসায় পাঠিয়েছ।'

'তাতে কী?' রুখে উঠল শ্যানিং। 'তুচ্ছ এই কারণে ওকে খুন করতে পারি না আমি।'

'মুশকিল তো সেখানেই। লোনা আবার সবকিছু রস্কো ড্রামের কাছে ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল। তাই তোমাকে পথের কাঁটা দূর করতে হয়েছে।'

শ্যানিংয়ের ঠোঁট বেঁকে গেল। 'তুমি এর কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।'

'আমার দায়ও পড়েনি প্রমাণ করার। আমি কেবল তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যাচ্ছি, ডেল শ্যানিং। তুমি একটা নরকের কীট। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।'

দেঁতো হাসল অপরজন। 'ব্যাপারটা অত সহজ না, মার্ক। কাউন্টি বোর্ডে আমাদের দুজনারই স্বার্থ এক।'

'ওটাও আর এক থাকছে না,' ঝাঁঝিয়ে উঠল লংডেন। 'আমি আজই ইস্তফা দিচ্ছি।'

শ্যানিং অপলকে চেয়ে থাকল একটুক্ষণ, তারপর কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াল। 'ইস্তফা দিলে তুমি ডুববে, মার্ক! আর একবার ভাব,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় অনুনয় করল সে। 'তোমার সাহায্য ছাড়া ড্রামকে আমি হারাব কীভাবে? আর ড্রামকে হারাতে না পারলে দুর্নীতির ব্যাপারগুলো ধামাচাপা দেয়া যাবে না।'

'আমি আর এর মধ্যে নেই.' মার্ক লংডেন আপন সিদ্ধান্তে অটল। অকস্মাৎ এখন তাকে ভীষণ বুড়ো দেখাচ্ছে। তবে এখনও তার মাথা শ্যানিংয়ের ওপরে।

'তোমাকে জেলের ঘানি টানতে হতে পারে,' শ্যানিং ভয় দেখাল।

'হোক। আমি পরোয়া করি না।'

শ্যানিং তাকাল ভীত চোখে। 'ইস্তফা ছাড়া তুমি আর কিছু করবে না তো?'

'সম্ভব হলে শহরেও আসব না। আমি গরু ব্যবসায়ী, রেনজই আমার জায়গা।'

'একটু দাঁড়াও।' শ্যানিং সন্ত্রস্ত। 'এস, আমরা বরং আলোচনায় ফয়সালা করি সবকিছু। দিন কতক ভাব ব্যাপারটা নিয়ে। দেখবে তুমি মত বদলেছ।'

'ভাববার জন্যই ডেনভারে গেছিলাম। আমি যখন ভাবছিলাম নদীতে তখন এক মেয়ের লাশ পেল ওরা। তুমি ঠাণ্ডামাথার খুনি, শ্যানিং। একদিন তুমি ঠিক ফাঁসিতে ঝুলবে। তোমার ওই টেক্সান চাকরটাও। ছুঁয়ো না আমাকে, তুমি একটা ছুঁচো!' শ্যানিং মিনতির হাত রেখেছিল লংডেনের বাহুতে। ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল লংডেন, তারপর শ্যানিংয়ের বুকে জোরে ধাক্কা মারল। সেই ধাক্কায় ঘরের আরেক প্রান্তে ছিটকে পড়ল লোকটা। চলে যাবার জন্য ঘুরল মার্ক লংডেন। কিন্তু আলবার্তো দরজায় তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। স্পানিয়ার্ড বাইরে গিয়েছিল ঠিকই—তবে করিডরে। ভেতরে উত্তেজিত কণ্ঠে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে কৌতূহলবশে ফিরে এসেছে।

'ওকে আটকাও, আলবার্তো!' মৃগী রোগীর মত চিৎকার করল শ্যানিং। 'মার্ক উন্মাদ হয়ে গেছে! সোজা ড্রামের কাছে গিয়ে···

পিস্তল বার করল আলবার্তো। মার্ক লংডেনের দিকে তাক করল।

লংডেন একনজর দেখল অস্ত্রটা—পরক্ষণে তার সম্পর্কে শ্যানিংয়ের কথাই সত্যি হয়ে উঠল। উন্মাদ হয়ে গেল সে। বন্দুকের নলে বুক পেতে দেবার মত উন্মাদ। দীর্ঘদিন শ্যানিংয়ের ছলনায় ভুলে ছিল সে; কিন্তু পিস্তলের ভয় দেখান অন্য ব্যাপার। অনেকদিন হয় বিবেকের কাছে হেরে আছে মার্ক লংডেন, তাই বলে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে কেউ তাকে বশ করতে পারবে না।

ক্ষিপ্ত দৈত্যের মত লাফিয়ে সামনে এগোল র‍্যাঞ্চার, এক থাবড়ায় পিস্তলটা ফেলে দিল আলবার্তোর হাত থেকে। অপর হাতে ঘুসি মারল ভাকুয়েরোর গালে। এরপর দানবীয় এক শক্তিতে আলবার্তোকে সে মাথার ওপর তুলে ধরল।

শ্যানিং উঠে দাঁড়াচ্ছিল যখন পাঁই করে তার দিকে ঘুরল লংডেন। 'দূরে থাক আমার রাস্তা থেকে—তোমরা দুজনেই!' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। তারপর আলবার্তোকে ছুড়ে ফেলল শ্যানিংয়ের ওপর। প্রবল সেই ভারে বাঁকা হয়ে গেল

শ্যানিং, আবার ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তার দেহরক্ষী অজ্ঞান, হাতপা ছড়িয়ে পড়ে থাকল মনিবের গায়ের ওপর।

শ্যানিংয়ের মনে হল কমপক্ষে তার দুটো পাঁজর ভেঙে গেছে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল ওর; টের পেল না লংডেন বুটের শব্দ তুলে নেমে যাচ্ছে রাস্তায়।

ডানে বাঁয়ে কোনদিকে তাকাল না মার্ক লংডেন, সোজা চলে এল কোর্টহাউসে। কাউন্টি ক্লার্কের অফিস নিচতলায়। র‍্যাঞ্চার সেখানে ঢুকে দায়সারা অভিবাদন জানাল জেস ব্লিটকে। কাউন্টি ক্লার্ক ব্লিট সাচ্চা আদমি, লংডেন-শ্যানিং চক্রের কাছে দায়বদ্ধ নয়। 'তোমার জন্য কিছু করতে পারি, কমিশনার?'

'কাগজ আর কলম দাও, জেস।'

গম্ভীর মুখে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে পদত্যাগপত্র লিখল লংডেন। পত্রের শেষে 'অবিলম্বে কার্যকর হবে' একথা উল্লেখ করে তলায় নিজের নাম দস্তখত করল।

'এটা নোটিস কর, জেস।'

কাগজটা পড়ে চোখ কপালে তুলল কেরানি ব্লিট। 'কী ব্যাপার, মিস্টার লংডেন?'

'কিছু না, জেস। রাজনীতি আর ভাল লাগছে না। এখন থেকে আমি শুধু গরু ব্যবসা নিয়েই থাকব।' চকিতে ঘুরেই বেরিয়ে এল লংডেন।

র‍্যাঞ্চারের মনে পড়ল দোতলায় কমিশনার্স অফিসে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের একটা ফাইল আছে তার। র‍্যাঞ্চে সেগুলো নিয়ে যাওয়া দরকার।

দোতলায় উঠে কথাবার্তার আওয়াজ পেল সে। কমিশনার্স অফিস থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠগুলো। খোলা ছিল দরজা। লংডেন দেখল একটা ডেস্কের সামনে চারজন লোক দাঁড়িয়ে। কমিশনার ড্রাম ডেস্কে বসে। লংডেন আর শ্যানিংয়ের ডেস্ক খালি।

ড্রাম জেরা করছিল। সম্ভবত ব্যারির ব্যাপারে নতুন কোন তথ্য জেনেছে সে। কামরায় অন্যরা: ডাক্তার ব্র্যাস্টন, লিভারি মালিক ফ্র্যাংক শিল্ডস, ড্যানিং নামের এক *বার আই* কাউবয়, এবং সানডাউন ক্লাবের বার্ট ক্রডি।

ক্রডিকে দেখে দরজায় থমকে দাঁড়াল লংডেন। ক্রডি ডেল শ্যানিংয়ের অনুচর। নিশ্চয় কোন ঘাপলা আছে।

'আমি নিজে চোখে দেখেছি ওদের,' ডাক্তার ব্র্যাস্টন বলল। 'কাল তিনটের দিকে বাগিতে চেপে পামার স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন এক অচেনা লোকের সাথে ক্রডিকে দেখেছি। লোকটা বাদামি রঙের ঘোড়ায় চড়ে ছিল, ঘোড়াটার পায়ে সাদা ছোপ আছে।'

কাউবয়ের উদ্দেশে ফিরল ড্রাম। 'তুমি বলছ তুমি ওর সাথে বিয়ার পান করেছ?'

সত্যবাদী বলে সুনাম আছে জো ড্যানিংয়ের। 'হ্যাঁ, মিস্টার ড্রাম। লোকটা বলেছিল তার নাম র‍্যান্ডাল, মাইক ব্যারি তার বন্ধু। বলেছিল ব্যারির সাথে দেখা করতে অনেক দূর থেকে সে আসছে। জিজ্ঞেস করেছিল কোথায় তাকে পাওয়া যাবে।'

ড্যানিংকে সমর্থন জানিয়ে কাহিনীর বাকি অংশটা পুরো করল বার্ট ক্রডি। 'ঠিক। স্যালুনে আমরা সবাই ওর কথা শুনেছি। আমি জানালাম ওর বন্ধু ব্যারি বিপদে। বললাম ব্যারি জেল ভেঙে পালিয়েছে, লুকিয়ে আছে এখন। সে ব্যারির বন্ধু হয়ে থাকলে এখুনি যেন তার উকিলের সাথে দেখা করে। র‍্যান্ডাল জিজ্ঞেস করল কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। শহরে এমনিতেই আসছিলাম আমি, তো বললাম তোমার অফিসটা দেখিয়ে দেব, মিস্টার ড্রাম।'

অ্যাটর্নি পলকহীন চোখে তাকাল ক্রডির দিকে। 'সত্যিই দেখিয়ে দিয়েছিলে?'

'অবশ্যই। পথে ডাক্তার ব্র্যাস্টনের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের। থার্ড আর মেইন স্ট্রিটের মুখে এসে আমি ওকে ব্যাংকের দোতলায় তোমার অফিসের জানলাটা দেখিয়ে দিই। সে হিচর‍্যাকে ঘোড়া বাঁধতে গেল। আমি এক্সপ্রেস অফিসে নিজের কাজে গেলাম। ছেলেটার সাথে ওটাই আমার শেষ দেখা।'

ড্রামের দৃষ্টি লিভারি মালিকের দিকে ঘুরল। 'তুমি ঘোড়াটা কখন প্রথম দেখেছ, ফ্র্যাংক?'

'তিন-সাড়ে তিনের দিকে হবে,' শিল্ডস্ বলল। 'অচেনা ব্র্যান্ডের ঘোড়া

থাকলেই আমার চোখে পড়ে। এটা কাহিল হয়ে ছিল, মনে হল পানি খাওয়ান দরকার। বাদামি ঘোড়া, পায়ে সাদা ছোপ। ভেবেছিলাম ওটার খোঁজে আসবে কেউ। আসেনি, আমার আস্তাবলেই আছে এখনও।'

ড্রাম পালা করে মাপল সাক্ষীদের। এদের বয়ানে খুঁত নেই। অন্তত তিনজনকে বিশ্বাস করা যায়। 'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই,' ইতি টানল সে, 'জেমস র‍্যান্ডাল ব্যাংকের হিচর‍্যাকে ঘোড়া বেঁধে রাখার পর হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। জানলা থেকে ঘোড়াটা আমিও দেখেছি। কিন্তু আমার কাছে ছেলেটা আসেনি।'

আর শুনবার ধৈর্য হল না লংডেনের। তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পরে নিলেও চলবে। সুসানাকে দিয়ে ওগুলো সে র‍্যাঞ্চে আনিয়ে নেবেখন। প্রথম কাজ এখন ডেল শ্যানিংয়ের ষড়যন্ত্র আর বেঈমানি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা।

বাইরে বেরিয়ে সোজা সে শিল্ডসের বার্নে গিয়ে একটা স্যাড্‌ল্‌ হর্স ভাড়া করল। তারপর পা থেকে ডস রিওসের ধুলো ঝেড়ে ছুটে চলল তার শান্ত পরিচ্ছন্ন র‍্যাঞ্চের আশ্রয় অভিমুখে। বিস্ফোরণের সময় ঘনিয়ে আসছে। হিচর‍্যাক আর দোতলার একটা অফিসের মধ্যবর্তী জায়গায় একজন মানুষ কীভাবে উধাও হতে পারে, মার্ক লংডেন তা বুঝতে অক্ষম। কিন্তু তার বদ্ধমূল ধারণা এর পেছনেও আছে ডেল শ্যানিং। প্রতি পলে শ্যানিংয়ের দড়ি ছোট হয়ে আসছে এখন।

যখন ধস নামবে তার ধাক্কা মার্ক লংডেনের গায়েও লাগবে খানিকটা। লাগুক! সে-ই দায়ী এজন্য, সতিক্ততায় স্বীকার করল গুরু ব্যবসায়ী। এ মুহূর্তে সে কেবল এটুকুই জানে রাজনীতি একটা নোংরা কাজ এবং এর সঙ্গে তার সংশ্রব চিরদিনের মত শেষ।

পনের

সুসানা আর রোয়েনা পামার স্ট্রিটের দুপাশের বাড়িঘরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। গ্রিগ্‌সের বাড়ি দিয়ে আরম্ভ করল ওরা, উত্তরে ফোর্থ স্ট্রিটের দিকে এগোল। প্রত্যেক দরজায়ই ওদের প্রশ্ন হল এক।

'আমি দেখিনি, সুসানা,' বলল মিসেস গ্রিগ্‌স্। তিনটার দিকে আমি রান্নাঘরে ছিলাম।'

পরের দরজায়ও ভাগ্য খুলল না সুসানার। এরকম জায়গাতেই ডাক্তার ব্র্যাস্টন দেখেছিল ক্রডির সাথে এক অচেনা যুবককে ।

রাস্তার এপাশ থেকে সুসানা দেখল রোয়েনাও ঢুঁ মারছে অপর দিককার বাড়িঘরে। ফোর্থ স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে সংগৃহীত তথ্যগুলো মেলাল ওরা।

'এলা ব্রাউন দেখেছে ওদের,' রিপোর্ট করল রোয়েনা। 'ক্রডির সাথে বাদামি ঘোড়ায় সুদর্শন এক যুবক। এলা বলল এখানে ওরা কোনা ঘুরে ফোর্থ স্ট্রিটের পুবে চলে যায়।'

ওটাই, সুসানা ভাবল, ড্রামের অফিসে যাবার যুক্তিসঙ্গত পথ। ফোর্থের পুবে এক ব্লক পরে মেইন স্ট্রিট, সেখান থেকে উত্তরে এক ব্লকেরও কম তফাতে ব্যাংক বিল্ডিং হিচর‍্যাক। 'তুমি কাঠের গোলায় জিজ্ঞেস কর, রোয়েনা। আমি নাপিতের দোকানটা দেখছি।'

কাঠগোলার কেরানি বা বার্বারশপের নাপিত কেউই মনে করতে পারল না, আগের দিন বেলা তিনটায় দুজন রাইডারকে তারা যেতে দেখেছে। বসতবাড়ি বলতে এ পাড়ায় ডেল শ্যানিংয়ের কটেজ। সুসানা চিন্তিত চোখে তাকাল ওদিকে। দরজা-জানলা সব বন্ধ, কেমন যেন পোড়ো পোড়ো ভাব।

মোটামুটি এরকম জায়গায় তিন ব্যাংক ডাকাত ছুটে বেরিয়েছিল গলি থেকে। তাদের দুজন ধরাশায়ী হয় গুলিতে, অপরজন অন্য একটা ঘোড়া ধরে পালিয়ে যায়। কটেজের বারান্দা থেকে গোটা দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল শ্যানিং।

'আমার এখনও বিশ্বাস, রোয়েনা, মাইক ব্যারি সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে শ্যানিং। এর কারণ আমরা জানতে পারিনি। এবার মাইকের এক বন্ধু শ্যানিংয়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার পর গায়েব হয়ে গেল। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি যাব আর আসব।'

সুসানা গাছপালায় ঘেরা কটেজের দরজায় গিয়ে নক্ করল। বেশ কয়েকবার করাঘাতের পর সাড়া মিলল। আলবার্তো খুলল দরজা, তাও একচিলতে ফাঁক করে। 'জ্বি, সিনোরিটা?' ওর কণ্ঠ বিনীত তবে সতর্ক।

সুসানা লক্ষ করল ভাকুয়েরোর বাম চোখের নিচের অংশে কালসিটে। 'মিস্টার শ্যানিংকে খবর দাও?' বলল সুসানা।

'দুঃখিত,' মিনমিন করল চাকর। 'মালিক আজ ওঠেননি। বদহজম। কিছু বলতে হবে?'

আলবার্তোর চোখের তারায় শঠতা। সুসানা বুঝল ওর পেট থেকে কথা আদায় করা যাবে না। মামার ইস্তফার খবর শুনেছে ওরা? ঘণ্টা দুয়েক আগে শহরে বোমার মত ফেটে পড়েছে খবরটা। সুসানা নিজেও বিস্মিত হয়েছে—আবার সেই সঙ্গে খুশিও। পদত্যাগের একটি কারণই কেবল জানাতে পেরেছে কাউন্টি ক্লার্ক রাজনীতির ওপর ঘেন্না জন্মে গেছে মার্ক লংডেনের, এখন থেকে সে শুধু গরু ব্যবসা নিয়েই থাকবে। সুসানা নির্দ্বিধায় ব্যাখ্যাটা মেনে নিয়েছে। বেশ কিছুদিন হল মামাকে সে এটাই বোঝাচ্ছিল।

আলবার্তোকে ও বলল, 'কাল তিনটার দিকে বার্ট ক্রডির সাথে একজন নতুন লোক এখান দিয়ে গেছে। তুমি দেখেছ ওদের?'

ভাকুয়েরো জবাব দিল তড়িঘড়ি। 'দেখেছি, সিনোরিটা। আমি তখন বারান্দা ঝাড় দিচ্ছিলাম। ওদের আমি মোড় ঘুরে ওদিকে যেতে দেখেছি।' মেইন স্ট্রিট পানে ইশারা করল আলবার্তো।

'ধন্যবাদ।' সুসানা রাস্তায় রোয়েনার সাথে মিলিত হল আবার. খানিক দূর

এগোতেই বাড গ্রেডনের দেখা পেল। বাডও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল মেইন স্ট্রিটের দোকানগুলোয়।

'কেবল একজন জানাল সে ক্রডিকে দেখেছে,' বাড বলল। 'ক্রডি একাই পার হয়েছে থার্ড স্ট্রিট। বাদামি ঘোড়া যেখানে বাঁধা ছিল সেই র‍্যাক থেকে জায়গাটা পঞ্চাশ কদম মত দূরে হবে।'

সুসানার আনা খবর শুনল বাড, উৎফুল্ল কণ্ঠে শিস বাজাল। 'শ্যানিং তাহলে বিছানায়! ওর চাকরকে দেখে মনে হচ্ছে মারামারি করেছে!'

'হিচর‍্যাকে ঘোড়া জিমি র‍্যান্ডাল নিজেই বেঁধেছিল,' সুসানা মনে করিয়ে দিল, 'এটা কিন্তু শুধু ক্রডির বক্তব্য। ব্যস্ত রাস্তায় কারোরই খেয়াল করার কথা না কে কোন্ ঘোড়া বাঁধছে। ব্যাংকে খোঁজ নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। ঘোড়া ওরা দেখেছে তবে বিকেল চারটেয় ব্যাংক বন্ধ করার আগে নয়। এমুহূর্তে সবার মুখে শুধু তোমার মামার ইস্তফার কথা। অন্য কোন আলোচনায় যেতে চাইছে না কেউ। ব্যাপারটা সবাইকে চমকে দিয়েছে ভীষণ।'

'তোমার ধারণা শ্যানিং কারণটা জানে?'

চোখ সরু করল বাড। 'মনে হয়। তোমরা দাঁড়াও, আমি জিজ্ঞেস করে আসি।'

একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'চল, আমিও যাচ্ছি।' রস্কো ড্রাম মিলিত হল ওদের সঙ্গে। 'ভুল জায়গায় যাবার সময় কখনও একা যেতে নেই।' মেয়ের দিকে ফিরে ঠোঁটের কোণে হাসল হাসল আইনজীবী। 'আমরা যদি আধঘণ্টার মধ্যে না ফিরি, পাগলা ঘণ্টি বাজাস।'

অ্যাটর্নির পাশাপাশি শ্যানিং কটেজের উদ্দেশে এগোল বাড গ্রেডন। 'নতুন কিছু জানলে?' পথে বাড শুধাল।

'দুটো জিনিস, বাড। ফ্র্যাংক শিল্ডসের কাছে জেনেছি। শ্যালিংকে যখন বলব তোমার কান খোলা রেখ।'

কটেজে সামনের দরজা বন্ধ। নক্ করে সাড়া পাওয়া গেল না। 'পেছনে চেষ্টা করা যাক,' প্রস্তাব দিল বাড।

পেছনে গিয়ে রান্নাঘরের জানলাপথে ওরা দেখল আলবার্তো চুলোর পাড়ে।

ওর পরনে অ্যাপ্রন, স্যুপ জ্বাল দিচ্ছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বাড, পেছন পেছন ড্রাম।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে ফিরল স্পানিয়ার্ড। ওর বাম চোখের নিচটা ফুলে আছে নীল হয়ে। 'নক্ করতে পার না!' রাগে গজ্‌গজ্ করল ভাকুয়েরো। তার সঙ্গে পিস্তল নেই। বাডের কাছেও না।

'সামনের দরজায় করেছিলাম। তোমাকে কে ঘুসি মারল আলবার্তো?'

'কেউ না। সেলারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছিলাম।' বুকে হাত বেঁধে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল আলবার্তো। 'মালিক ওখানে, তোমরা যেতে পার।' ইশারায় শোবার ঘরটা দেখাল সে। 'তবে উনি...

'আমরা জানি,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল বাড। 'পেটের ব্যথায় কাতর। কে অমন অবস্থা করল ওর? জিমি র‍্যান্ডাল?'

'নামটা,' আলবার্তো বলল আড়ষ্ট গলায়, 'আমার অপরিচিত।'

অ্যাটর্নি ড্রাম জেরা শুরু করল এবার। 'মার্ক লংডেনের সঙ্গে কোন ঝগড়া হয়েছে নাকি ওর?'

চাকর মাথা নাড়ল। 'ওরা বন্ধু। লংডেন ইস্তফা দেয়ায় মালিক দুঃখ পেয়েছেন। তবে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়নি।'

ড্রামের পরের প্রশ্নটা রীতিমত চমকে দিল বাড গ্রেডনকে। 'কাল রাতে ব্লন্ট আর মিডৌস নামে দুজন লোক এসেছিল এখানে?'

'আমি ওদের চিনি না, সিনর। তবে রাতে এখানে কেউ আসেনি।'

'বার্ট ক্রডি শিল্ডসের বার্নে ঘোড়া রাখে। একটা *ভি কে সোরেল*। মাত্র আমি জানলাম ওটা নিয়ে দুহপ্তার জন্য সে উধাও হয়েছিল। কোথায় গেছিল বা কেন—জান কিছু?'

'না, সিনর।'

'শিল্ডসের বার্নে আরও শুনলাম ব্লন্ট আর মিডৌস রাতে একটা বাকবোর্ড ভাড়া করেছিল। সকালে ফিরিয়ে দিয়েছে। ওই ব্যাপারে কিছু জান?'

আলবার্তো মাথা নাড়ল আবার।

'ওর ওপর নজর রাখ, বাড। আমি শ্যানিংকে জেরা করতে যাচ্ছি।'

ড্রাম শোবার ঘরের ভেতর পা বাড়াল। বাড রান্নাঘরে থাকল আলবার্তোর সাথে। 'অ্যাটর্নি মনে হয় কিছু জানতে পেরেছে, আলবার্তো। জিমি র‍্যান্ডালের রহস্যজনক উধাও হবার ব্যাপারে। আচ্ছা, তুমি সেলারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছ বললে না? চল, জায়গাটা একবার দেখে আসা যাক।'

বাডকে বিস্মিত করে এককথায় রাজি হয়ে গেল আলবার্তো। পায়ে পায়ে বাডের সাথে সেলারে নামল সে। দ্রুত চারপাশে নজর বুলিয়ে বাড বুঝল ওখানে লুকোচুরির কোন ব্যাপার নেই।

রান্নাঘরে ফিরে ওরা দেখল ড্রাম অপেক্ষা করছে। অ্যাটর্নির সাথে পেছনের কাঁচা উঠনে বেরিয়ে এল বাড। উঠনের পাশ দিয়ে গলি চলে গেছে। মাটিতে টাটকা চাকার দাগগুলো বাড়িতে গাড়ি জাতীয় কোন বাহনের আগমন ও নির্গমনের কথা ঘোষণা করছে।

'কাল রাতে ব্লন্ট আর মিডৌসের ভাড়া করা বাকবোর্ড হতে পারে,' ড্রাম আপন মনে বলল। 'শ্যানিং অবশ্য স্বীকার করেনি কিছু। লোকটা সত্যি অসুস্থ। তবে আমার যেন মনে হল ব্যথা যত না তারচেয়ে বেশি ভয়ে কাতর হয়ে আছে সে।'

মেইন স্ট্রিটে ফেরার পথে সূত্রগুলো জোড়া দেবার প্রয়াস পেল বাড। 'সানডাউন বারে কী কথা হয়েছিল আমরা জানি। ওখান থেকে ক্রডির সাথে শহরে রওনা হয় র‍্যান্ডাল। নিশ্চয় সে জিজ্ঞেস করবে তার বন্ধুর বিরুদ্ধে কী প্রমাণ আছে। ক্রডি দুজন আই উইটনেসের কথা বলবে। শ্যানিংয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ক্রডি হয়ত এটাও বলবে ওই বাসায় থাকে তারা।'

এই পর্যায়ে গল্পটা নিজের মত করে সাজাল ল-ইয়ার ড্রাম। 'ধরা যাক ব্যাংক অবধি গিয়ে বিচ্ছিন্ন হল ওরা। র‍্যান্ডাল ঘোড়া বেঁধে আমার অফিসের দিকে রওনা হল। কিন্তু সে তখন রাগে ফুঁসছে। যারা তার বন্ধুর নামে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। তার মেজাজ এত চড়ে গিয়ে থাকতে পারে যে সে ভাবল আমার সাথে দেখা করার আগে নিজেই একবার মোকাবেলা করবে সাক্ষীদের। সুতরাং এটা খুবই সম্ভব, র‍্যান্ডাল শ্যানিংয়ের বাসায় ফিরে গিয়েছিল এবং...

'এখানেই আসছে,' বাধা দিয়ে বলল বাড, 'বাকবোর্ডের প্রসঙ্গ। র‍্যান্ডালকে যদি কাবু করে থাকে ওরা, রাতের আগে সরাতে পারবে না। তাই ভাড়াটে দুই গুণ্ডাকে খবর পাঠিয়েছিল গভীর রাতে বাকবোর্ড নিয়ে আসতে। বেঁচে আছে কি-না জানি না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাকবোর্ডে করেই র‍্যান্ডালকে সরান হয়েছে ওখান থেকে।'

'আমাদের অনুমান এটা,' ড্রাম বলল। 'তবে একেবারে অযৌক্তিক না। ক্রডিকে বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাসযোগ্য শেষ যে সাক্ষী র‍্যান্ডালকে দেখেছিল সে এলা ব্রাউন। শ্যানিংয়ের বাড়ির আধ ব্লক আগে র‍্যান্ডালকে সে মোড় ঘুরতে দেখে।'

সুসানা আর রোয়েনার সাথে মিলিত হল ওরা। বাড ওদের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাল। 'একটা জিনিস আমরা ঠিক জানি,' বলল সে, 'কাল শহরে আসার পর উধাও হয়েছে র‍্যান্ডাল। মাইক ব্যারির মনে হয় ব্যাপারটা জানা দরকার। তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে না, সুসানা?'

ওদের কাছে কখনই স্বীকার করেনি সুসানা সে মাইকের গোপন আস্তানার খবর জানে। কেবল পপ্ বিড্‌ল্‌কে বলেছে, যাতে পপ্ সেখানে খাবার নিয়ে যেতে পারে। রস্কো ড্রামকে বলা যাবে না কথাটা। ড্রাম উকিল মানুষ, সেই অর্থে আইনের লোক। অন্যদিকে মাইক ব্যারি এ মুহূর্তে পলাতক আসামি। রোয়েনাকে বলেনি সুসানা কেননা সেক্ষেত্রে মেয়েটার ওপর তার বাবার কাছে সত্য গোপন করার দায় চাপিয়ে দেয়া হত। বাড মাঝেমধ্যে ডেপুটির দায়িত্ব পালন করে, তাই ওকেও জানায়নি।

সুসানা শান্ত কণ্ঠে এখন বলল, 'তোমার কথা ঠিক, বাড। ব্যাপারটা জানা দরকার মাইকের। এটার ব্যবস্থা আমি করছি। প্লিজ, আর কোনকিছু জানতে চেয়ো না।'

সুসানা হন্তদন্ত চলে গেল বাসার দিকে। বাড অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর যাওয়া দেখল। 'মেয়েটা জানে মাইক কোথায়। এখন র‍্যাঞ্চে গিয়ে বাবুর্চি মারফত সেখানে খবর পাঠাবে। আমার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে। চলি, হানি।'

রোয়েনার গালে আদর দিয়ে, রাস্তা পেরোল বাড, লিভারি বার্নে গিয়ে

গতরাতে বাকবোর্ড ভাড়া করার ঘটনা সম্পর্কে জেরা করল।

'রাত নটার দিকে এসেছিল ওরা,' বলল অ্যাসলার। 'ব্লন্ট এখানে ওর ঘোড়া রেখে বাকবোর্ড নিয়ে যায়। মিডৌস অবশ্য নিজের ঘোড়াতেই ছিল। আজ সকাল ছটায় বাকবোর্ডটা ফেরত এনেছে ব্লন্ট। মিডৌস ওর সঙ্গে ছিল না। ভীষণ কাহিল হয়ে ছিল ঘোড়াগুলো, মনে হয় সারারাত পথ চলেছে।'

টানা নঘণ্টা পথ চলার অর্থ, বাড হিসেব করল, যাওয়া আসায় চল্লিশ মাইল। একেক দিকে কুড়ি করে। 'ব্লন্ট এরপর নিশ্চয় তার ঘোড়া নিয়ে চলে গেছে?'

'না। তেমন অবস্থা ওর ছিল না। বলেছে খানিক ঘুমিয়ে পরে নিয়ে যাবে। ওর ঘোড়া এখনও এখানে।' বুড়ো আঙুল নাচিয়ে একটা স্টল দেখাল অ্যাসলার। স্ট্রবেরি রঙের একটা রৌন দানাপানি খাচ্ছে ওখানে।

'থ্যাংকস।' বাড দ্রুত এবার আনকম্প্যাগ্রি হাউসে গিয়ে বোর্ডার লিস্ট চেক করল। ব্লন্টের নামের ওপর আঙুল রেখে শুধাল, 'ঘুমোচ্ছে?'

'হ্যাঁ। আসার পর থেকেই,' জবাব দিল কেরানি। 'বলেছে কী কাজে নাকি রাত জাগতে হয়েছে। বিকাল পাঁচটায় উঠিয়ে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে, ডেভ। আমি যে কিছু জিজ্ঞেস করেছি ওকে বলার দরকার নেই।'

বিকেল পাঁচটায় বাবার হার্ডওয়্যার স্টোরের দরজায় এসে দাঁড়াল বাড, মেইন স্ট্রিটের দিকে নজর রাখল। ওর তরতাজা দ্রুতগামী ঘোড়াটা সামনের হিচ রেইলে বাঁধা। স্যাড্‌ল্‌ স্ক্যাবার্ডে রাইফেল আছে একটা, আর বাডের কোমরে সিক্সগান।

ব্লন্টকে বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপাশের রেস্তোরাঁয় যেতে দেখল বাড। আধঘণ্টা পর খিলাল করতে করতে বেরিয়ে এল সে, শিল্ডসের লিভারি বার্নে গেল। যখন বার্ন থেকে বের হল ব্লন্ট, স্ট্রবেরি একটা রৌনের পিঠে সে।

স্যাড্‌লে চেপে ওর পিছু নিল বাড। একটু বাদে ব্লন্ট স্টেশন অভিমুখী দক্ষিণপশ্চিমের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

বাড যখন গলিতে প্রবেশ করল ব্লন্ট সানডাউন ক্লাবের সামনে ঘোড়া দাঁড় করিয়েছে। দূরের কোন হাইড আউটে মিডৌসের সাথে মিলিত হবার আগে, অনুমান করল বাড, লোকটা গলা ভেজাবার জন্য থেমেছে। কাল রাতে বাকবোর্ডে তুলে র‍্যান্ডালকে কি সেই হাইড আউটে নিয়ে গেছে ওরা? জানবার একমাত্র উপায় ব্লন্টকে অনুসরণ করা।

স্টেশনে গিয়ে গুমটির পেছনে ঘোড়া বাঁধল বাড, ছাই বিছান একটা পায়ে চলা পথ ধরে ক্লাবের প্রবেশমুখে এল। দরজাটা ব্যাটউইং, সন্তর্পণে ওপর দিয়ে ভেতরে উঁকি মারল সে। ব্লন্ট বারে একা, বিয়ার পান করছে।

কামরায় আরও জনা দশেক লোক রয়েছে। ফারো ব্যাংকে খেলছে চারজন। বার্ট ক্রডি তাস বাঁটছে। দৃশ্যত কেউ আমল দিচ্ছে না ব্লন্টকে। চার্লি ডাউন্স ছক্কা-পাঞ্জা খেলছে এক কাউবয়ের সাথে। হেরে দরদরিয়ে ঘামছে ছোকরা।

বাড বাইরে দাঁড়িয়ে নজর রাখল। ব্লন্ট হয়ত সময় পার করছে, মিডৌসের কাছে যাবার আগে অপেক্ষা করছে রাত নামবার জন্য।

'এক মিনিট সামলাও তো জর্জ।' হাত ইশারায় একজন ওয়েটারকে ডাকল ক্রডি, নিজের জায়গাটা তাকে দিল। তারপর বারে গেল সে, ব্লন্টের কনুই ঘেঁষে দাঁড়াল।

ওদের মধ্যে কথাবার্তা হল নিচুস্বরে। বারের পেছনে আয়না আছে তাই, নইলে বাড বুঝতেই পারত না ব্যাপারটা। প্রথমে ক্রডির ঠোঁট নড়ল; তারপর ব্লন্টের। এমনকি চার্লি ডাউন্স, যে ওদের বেশ কাছে, সেও ধরতে পারবে না কী কথা হল।

এই সূত্রটা প্রয়োজন ছিল বাডের। ওরা একদলে—ব্লন্ট আর ক্রডি। শ্যানিংয়ের দল? ক্রডি কোন খবর পাচার করল ব্লন্টের কাছে? নাকি ব্লন্ট জানাল কিছু?

ফারো টেবিলে ফিরে গেল ক্রডি। বাড সরে এল আস্তে করে, ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে গুমটির আড়াল থেকে লক্ষ রাখতে লাগল।

একটু বাদে ব্লন্ট বাইরে এসে রৌনে চাপল। রেল রাস্তা পেরোল লোকটা,

স্টেশন ছাড়িয়ে কটনউড বনের ভেতর ঢুকে গেল। লোনা লামদের লাশ পাওয়া গেছিল যেখানে প্রায় সেরকম জায়গায় সে নদীতে নামল।

বাড সতর্ক অনুসরণ করল, আড়ালে থেকে। বনের কিনারে পৌঁছে ও দেখল নদীর অপর প্রান্তে একটা খাড়া চড়াইয়ের ওপরে উঠে যাচ্ছে ব্লন্ট। চড়াইয়ের মাথায় সুবিস্তৃত ন্যাড়া মালভূমি, দক্ষিণপশ্চিমে এস্কালান্তে ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে।

ব্লন্ট দৃষ্টির আড়াল হবার পর বাড ঘোড়াসমেত নেমে এল নদীতে। রেকাব ছোঁয়া পানি ভেঙে এগোতে লাগল, ব্লন্ট হারিয়ে যাবার আগেই সে চড়াইয়ের মাথায় পৌছতে চায়। সমতল মালভূমিতে জোর কদমে ছুটবে লোকটা। ওর চলার পথ থেকে গন্তব্যের ঠিকানা মিলতে পারে।

র‍্যান্ডালকে আটকে রেখেছে ওরা? নাকি তারও দশা হয়েছে লোনা লামদের মত?

বাড মাঝ নদীতে, স্রোত ঘোড়ার পেট ছুঁই ছুঁই, যখন প্রথম গুলিটা হল। চড়াইয়ের মাথায় একটা পাথরের আড়াল থেকে ছুটে এল বুলেট, বাডের ঘোড়ার গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে বেরিয়ে গেল। চমকে উঠল ঘোড়াটা, ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পেছনের পায়ে। এক ঝটকায় রাইফেল বার করল বাড, দ্রুত একটা গুলি পাঠাল চেম্বারে।

চড়াই থেকে তির্যকভাবে ছুটে এল দ্বিতীয় গুলিটা, বাডের টুপি উড়িয়ে নিয়ে গেল। অক্ষম ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল বাড, ওপর পানে নিশানা করার প্রয়াস পেল। কিন্তু ওর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। হওয়াই স্বাভাবিক, বাড জানে। সে এখন অসহায়। লক্ষ্য যত অব্যর্থই হোক না কেন, খরস্রোতা নদীর মাঝখানে সন্ত্রস্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নিশানা করতে কেউই পারবে না। তবু ট্রিগার টিপল সে এবং এলোপাতাড়ি গুলিটা যেন তাকে বিদ্রূপ করল।

ব্লন্টকে দেখতে পাচ্ছে না ও। তিন নম্বর বুলেটটা পানি ছিটাল তার গায়ে। বাড এমনকি হলফ করে বলতেও পারবে না ব্লন্টই গুলি ছুড়ছে। কখনও যদি ধরা পড়েও, প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যাবে লোকটা।

চতুর্থ গুলিটা লক্ষ্যভেদ করল। বুলেট ছোট্ট একটা গর্ত সৃষ্টি করল বাডের

ঘোড়ার দুচোখের মাঝখানে। বুক ফাটান চিৎকার দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে ফেলল জানোয়ারটা, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল পানিতে। বাড সময় থাকতে ঝাঁপ দিল আকাশে, শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে ঊরু সমান পানিতে দাঁড়াল।

রাইফেল উঁচুতে রেখে অতিকষ্টে পানি ঠেলে এগোল সে, ডাঙায় উঠে চড়াইয়ের ওপর পানে তাকাল। কিন্তু আর কোন গুলি হল না। মনের পর্দায় সে দেখল ব্লন্ট তাকে বোকা বানিয়ে মালভূমির ওপাশে পালিয়ে যাচ্ছে হাসতে হাসতে।

ব্লন্ট সম্ভবত, বাড অনুমান করল, ধাওয়াকারীকে থামাতে চেয়েছিল, খুন করতে নয়। বোধহয় সে বুঝতে পেরেছিল তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। তাই শত্রুকে ফাঁদে ফেলার জন্য ইচ্ছে করে ভুল পথ বেছে নিয়েছিল। এবার সে হয়ত ঘুরে আপন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে পরম নিশ্চিন্তে।

রাইফেলটা পাড়ে রেখে আবার নদীতে নামল বাড। নেহাত সহজ হল না মরা ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাড্‌ল্ খসান। পানির নিচে হাতড়ে পেটি খুলতে হল জিনের, তারপর ঘোড়াটাকে উঁচু করে স্যাড্‌ল্‌টা ছাড়িয়ে আনল। অবশেষে ভিজে একসা হয়ে স্যাড্‌ল্‌সমেত পাড়ে পৌঁছল সে, রাইফেলটা হাতে করে ভগ্নহৃদয়ে শহরে ফিরে চলল।

সানডাউন ক্লাবের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা কথা মনে হল ওর। শ্যেনচক্ষু শাফ্‌লার কি তাকে দরজার ওপর দিয়ে উঁকি মারতে দেখেছিল? সেজন্যই বারে গেছিল ক্রডি? ফিসফিস করে কি এটাই বলেছিল—'সাবধান, তোমার পেছনে ফেউ!'

ওদের ডেরা কোথায় হতে পারে? নিশ্চয় গ্র্যান্ড মেসায় না, বাড ভাবল। খাড়াইয়ের কারণে ন ঘণ্টায় একটা বাকবোর্ড মেসায় উঠে আবার নেমে আসতে পারবে না।

দুঃখ এখানেই, বহুকিছু বোঝা সত্ত্বেও কোনকিছু প্রমাণ করা যাবে না। ব্লন্ট মিডৌস ক্রডি—কারো বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে আছে নটের গুরু ডেল শ্যানিংও।

ষোল

রিমরকের গুহায় মাইক ব্যারির দিন ফুরোচ্ছিল না। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছে সে। তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করতে চাইছে। সমস্যার অগ্রগতি নেই কোন। বনানীর অটুট নীরবতা তাকে উপহাস করে। ঋজু দীর্ঘ পাহাড়ি পাইনের সারিকে ওর জেলখানার গরাদ মনে হয়। ওগুলো বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ওকে। গ্র্যান্ড মেসা নিজেই এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মত, বাধার অলঙ্ঘ দেয়াল তুলেছে ওর পেছনে। আর মেসার কাঁধের কাছে ছোট্ট নিঃসঙ্গ গুহাটা যেন সেই দুর্গের অসংখ্য গুমঘরের একটা।

একেকটা নতুন দিন আরও বেশি করে একঘেয়েমি নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। এমনকি সন্ত্রস্ত উত্তেজনাও এখন আর নেই। পসি এই তল্লাটে আসে না আর। পপ্ বিডল দুদফা এসেছিল খাবার নিয়ে। ওয়াগন ট্রেনের কোন খবর সে দিতে পারেনি। জুলাই এদিকে শেষ হয় হয়। এতদিনে ওর বন্ধুদের ডস রিওসে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল।

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাল মাইক। পপের রসদের থলেয় না ক্ষুর না আয়না, কিছুই নেই। মার্ক লংডেন ডেনভার থেকে ফিরল কি-না কে জানে! সানডাউন ক্লাবের নর্তকীর হত্যাকারী ধরা পড়ল?

আগুনে আরেকটা লাকড়ি ফেলল মাইক। চুলোয় কফির পানি চড়াল। বাইরে সূর্য মাথার ওপরে।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠল সে। চকিতে রাইফেলটা তুলে নিল। আবার এল আওয়াজটা। মাইকের হৃদয়ে উথালপাথাল ঢেউ জাগল। তবে কেন যেন পুরোপুরি বিশ্বাসও হতে চাইল না নিজের কানকে। একটি কণ্ঠস্বর তার নাম ধরে

ডাকছে। সুসানার কণ্ঠস্বর।

আঙুরলতা ফাঁক হল সামান্য, মাইক মেয়েটার মুখ দেখতে পেল। 'মাইক? তুমি আছ ভেতরে?'

রাইফেলটা নামিয়ে রেখে ওকে ভেতরে নিয়ে এল মাইক। সুসানার মাথায় টুপি নেই। বঁইচি কাঁটায় হাত আর গালের এখানে সেখানে ছড়ে গেছে। চুল বাতাসে আলুথালু। আঁটসাঁট লেভাইসে মেয়েটিকে অন্তত কৃশ আর কিশোরীটি দেখাচ্ছে। আগুনের পাশে ওকে বসাল মাইক। 'ঝুঁকি নেয়া তোমার উচিত হয়নি, সুসানা।'

'কী করব—পপ্ র‍্যাঞ্চের কাজে বাইরে—আবার এদিকে তোমাকেও একটা খবর জানান দরকার।'

'নিশ্চয় ভাল খবর?' মাইক অধীর।

'ভাল মন্দ দুটোই, মাইক। পানি ফুটেছে? একটু কফি পেলে মন্দ হয় না।'

বলক ওঠা পানিতে কফি ছাড়ল মাইক। 'তোমার ঘোড়া কোথায়?'

'ঝরনার পাড়ে। কেউ দেখে ফেলতে পারে, বেশিক্ষণ থাকা চলবে না আমার। ভাল খবরটাই দিই আগে,' শ্বাসহীন কণ্ঠে বলল সুসানা। 'তোমার বন্ধু জিমি র‍্যান্ডাল এসেছে।'

'তা-ই? কবে?'

'পরশু। আর খারাপ খবরটা হল শহরে আসার এক ঘণ্টার মধ্যে সে গুম হয়েছে।' যতটুকু জানে মাইককে খুলে বলল সুসানা।

কাপে কফি ঢেলে এগিয়ে দিল মাইক। 'ক্রডিকে বিশ্বাস করা যায় না,' সুসানা বলছিল, 'কিন্তু জো ড্যানিংকে আমরা আস্থায় নিতে পারি। ড্যানিং দাবি করছে জিমি ওকে বলেছে সে দুশ মাইল পাড়ি দিয়ে ডস রিওসে আসছে। কথাটার অর্থ কিছু বুঝতে পারছ?'

'মিশিগান থেকে ডস রিওস দুহাজার মাইল। সির‍্যাক্যুজে, মানে আমার চিঠি যেখানে পেয়েছে সেখান থেকে তিনশ মাইল মত। সম্ভবত সির‍্যাক্যুজের এপাশে শ-খানেক মাইল ওয়াগনের সাথে পাড়ি দেবার পর ও একাই চলে এসেছে শহরে।'

'সেক্ষেত্রে ওয়াগনগুলো দিন কতকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, যদি না পথে চাকা-টাকা ভেঙে যায়। কিন্তু, সুসানা, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না শ্যানিং জিমি র‍্যান্ডালের ক্ষতি করতে পারে। জিমিকে সে চেনেই না।'

'তোমাকেও চিনত না লোকটা।'

'কিন্তু ওর এমন করার কারণটা কী?' অপলকে একটুক্ষণ আগুনের ভেতর চেয়ে থাকল মাইক, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মামা কিছু জানে? শ্যানিংকে তো যে কারো চেয়ে তার ভাল চিনবার কথা। তোমার মামার কি মনে হয়…?'

'মামা এসব আলোচনা করতেই রাজি না। কিছু একটা হয়েছে তার। ডেনভার থেকে ফিরেছে। চেহারা বসে গেছে একদম। দেখে মনে হয় যেন ভূতে তাড়া করেছে। তারপর, জান কী করেছে মামা? কমিশনার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছে। বলেছে, এখন থেকে শুধুই র‍্যাঞ্চিং—অ্যান্ড নো পলিটিক্স।'

গুহার সেই ম্লান আলোয়ও মাইক স্পষ্ট বোঝে সুসানা তাকে লক্ষ করছে। ক্লান্ত হাসল ও। 'আমাকে এখন অনায়াসে কাকতাড়ুয়ার চাকরি দেয়া যেতে পারে, সুসানা। তবে আমার মনের অবস্থা আরও খারাপ। এখুনি শহরে যাওয়া দরকার, বাডকে সাহায্য করব জিমি র‍্যান্ডালের খোঁজ বার করতে।'

'মামাকে আমি র‍্যান্ডালের ব্যাপারটা বলেছি,' সুসানা বলল। 'বাড সন্দেহ করে রাতের অন্ধকারে তাকে বাকবোর্ডে তুলে কোথাও সরিয়ে নেয়া হয়েছে—তাও বলেছি। কিন্তু আংক্‌ল্ মার্ক এসব শুনতেই রাজি না। বলল ডস রিওসে কী ঘটছে না ঘটছে সে নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। এখন থেকে আংক্‌ল্ হচকিস নয়ত প্যাওনিয়ায় গিয়ে ব্যবসা করবে।'

'ওই শোন!' চকিতে উঠে দাঁড়াল মাইক, রাইফেলটা তুলে নিল। আবার ভেসে এল শব্দটা। বাইরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। বঁইচির সন্ধানে আসা ভাল্লুক হাতে পরে; কোন মানুষ হওয়াও অসম্ভব না। সুসানাও শুনেছে শব্দটা। ওর কান খাড়া, নিশ্বাস বন্ধ।

কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ধমকে উঠল। 'বেরিয়ে এস, ব্যারি! হাত মাথার ওপরে!'

গুহামুখের দিকে রাইফেল তাক করল ব্যারি। কণ্ঠস্বরটা ওদের থেকে মাত্র এক কদম তফাতে মনে হচ্ছে। বোঝাই যায়, লোকটা ভেবেছে বেরোবার দ্বিতীয় পথ নেই। সুসানা কাছে সরে এল। মাইক ওর কাঁধে হাত রাখল। 'রেড হার্পার,' বলল সে। 'নিশ্চয় তোমার ঘোড়া দেখতে পেয়েছে।'

হেঁড়ে গলায় আবার চেঁচাল লোকটা। 'ব্যারি, আমি জানি তুমি ওখানে। মেয়েটাও। ওর ঘোড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। তোমার দাম আমার কাছে পাঁচ হাজার ডলার, ব্যারি।'

'সাহস থাকে তো এখানে এস, হার্প,' মাইক পাল্টা চ্যালেন্জ্ করল।

'ভারি মুড়োকাটা গরজ আমার,' হার্পার বিদ্রূপ করল। 'আগুন আছে আমার কাছে, ধোঁয়া দিয়ে বার করে আনব তোমাকে।'

মাইক নিশ্চিত হয়ে গেল অন্য পথগুলোর খবর রেড হার্পার জানে না। পাহাড় পাঁচিলের বাঁকের আড়ালে হওয়ায় ওগুলো সে দেখতে পায়নি। 'ব্লন্ট আর মিডৌসও তোমাকে খুঁজছিল, মাইক,' ফিসফিসিয়ে বলল সুসানা। 'শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে শহরে ফিরে গেছে। কিন্তু হার্পার যায়নি।'

মাইক মাথা ওপরে নিচে করল। হার্পার সধৈর্য অপেক্ষায় ছিল। সুসানা হাইড-আউটের উদ্দেশে রওনা হলেই পিছু নেবার জন্য। 'শুরু কর তোমার ধোঁয়া,' মাইক নতি স্বীকার করল না। সুসানাকে গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'ওকে কথায় ব্যস্ত রাখ।'

'কিছু করার আগে ভাল করে একবার ভাব, রেড হার্পার,' সুসানা বলল চেঁচিয়ে। 'মাইক ব্যারির ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আমারও ক্ষতি হবে। আংক্ল্ মার্ক পছন্দ করবে না সেটা।'

'ধোঁয়া খাওয়ার শখ না থাকলে তুমি বেরিয়ে এস,' আমন্ত্রণ জানাল হার্পার। 'তোমার ক্ষতি হোক আমি চাই না। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। তারপর পাতার বস্তায় আগুন দিয়ে ভেতরে ফেলব।'

মাইক অপেক্ষা করল না আর। পুব দিককার কারনিস হয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এল। বাইরে প্রখর রোদ। দেয়ালের তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ওকে হার্পারের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখছে। হার্পারের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে। 'আর তিন মিনিট।'

দেয়াল আর গাছপালায় ছাওয়া কারনিসের মাঝে বঁইচি ঝোপ। মাইক সাবধানে এগোল ঝোপ ঠেলে। আর কয়েক কদম গেলেই লোকটাকে সে দেখতে পাবে।

রাইফেল উঁচু করল মাইক, সামনে বাড়াল এক পা। তারপর আরেকটা। দেয়ালের ওপাশটা চোখে পড়ল এবার। হার্পারের কনুই দেখতে পেল। আঙুরলতার প্রবেশমুখের অদূরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে আছে গান স্লিংগার। সহজ নিশানা, মাইক ভাবল। আর সামান্য এগোতেই হার্পারের লালদাড়ি মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

লক্ষ্যস্থির করল মাইক। 'সাবধান, রেড! মহিলাদের সামনে গোলাগুলি শোভনীয় না!'

হার্পারের ডান হাতে পিস্তল, বাম হাতে ভারী বস্তা। ঘাড় ফেরাতেই সে দেখল মাইক ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে।

'পিস্তল ফেলে দাও,' সতর্ক করল মাইক। রাইফেলের নিশানা পুরস্কার লোভীর পেট বরাবর নামাল।

হার্পার গুলি করার ঝুঁকি নেবে ভাবতে পারেনি ও। বিশেষ করে মাত্র কুড়ি গজ তফাতে একটা রাইফেলের লক্ষ্য যখন তার পেট। তবু লাফিয়ে উঠল পিস্তলটা। মাইক ট্রিগার টেনে দেবার আগেই গুলি ফুটল ওপাশে।

মাইকের দাড়িতে ছ্যাঁকা লাগল বুলেটের। নিশানা নড়ে গেল ওর। রাইফেলের ৪৫-৭০ বুলেট হার্পারের উরু এফোঁড় ওফোঁড় করল। গগনবিদারী চারটা আওয়াজ হল পরপর। হার্পারের পয়েন্ট ফোর ফাইভের কাশি, মাইকের রাইফেলের গর্জন; হার্পারের আর্তনাদ; সবশেষে গুহায় সুসানার সন্ত্রস্ত চিৎকার। পর্দা ফাঁক করে সভয়ে বাইরে তাকাল মেয়েটা।

মাইক কাছে গিয়ে দেখল হার্পার মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওর পা রক্তে মাখামাখি। পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে হার্পারের জখমটা দেখল মাইক। তারপর সুসানার দিকে ফিরে বলল, 'একটা কাজই করবার আছে। ওকেও সঙ্গে নিতে হবে।'

গোলাগুলির পর এক ঘণ্টাও যায়নি, বেরিয়ে পড়ল ওরা। রেড হার্পার, যন্ত্রণায়

খড়িমাটি, পায়ে শক্ত ব্যানডেজ, কোনমতে বসে আছে স্যাড্‌লে। মাইক লাগামে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটা। সুসানা নিজের বাহনে। একসারিতে ঢাল বেয়ে জলপ্রপাতের নিচে নেমে এল ওরা।

ওদের এখন মানবিক দায়িত্ব হার্পারকে কোন আশ্রয়ে রেখে সেখানে ডাক্তার পাঠান। 'আমি এরকম একটা জায়গা চিনি,' সুসানা বলল।

সেটা কোথায় মাইক জানে না। নিজের গোপন আস্তানাও বদলাতে হবে ওকে। ডাক্তারকে গুহার কথা বলে দেবে হার্পার, ডাক্তার সেটা ফ্যানশ্যর কানে তুলবে। 'এমনিতেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি,' সহাস্যে বলল মাইক। 'জেলখানায় তবু দুটো কথা বলার লোক পাওয়া যায়।'

পথের ঝাঁকুনিতে গুঙিয়ে উঠল হার্পার। 'আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল,' মিনতি করল পিস্তলবাজ।

'সে ব্যবস্থাই করা হচ্ছে,' মাইক বলল। 'একটু সহ্য কর।'

অর্ধেকটা বিকেল ওক ক্রিকের ভাটিতে এগোল ওরা। তারপর সুসানা পুবে একটা সাইডহিল গেম ট্রেইল ধরল। পথটায় চড়াই উতরাই আছে ছোট ছোট। ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে সন্ধের। ওদের শীত শীত করতে লাগল। 'আর সামান্য গেলেই আমরা পৌঁছে যাব,' সুসানা বলল।

'কোথায়?' মাইক জিজ্ঞেস করল। লম্বা লম্বা গাছ দূরের দৃষ্টিপথে দেয়াল তুলেছে। তবে মাইক বুঝতে পারছে, সে যে পথে পাহাড়ে উঠেছিল সেখান থেকে খুব বেশি ফারাকে নেই ওরা।

তখনও আলো আছে ওরা যখন কাঠের গুঁড়োর একটা ঢিবির কাছে পৌঁছল। ওখানে, মাইকের মনে পড়ল, সে ছিল এক রাত। করাতির কেবিন এখনও তালা দেয়া। 'ভেঙে ফেল,' সুসানা বলল।

পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে তালা ভাঙল মাইক। তারপর দরজা খুলে দেখল ভেতরে শতরঞ্চি পাতা চৌকি আছে একটা। কেবিনের একপাশে চুলো আর থাকভর্তি খাবার, অন্যদিকে টেবিল। মিল যখন চালু ছিল করাতি বেশ আয়েসি জীবনযাপন করত এখানে।

ভেতরে গিয়ে কেরোসিনের লণ্ঠন ধরাল সুসানা। বেড কাভারটা গুটিয়ে

রাখল পায়ের কাছে। মাইক কাঁধের ওপর খানিকটা ভর চাপিয়ে হার্পারকে নামিয়ে আনল ঘোড়া থেকে। জ্যাকেট আর বুট খুলে নিয়ে লোকটাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। 'আমরা ডাক্তার পাঠিয়ে দেব,' সুসানা বলল।

থাকে উ্যইস্কির পাঁইট ছিল। মাইক ওটা হার্পারের মুখের কাছে ধরল। টেবিলটা ঠেলে বিছানার পাশে এনে খাবার আর পানি রাখল তার ওপর। 'হাত বাড়ালেই সব পাবে। ঘুম আসলে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ো। কাল দুপুরের আগে বোধহয় ডাক্তার আসতে পারবে না।'

সুসানার পেছন পেছন বেরিয়ে এল মাইক, হার্পারের ঘোড়ায় চাপল। পরিত্যক্ত করাত কলের রাস্তাটা ধরে পাইন আর সিডার বনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের নিচে নামতে লাগল ওরা, অল্প পরে খোলামেলা একটা মালভূমিতে পৌঁছল। তারার আলোয় একটা দো-রাস্তার মুখে থামল সুসানা। দো-রাস্তা মানে মূল ট্রেইলেরই একটা শাখা যা পুবদিকে চলে গেছে। 'আমি এটা ধরে র‍্যাঞ্চে ফিরতে পারব,' সুসানা বলল, 'তবে তোমার সেখানে যাওয়া নিরাপদ না।'

মাইক জানে সুসানার কথা ঠিক। ফ্যানশ্যর লোক নিশ্চয় ওর সন্ধানে র‍্যাঞ্চের ওপর লক্ষ রাখবে। 'হার্পারের কাছে ডাক্তার পাঠাবে না?'

'পাঠাব, মাইক। তোমার জন্যও ভাল একটা জায়গা ঠিক করেছি।'

'মেসায়?'

'না। ওখানে না।' মাইককে একটা চাবি দিল সুসানা। শহরে, মিকার স্ট্রিটে মামার বাড়ি আছে; ব্যাপটিস্ট চার্চের পাশেই। ওটা এখন খালি। মামাও শহরে যাচ্ছে না। খাবারের অভাব নেই প্যানট্রিতে, কিচেনে পানির কল আছে। কেবল একটা কথা, বাতি জ্বালবার আগে পর্দাগুলো টেনে দিয়ো।'

সসংকোচে চাবিটা হাতে নিল মাইক। 'তুমি এর জন্য বিপদে পড়তে পার, সুসানা।'

'এখন যার মধ্যে আছি তারচেয়ে বেশি বিপদ হবে না। তোমাকে ওখানে খুঁজবার কথা ভাববে না ওরা। হার্পার গুহার কথা জানাবে ওদের, ফলে সবাই মেসাতেই খুঁজবে।' অন্ধকারে মুখ টিপে হাসল সুসানা। তারপর কী ভেবে নেমে পড়ল স্যাড্‌ল্ থেকে। 'মাইক, এস আমরা বরং ঘোড়া বদল করি।'

মাইক হার্পারের ঘোড়ায়। আসলেই ওটা তার বাতিল করা দরকার। ডস রিওসে ওই ঘোড়া সবাই চেনে। ওর ধরা পড়তে বেশি সময় লাগবে না। মাইক নেমে স্যাড্‌লে উঠতে সাহায্য করল সুস্মনাকে। তারপর নিজে চাপল মেয়েটার *এম এল* গেল্ডিংয়ে।

'ভোরের আগেই শহরে পৌঁছতে হবে তোমাকে,' সতর্ক করে দিল সুসানা। 'ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে স্যাড্‌ল্‌টা বাসায় নিয়ে যেয়ো। ডিউক পথ চিনে র‍্যাঞ্চে ফিরে আসবে। কারো চোখে পড়লেও সন্দেহ করবে না—এই রেনজে অমন *এম এল* ঘোড়া প্রচুর।'

মাইক তেতো হাসল। 'নিজেকে আমার ,জঘন্য মনে হচ্ছে, তোমার সাহায্য নিয়ে চলছি। একটা কারণেই শুনছি তোমার কথা, এভাবে জিমি র‍্যান্ডালের কাছাকাছি যেতে পারব। মানে, যেখানে ওকে শেষ দেখা গেছে আরকি। আর সেই সঙ্গে শ্যানিং ভণ্ডটার ওপরও নজর রাখা যাবে। আমি বোধহয় ' থেমে গেল মাইক। ও বলতে চেয়েছিল শ্যানিংকে মোকাবেলা করার কথা। বলল না সুসানা ভয় পাবে ভেবে।

'সাবধানে থেক,' সুসানা অনুরোধ করল। 'বাইরে ঘোরাঘুরি কোরো না। অন্তত তোমার বন্ধুরা যদ্দিন না আসছে।' দক্ষিণের রাস্তাটা দেখাল ও। 'টাং ক্রিক পর্যন্ত ওই পথে এগোবে। তারপর টাং ক্রিক ধরে গানিসন অবধি যাবে।'

মাইক গাঢ় দৃষ্টিতে সুসানার ছায়া-শরীর পানে তাকাল। 'তুমি এতকিছু করছ কেন আমার জন্য?'

'সত্যিই জানতে চাও?'

অন্ধকারে জবাব হাতড়ে ফিরছিল মাইক। স্যাড্‌ল্‌ থেকে ঝুঁকে সুসানা ওর ঠোঁটে আলতো চুমু খেল।

ওকে ধরবার প্রয়াস পেল মাইক, কিন্তু মেয়েটা ততক্ষণে দূরে চলে গেছে। 'সুসানা!' বৃথাই ডাকল মাইক। অন্ধকার সুসানাকে গ্রাস করে নিয়েছে।

মাইক চেয়ে থাকল মেয়েটার গমনপথের দিকে। ওর শিরায় শিরায় এখন প্রলয় নাচন। মাইকের মনে হয় জীবনের অন্য সবকিছুই অর্থহীন। মেয়েটা প্রথমাবধি ওর দিকে। এখন সে তার কারণও জানে। ভালবাসার আনন্দ ওকে

বর্তমান বিস্মৃত করল।

সমস্ত ব্যথাবেদনা ভুলে গেল সে। বড়দিনের উপহার পেয়ে বাচ্চারা যেভাবে হাসে তেমনি করে প্রাণখুলে হাসল মাইক। কী সুখ! সুসানা মার্শের মত মেয়ে তাকে ভালবাসে। ঘণ্টা কয়েক আগেও একটা গুহায় প্রায় বন্দিজীবন যাপন করছিল সে। আর এখন তার স-ব আছে।

তারপর হঠাৎ জিমি র‍্যান্ডালের কথা মনে পড়ল। লজ্জা পেল মাইক। কোথায় জিমির কথা ভাববে, না সে নিজের চিন্তায় বিভোর!

'শহরে চল্, ডিউক।' পমেলের ওপর রাইফেলটা আড়াআড়ি রাখল মাইক, স্পার দাবিয়ে দক্ষিণে দূরবর্তী ডস রিওসের মিটমিটে বাতি অভিমুখে এগোল।

ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে মিকার স্ট্রিটের মুখে ঘোড়ার জিন খসাল মাইক। 'বাড়ি যা, ডিউক।' নিতম্বে চাপড় কষিয়ে গেল্ডিংটাকে সে গানিসনের তীর লাগোয়া তৃণপ্রান্তরের দিকে রওনা করে দিল।

স্যাড্‌ল্‌সহ অন্যান্য জিনিস ঘাড়ে করল মাইক, দক্ষিণে পা বাড়াল। মিকার স্ট্রিটে কাঠের ফুটপাত নেই। শান বাঁধান রাস্তায় ওর বুটের শব্দ উঠল। ফোর্থ ব্লকের মাঝামাঝি এসে থামল মাইক। সামনেই অন্ধকারে ঢাকা দোতলা একটা বাড়ি। এর পাশেরটা গির্জা।

তালায় চাবি লাগিয়ে মাইক বুঝল সে ঠিক বাড়িতে এসেছে। হাতড়ে ভেতরে ঢুকল ও। বাতি নিশ্চয় থাকবে কোথাও, কিন্তু সে খুঁজবার মধ্যেই গেল না। ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিল। অন্ধকারে একটা কাউচের সাথে হোঁচট খেল। ওটাতেই শুয়ে পড়ল সে। গেল কয়েক সপ্তার মধ্যে এই প্রথম মাইক গদি-বালিশের স্পর্শ পেল। তাই দ্রুতই ঘুমের অতলে ডুবে গেল।

যখন জাগল মাইক জানলার পর্দার ফাঁক গলে রোদ ঢুকছে ঘরে। সারা বাড়ি ঘুরে সে নিশ্চিত হল সবগুলো পর্দাই টানা। কিচেনে খাবার আছে অঢেল, নাগালের মধ্যেই উনন ধরাবার লাকড়ি। এক বার্নারের কেরোসিনের স্টোভও পেল একটা। ওটাতেই নাস্তার আয়োজন সারল মাইক। চিমনিতে ধোঁয়া এখানে

ওর অস্তিত্ব ফাঁস করে দিতে পারে।

দোতলার একটা কামরায় কিছু জামাকাপড় দেখল মাইক। বুঝল ওগুলোর মালিক মার্ক লংডেন। শার্ট আন্ডারওয়্যার কয়েক সাইজ বড়। মাইকের গায়ে হল না। শুধু দুটো জিনিস ফিট হল ওর। র‍্যাঞ্চারের মোজা আর স্লিপার। ক্লোসেটে বেল্ট সমেত পয়েন্ট ফোর-ফাইভ ঝোলান আছে একটা। বাথরুমে চৌবাচ্চা তোয়ালে আছে। রান্নাঘরের কল থেকে পানি নিয়ে গেল মাইক। জামাকাপড় ছেড়ে ধুয়ে শুকোতে দিল ওগুলো। দুপুরের মধ্যে ক্ষৌরি গোসল সেরে, খাওয়াদাওয়া করে আবার ঘুমোল।

সতের

একদিনেই দিব্যি ঝরঝরে হয়ে উঠল মাইক। পর্যাপ্ত আহার আর বিশ্রামের ফল এটা। মাঝরাতের দিকে বাসা থেকে বেরোল ও। মাথায় লংডেনের ঢাউস রেনজ হ্যাট। টুপির কারনিস নিচে টেনে দেয়ায় মুখের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে। ওর কোমরে সিক্স শুটার, স্বল্প পাল্লায় রাইফেলের চেয়েও কার্যকর অস্ত্র। আজ রাতে এক জায়গায় হানা দেবে সে। তখন পিস্তলটা কাজে লাগতে পারে।

শ্যানিংয়ের ভাকুয়েরো খল; বিপজ্জনক চরিত্র। সুসানা এরকম বর্ণনাই দিয়েছে লোকটা সম্পর্কে।

মিকার স্ট্রিট ঘুমে আচ্ছন্ন। মাইক দ্রুত পায়ে দক্ষিণে ফিফ্থ্ স্ট্রিটে পৌঁছল, তারপর মেইন স্ট্রিটে পড়ল পশ্চিমদিকে মোড় নিয়ে। ডানে বাঁয়ে তাকাল সে। দোকানপাট সব বন্ধ। কেবল স্যালুন তিনটায় বাতি জ্বলছে।

রাস্তা পার হয়ে ওপাশে ফিফ্থ্ স্ট্রিটের একটা গলির মুখে এল মাইক। ওই গলি ধরেই একটা বাকবোর্ড শ্যানিংয়ের পেছনের উঠনে গিয়েছিল। গলির দু ব্লক

দক্ষিণে, থার্ড স্ট্রিটের মাথায়, স্পেন্স নামে এক আউট-ল তিনটে স্যাড্‌ল্‌ হর্স নিয়ে ব্যাংকের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

নিঃশব্দে গলির ভাটিতে এগোল মাইক। অর্ধেক পথ যাবার পর একটা ক্ল্যাপবোর্ড কটেজের ব্যাক ইয়ার্ডে হাজির হল। মাইক যতদূর জানে বাড়িতে মানুষ বলতে শ্যানিং আর তার চাকর। এত রাতে ওদের ঘুমিয়ে থাকাই স্বাভাবিক।

মিডৌস, মনে পড়ল ওর, দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ব্লন্টের চেয়ে লম্বা আর হালকাপাতলা। ওর গড়নটা মাইকের কাছাকাছি। অন্ধকারে মাইককে হঠাৎ মিডৌস বলে ভুল করা অসম্ভব না। মেঘের কোলে চাঁদ বেরিয়ে উঠনটা ঈষৎ আলোকিত করে তুলল। পেছনের জালিঘেরা বারান্দাটা দেখা গেল সেই আলোয়। মাইক উঁচু বেড়ার ছায়ায় বসে থাকল ঘাপটি মেরে কখন আকাশ অন্ধকার হবে আবার সে আশায়।

মাইক ধরে নিচ্ছে গোপন কোন মতলবেই ব্লন্ট আর মিডৌস পেছনের উঠনে এনেছিল বাকবোর্ড। সৎ উদ্দেশ্য থাকলে গাড়ি সামনের দরজায় দাঁড়াত। সময়টা ছিল রাত, র‍্যান্ডাল নিখোঁজ হবার খানিক পর। এ থেকে মনে করা চলে বাকবোর্ডের প্রয়োজন হয়েছিল, র‍্যান্ডালকে, জীবিত অথবা মৃত, সরিয়ে ফেলার জন্য। যদি মারা গিয়ে থাকে, সে সকল সাহায্যের ঊর্ধ্বে। আর বেঁচে থাকলে নিশ্চয় তাকে কোথাও আটকে রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী নির্দেশ নেবার জন্য মিডৌসের এখানে রাতের আঁধারে ফিরে আসা আশ্চর্যের কিছু নয়।

একখণ্ড মেঘ আবার গিলে ফেলল চাঁদ। মাইক সন্তর্পণে এগিয়ে গেল জালিঘেরা বারান্দার দিকে। স্ক্রিনডোরে তালা নেই। বারান্দাটা প্রায় বার ফুট চওড়া, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে আছে। মাইক রান্নাঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করল। বন্ধ ওটা। দরজার ওপরের অংশে কাচ লাগান ছোট্ট একটা চৌখুপি আছে।

কাচে টোকা মারল মাইক। ওর ডান হাত পিস্তলের বাঁটে। এক মিনিট অপেক্ষা করে আবার নক্‌ করল।

তৃতীয় টোকায় পায়ের আওয়াজ পেল সে। দরজার ওপাশে একটা মোম

জ্বলে উঠল। তাগড়া এক লোক বহন করছে ওটা। তার পরনে সাসপেন্ডার দেয়া প্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি। কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল লোকটা। হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

মাইক জানে ও অন্ধকারে, তার চেহারা আলোয় থাকা লোকটা ভালমত দেখতে পাবে না। সমস্যা ওর কণ্ঠস্বর। গলা সামান্য বিকৃত করল মাইক। 'মিডৌস।'

'পর্কুয়ে ভিয়েনে?'

ভাষাটা মাইকের অচেনা। তবে অনুমান করল এর অর্থ হবে 'কী চাও?' বা 'কেন এসেছ?'

'ঝামেলা হয়েছে। শ্যানিংয়ের সাথে দেখা করতে হবে।' মাইক আশা করেছিল একথার পর আলবার্তো দরজা খুলবে এবং ও পিস্তল ধরবে। শ্যানিং যেহেতু গানফাইটার নয়, তাকে সামলান কঠিন হবে না।

কিন্তু স্পানিয়ার্ড দরজা খুলল না। 'আমি মালিককে ডাকছি, সিনর।' মোমবাতিটা টেবিলে রেখে রান্নাঘর ত্যাগ করল ভাকুয়েরো।

আলবার্তো এবার হয়ত শ্যানিংকে জাগিয়ে এখানে পাঠাবে। ঝামেলা হবে তাতে, মাইক ভাবল। শ্যানিংয়ের চিৎকারে আলবার্তো সাবধান হয়ে যাবে।

একটা মিনিট পেরিয়ে গেল। শ্যানিং বা তার চাকর কেউই মোমালোকিত রান্নাঘরে এল না। হয়ত কাপড়চোপড় পরছে শ্যানিং। এভাবে আরও মিনিট দুয়েক অতিবাহিত হবার পর অস্বস্তি জাপটে ধরল মাইককে। আলবার্তো যদি সন্দেহ না-ই করবে, অতিথিকে ভেতরে নিয়ে বসাল কেন?

কয়লা গুঁড়ো হবার ক্ষীণ শব্দে সতর্ক হয়ে গেল মাইক। কটেজের পশ্চিম দিককার কয়লা বিছান গলি থেকে এসেছে আওয়াজটা। আলবার্তো হয়ত বাইরে গিয়ে ঘুরে বাড়ির পেছনদিকে আসছে। এভাবে ব্যাকইয়ার্ডের আগন্তুককে ঘায়েল করতে পারবে সে।

মাইক বাইরের স্ক্রিনডোরের কাছে পিছিয়ে এল। দরজার বাম ধারে অন্ধকারে শরীর মিশিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পিস্তল হাতে। পা টিপে টিপে কেউ একজন এগিয়ে আসছে এদিক পানে।

ধীরে ধীরে খুলে গেল স্ক্রিনডোর। আলবার্তোর পিস্তল ধরা হাতটা ঢুকল আগে, তারপর ওর মাথা আর কাঁধ। থামল সে, আলোকিত চৌখুপিটা দেখছে। অকারণে মোম জ্বালিয়ে রেখে যায়নি ভাকুয়েরো। ওটার আলো তাকে জানাচ্ছে আগন্তুক এখন আর দরজায় নেই।

মাইক পিস্তল ধরল। 'বন্দুক ফেলে দাও, আলবার্তো। অ্যান্ড নো চালাকি।'

বারান্দার মেঝেয় ঠক্ করে আছড়ে পড়ল পিস্তলটা।

'দরজাটা খোল, আমরা ভেতরে যাব।'

কাঁধ দুটো সামান্য উঁচু নিচু হল। তারপর আলবার্তো বারান্দার ওপাশে রান্নাঘরের দরজায় গেল। 'চাবি ঘুরিয়ে লাভ হবে না, সিনর। ভেতরে হুড়কো লাগান।'

'ঠিক আছে। কাচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে খোল।'

ঝুঁকে একপাটি চপ্পল তুলে নিল আলবার্তো। এরকম ভান করল যেন চপ্পলের গোড়ালি দিয়ে কাচটা ভাঙবে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল আচমকা, আঘাত করল মাইকের পিস্তল ধরা কবজিতে। একই সময়ে ওর তলপেটে মারল হাঁটু দিয়ে।

পিস্তলটা খসে পড়ল মাইকের হাত থেকে। কুচকিতে ব্যথা পেয়ে ঝিম্‌ঝিম করছে শরীর, আলবার্তো ডান হাতে টুঁটি চেপে ধরল ওর, বাম হাতে চিবুকে ঘুসি মারল। মাইক মরিয়া জাপটে ধরল আলবার্তোকে, ধস্তাধস্তি করতে করতে দুজনেই পড়ে গেল বারান্দার মেঝেয়।

চৌবাচ্চার ধারে মাইকের মাথার পেছনটা ঠুকে গেল। শ্বাসনালীর ওপর শত্রুর মুঠি ক্রমশ এঁটে বসছে। 'তোকে আমি খুন করব!' হিস্‌হিস্ করল ভাকুয়েরো।

পিস্তলের সন্ধানে অন্ধকারে হাত বাড়াল আলবার্তো। আর মাইক এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাল। ডান তালুটা সে স্পানিয়ার্ডের থুতনিতে ঠেকিয়ে ধাক্কা মারল সজোরে। ওই ধাক্কায় শিথিল হয়ে গেল গলায় সাঁড়াশির চাপ, মুহূর্তের জন্য মাইক মুক্তি পেল। অন্ধকারে আলবার্তোর চোখে থাবড়া মারল ও, মুখ আঁচড়ে দিল।

চকিতে উঠে দাঁড়াল আলবার্তো। ওর হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেল

মাইক। হাতুড়ি পেছনে টানবার শব্দ পেল সে। 'তোকে খুন করব আমি,' লোকটা অ্যাবার বলল।

'যেভাবে র‍্যান্ডালকে করেছ?'

এক কদম পিছু হটল স্পানিয়ার্ড, মাইকের বুট নিশানা করার জন্য পিস্তলেব নল নিচু করল। মাইক ওর পায়ে হ্যাঁচকা টান মারল স্পার লাগান বুট দিয়ে।

আলবার্তোর গোড়ালিতে আঘাত করল স্পারটা। টলে উঠল ভাকুয়েরো, হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মাইক গড়িয়ে সরে গেল, তড়াক্ করে দাঁড়িয়েই লাথি ঝাড়ল লোকটার মাথায়। আরও দুবার লাথি মারল সে। মাত্র একবার গুঙিয়ে উঠল আলবার্তো, তারপর অখণ্ড নীরবতা।

পিস্তল হাতে করেই, ধুলোয় মুখ গুঁজে থাকল স্পানিয়ার্ড। পিস্তলটা কেড়ে নিল মাইক। কোনরকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না। ওর নিজের আর জিমি র‍্যান্ডালের জন্য বাঁচামরার শামিল হতে পারে এটা। 'ঘুমোও, আলবার্তো।' ভাকুয়েরোর মাথার পেছনে পিস্তলের বাঁটটা বিদ্যুৎগতিতে নামিয়ে আনল মাইক।

এতকিছু ঘটে গেল অথচ ভেতরে সাড়াশব্দ নেই। শ্যানিং কি ঘুমিয়ে? শেরিফকে ডেকে আনতে যায়নি তো?

অচেতন আলবার্তো পড়ে থাকল বারান্দায়। মাইক ওর চপ্পলের বাড়িতে ভেঙে ফেলল দরজার গ্লাস প্যানেল। ঝন্‌ঝন্ করে কাচ পড়ল রান্নাঘরের ভেতর। তবু শ্যানিংয়ের সাড়া মিলল না।

ঘুলঘুলির মধ্যে হাত ভরে হুড়কোটা সরাল মাইক, দরজা খুলল। আলবার্তোকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল ও, হাতপা বেঁধে ওর মুখে একটা তোয়ালে গুঁজে দিল।

মোম নিয়ে এবার বারান্দায় ফিরে এল মাইক, অপর পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল। এরপর সে পিস্তল আর বাতিহাতে খানাতল্লাশি শুরু করল। রান্নাঘরের পর হলওয়ে। এর দুপাশে দুটো শোবার ঘর। একটায় খাটিয়া পাতা, বিছানায় কোঁচকান চাদর থেকে বোঝা যায় কেউ ঘুমিয়েছিল। আলবার্তোর কামরা এটা।

অন্য ঘরে গিয়ে মাইক দেখল বিরাট এক খাট, কম্বলে মাথা মুড়ি দিয়ে একজন ঘুমোচ্ছে। বেডসাইড টেবিলে ব্র্যাস ল্যাম্প ছিল একটা। মাইক মোম

নিচু করে জ্বালল ওটা। ঘরের মালিক তবু জাগল না।

বিছানার নাগালের ভেতর অস্ত্র নেই কোন। মাইক রান্নাঘরে ফিরে গেল, গোড়ালিতে ধরে হিড়হিড় করে আলবার্তোকে টেনে নিয়ে এল শ্যানিংয়ের কামরায়। পানি ছিল একটা গামলায়। মাইক নিদ্রিতের মুখে পানি মারল।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শ্যানিং। 'আলবার্তো!' ডাকল কর্কশ স্বরে। পরক্ষণে তার চোখ পড়ল বিছানার পাশে দাঁড়ান সশস্ত্র মাইক ব্যারির ওপর।

'ওর আপাতত ছুটি।' ইশারায় মাইক মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখাল।

শ্যানিং ঝুঁকে পড়ে দেখল একবার, তারপর দৃষ্টি ফেরাল মাইকের দিকে। ওর চোখে নগ্ন ভীতি। 'ক্-কী চাও তুমি?'

'জিমি র‍্যান্ডাল কোথায়?'

'আমি তার কী জানি? ভাগ এখান থেকে নইলে পুলিশ ডাকব।'

নিশাচর এক ঘোড়সওয়ার মাঝারি কদমে ফোর্থ স্ট্রিট ধরে বাড়ি ফিরছিল।

'ডাক!' চ্যালেন্জ্ ছুড়ল মাইক। 'যত খুশি চিৎকার করতে পার সাহায্যের জন্য।'

শ্যানিং কিছুই করল না। এর অর্থ লোকটার দুর্বলতা আছে। পিস্তলের দিকে লক্ষ্যস্থির রেখে নিজের মনোভাব ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেল সে। 'আমি চিৎকার করলে তুমি গুলি করবে! তোমার হারাবার কিছু নেই। হাজারটা খুন করলেও ফাঁসি একবারই হয়।'

'তোমাকে মনে হয় শেষপর্যন্ত খুনই করতে হবে আমার।' পিস্তল কক্ করল মাইক। 'এই শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি—র‍্যান্ডাল কোথায়?'

'জানি না।' তারপর সতর্ক গলায় কমিশনার যোগ করল, 'কেন তোমার মনে হচ্ছে আমি জানি?'

'র‍্যান্ডাল যেদিন নিখোঁজ হয় সে রাতে ব্লন্ট আর মিডৌস তোমার পেছনের উঠনে বাকবোর্ড নিয়ে এসেছিল। এখান থেকে র‍্যান্ডালকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোথায় সরিয়েছ?'

'তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ। প্রমাণ করতে পারবে না। তুমি কিস্যু জান না।'

'আমি জানি আদালতে তুমি মিথ্যা বলেছ।'

'জুরি বোর্ড তা মনে করে না।' শ্যানিংয়ের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। 'ধরা পড়লে ফাঁসি তোমার হবেই।'

'লোনা লামদের খুনিও বাঁচতে পারবে না।' এটা আন্দাজে ঢিল ছোড়া। তবে শ্যানিংয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল মাইক, বুঝল ওর শর বৃথা যায়নি। ঘটনাটা সম্পর্কে মাইক কেবল এটুকু জানত হত্যাকারীর পায়ে বুটের বদলে সাধারণ জুতো ছিল। এ মুহূর্তে বিছানার পাশেই একজোড়া ভোঁতা নাক জুতো রাখা আছে। 'র‍্যান্ডালের কিছু হলে তুমি বা তোমার লোকেরা কেউ বাঁচতে পারবে না। বার্ট ক্রেডিসুদ্ধ।'

'ক্রেডি? আমি ক্রেডিকে সেভাবে চিনিই না।'

নামটা এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করল কেন? ক্রেডির বিরুদ্ধে সরাসরি কোন অভিযোগ নেই। তার সম্পর্কে খবর এটাই, র‍্যান্ডালকে সে সানডাউন ক্লাব থেকে মেইন স্ট্রিটে এক উকিলের অফিস অবধি পৌঁছে দিয়েছিল।

'তোমার মধ্যে অপরাধবোধ আছে, শ্যানিং। তোমার ব্যাক ট্রেইলে মানুষের কঙ্কাল পড়ে আছে অজস্র। তুমি নিশ্চিত নও আমি সেগুলোর কোনটার খবর জানি কি-না। তাই চিৎকার করতে ভয় পাচ্ছ।'

ফের মিনমিনে প্রতিবাদ। 'তোমাকে ভয় পেতে যাব কোন্ দুঃখে? তুমি খুনের আসামি, পালিয়ে বেড়াচ্ছ। আর আমি হলাম গিয়ে কাউন্টি অফিসার। একটা ব্যাংকের পরিচালক—ডস রিওসের বড় ব্যবসায়ী।'

'ঠিক ঠিক। সেজন্যই তোমার পাখা গজিয়েছে। হাতির পাঁচ পা দেখেছ।' মাইক একবার পিস্তল কক্ করছে, আবার আনকক্। ওটার লক্ষ্য নীল একটা রাত্রিবাসের দ্বিতীয় বোতাম। 'রাস্তায় কারো সাড়া পেলেই চেঁচিয়ো সাহায্যের জন্য। আমি আছি এখানেই, বাড়ি সার্চ করব।'

হ্যাঁচকা টানে একটা ড্রয়ার খুলল মাইক, ভেতরের জিনিসপত্র ঢেলে ফেলল মেঝেয়। চিঠি, রশিদ, জমির দলিল, পুরোন তমসুক, বাতিল চেক এবং এমনিতর হরেক কাগজপত্র। 'এগুলো থেকে হয়ত জানা যাবে কিছু।'

একটা একটা করে কাগজ ঘাঁটতে শুরু করল মাইক। ওগুলো থেকে গোপন

সূত্র মিলতে পারে এই আশায়। ব্লন্ট মিডৌস, ক্রডি বা লোনা লামদ—এ ধরনের নাম। বা সানডাউন ক্লাবের সাথে কোন যোগসূত্র। অথবা স্পেন্স নামের পলাতক সেই ব্যাংক ডাকাতের সাথে দহরম-মহরমের আলামত। লোকটা যদি শ্যানিংয়ের চেনাজানা হয়ে থাকে, যদি এমন হয় সে ওকে বাঁচাতে চাইছে, মাইক ব্যারির বিরুদ্ধে তার মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়ার কারণটা বোঝা যাবে। কিন্তু কাগজপত্রে সে রকম আভাস মিলল না। আরেকটা দেরাজে সব কাউন্টি বোর্ডের দলিল-দস্তাবেজ। অপর একটায় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। মাইক ওসব ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রায় একটি ঘণ্টা কেটে গেল।

হাল ছেড়ে দিচ্ছিল সে এই সময় শ্যানিংয়ের প্যান্ট আর জ্যাকেটটা চোখে পড়ল। ওগুলোর পকেট হাতড়াল মাইক, ওয়ালেট দেখল। দরকারি কিছু পেল না।

এবার আলমারির কথা মনে হল মাইকের। সম্ভ্রান্ত লোক শ্যানিং, বাড়তি স্যুট তার না থেকেই যায় না। ক্লোসেট হ্যাংগারে এক সারি কোট ঝুলছিল। মানুষ প্রায়ই কোট বদলাবার সময়ে আগেরটার পকেট খালি করতে ভুলে যায়।

ধূসর একটা টুইড জ্যাকেটের ভেতরে পকেটে মাইক একখানা পোস্টকার্ড আবিষ্কার করল। ঠিকানার ঘরে ডস রিওসে ডেল শ্যানিংয়ের নাম। অপর পৃষ্ঠায় লেখা:

আজ পৌঁছেছি। কাজ ফতে। কাল বাড়ি রওনা হচ্ছি।

বার্ট

মাইক বিছানার দিকে সরু চাহনি ছুড়ে মারল। 'বার্ট ক্রডি? অ। তুমি তাহলে সেভাবে চেনই না ক্রডিকে!'

হুঁশিয়ার ছিল তাই, নয়ত এরপরও চোখে পড়ত না মাইকের। কোণঠাসা দৃষ্টি ফুটে উঠেছে শ্যানিংয়ের দৃষ্টিতে।

পোস্টকার্ড উল্টে ডাকঘরের ছাপ দেখল মাইক। অ্যালামোসা, কলোর‍্যাডো; জুন ১৮।

ক্রডি তাহলে আঠার জুন অ্যালামোসায় ছিল। ঘোড়ার পিঠে এখান থেকে

দুশ মাইল দূরে। কেন? কোন্ কাজ শেষ করেছে? শ্যানিংকে সেটা জানাবার প্রয়োজন পড়ল কেন?

গুহায় সুসানার কাছে শোনা কথাগুলো মনে করল মাইক। জিমি র‍্যান্ডাল সানডাউন ক্লাবে বলেছিল সে দুশ মাইল পাড়ি দিয়ে আসছে। সৎ একজন কাউহ্যান্ড আর বার্ট ক্রডির সাথে কথা বলেছিল সে। ক্রডি নিজেও, সুসানা জানিয়েছে, সম্প্রতি দিন দশ-বার শহরে ছিল-না। মাইক এখন জানে কোথায় গিয়েছিল ও। অ্যালামোসায়।

'ওকে অ্যালামোসায় কেন পাঠিয়েছিলে, শ্যানিং?'

'আমি পাঠাইনি!'

দাপটে বলতে চাইলেও, শ্যানিংয়ের গলায় জোর ফুটল না। ওর চেহারায় এখন নগ্ন আতঙ্ক। *এবার বাগে পাওয়া গেছে বাছাধনকে।* মুখে মাইক বলল, 'ঠিক আছে। এই পোস্টকার্ডটা আমি রস্কো ড্রামকে দিচ্ছি। দেখি, অ্যালামোসায় খবর নিয়ে কিছু জানতে পারে কি-না।'

'কী লাভ হবে?' প্রশ্নটায় চ্যালেন্‌জ্ নেই কোন; শুধুই মরিয়া প্রতিবাদ।

'জানি না,' স্বীকার করল মাইক। 'তবে ওটা ড্রামের ব্যাপার। সে অ্যালামোসায় খবর নিতে পারে সেখানে তোমার আর জিমি র‍্যান্ডালের মধ্যে কোন সম্পর্কের সূত্র পাওয়া যায় কি-না।'

কিছু বলতে নিয়েও ঠোঁট কামড়ে ধরল শ্যানিং। ওর মুখ চুন।

'চলি।' ঘরের বাইরে পা বাড়াল মাইক। 'আমি যাবার পর আলবার্তোর দড়ি কেটে দিয়ো।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ড্রামকে জানাতে। যেন সে অ্যালামোসায় টেলিগ্রাম করতে পারে।' দরজার দিকে এগোল মাইক।

'দাঁড়াও!' শ্যানিং অনুনয় করল। 'আমরা একটা চুক্তি করতে পারি।'

বিছানার ধারে ফিরে এল মাইক। 'কী চুক্তি?'

'র‍্যান্ডালের মুক্তির বিনিময়ে আমার জীবন। আমি একজায়গায় আটকে রেখেছি ওকে। বন্ধুকে ফিরে পেতে চাইলে তুমি ড্রামের কাছে যাবে না। মুখ

বন্ধ রাখবে এবং আমাকে তিরিশটা দিন সময় দেবে।'

'তিরিশ দিন কেন?'

'এখানকার সবকিছু বেচাবিক্রি করতে। তারপর র‍্যান্ডালকে তুমি পাবে। এজন্যই ওকে বন্দি করে রেখেছি আমি—তুমি ঝামেলা করলে যেন ওর বিনিময়ে নিজে বাঁচতে পারি।'

'ঝামেলা? কিসের ঝামেলা?' মাইক এখনও জানে না সে কোথায় আঘাত করেছে। তবে স্পষ্টতই অ্যালামোসায় এর সূত্র আছে।

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে,' শ্যানিং ঘেউ ঘেউ করল। 'র‍্যান্ডালকে ফিরে পেতে চাইলে আমাকে তিরিশ দিন সময় দাও। এর ভেতর আমি সটকে পড়ব।'

একটা চোখ ছোট করল মাইক। 'বুঝেছি। ব্লন্ট আর মিডৌসকে তোমার বলা আছে, তুমি বিপদে পড়লে র‍্যান্ডালকে যেন মেরে ফেলা হয়।'

'হ্যাঁ।' কমিশনার কবুল করল। 'আর আমার কিছু না ঘটলে, তিরিশ দিন পর ওরা ওকে ছেড়ে দেবে।'

'র‍্যান্ডালকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় আমার নীরবতা?'

'তা-ই।'

'অ্যালামোসা থেকে যদি কেউ আসে, উল্টোপাল্টা জেরা শুরু করে তুমি ধরে নেবে আমি মুখ খুলেছি। আর তখন র‍্যান্ডালের ভাগ্যে জুটবে একটা বুলেট!'

'বিলকুল ঠিক!'

বল এখন মাইকের কোর্টে। চাইলে সে শ্যানিংকে গুলি করতে পারে। আবার, ওর মুখস খুলেও দেয়া যায়। কিন্তু তাতে জিমি র‍্যান্ডালের লাভ হবে না। আপস প্রস্তাবে রাজি হবার ভান করল মাইক। 'বেশ। যদ্দিন আমার মনে হবে জিমি বেঁচে আছে, আমি মুখ খুলব না। তবে সব কথা একটা চিঠিতে লিখে এমন ব্যবস্থা নেব, যেন আমার হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে চিঠিটা ড্রামের হাতে পৌঁছয়। আমি ভালই জানি। তুমি এবার লোক লাগাবে আমাকে খুন করার জন্য।'

'তুমি চুপ থাকলে কিছু করব না.' শ্যানিং ওয়াদা করল।

নিঃশব্দে হাসল মাইক। 'চোরের আবার নীতিবোধ!'

নীল রাত্রিবাস পরনে লোকটা নিরুত্তর থাকল। এখনও সে বিছানায় বসে। মাইক পথ দেখার জন্য মোমবাতিটা তুলে নিয়ে গেল। 'তিরিশ দিন!' শ্যানিং মনে করিয়ে দিল পেছন থেকে।

এক মিনিট পর মাইককে দেখা গেল গলির দক্ষিণে ফিফথ স্ট্রিট অভিমুখে ছুটছে। অন্ধকার বিরান রাস্তায় মোড় ঘুরে মিকার স্ট্রিটে পড়ল ও, গির্জা লাগোয়া লংডেন হাউসে ফিরে এল। এখানে কেউ তাকে খুঁজবার কথা চিন্তাও করবে না, সুসানা বলেছে।

আঠার

ঘুম আসে না মাইকের। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে ও। অনুভব করে একটা কাজ এখনও বাকি আছে কিন্তু সেটা কী মনে করতে পারে না। এরকম অস্বস্তিকর একটি ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর খেয়াল হল ওর ঘটনাগুলো লিখে লুকিয়ে রাখতে হবে কোথাও। এমন জায়গায় যেখানে সহজে চোখ পড়বে না কারো, তবে শেষপর্যন্ত চিঠি ফাঁস হবেই।

বিছানা ছাড়ল মাইক। জানলার পর্দা ভালমত টেনে দিয়ে বাতি জ্বালল। কামরার এক ধারে রাইটিং টেবিল। মাইক বসে রস্কো ড্রামের উদ্দেশে একটা বিবৃতি লিখল। 'ক্রডিকে অ্যালামোসায় পাঠিয়েছিল শ্যানিং,' শুরু করল ও। 'খোঁজ নাও কেন পাঠিয়েছিল। ক্রডি আঠার জুন অ্যালমোসায় ছিল, সংযুক্ত পোস্টকার্ডটা তার প্রমাণ।'

র‍্যান্ডালকে জিম্মি করে রাখার ব্যাপারে শ্যানিংয়ের স্বীকারোক্তিসহ মাইক এরপর রাতের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করল। 'জিমির মুক্তির বিনিময়ে লোকটা

আমার কাছে তিরিশ দিনের সময় চেয়েছে। এর মধ্যে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, শ্যানিংকে ফাঁসিকাঠে চড়াবার দায়িত্ব তোমার, মিস্টার ড্রাম।'

লেখা শেষ করে চিঠি একটা খামে ভরে মুখ আটকাল মাইক, তারপর জিনিসটা কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় দেখার জন্য এদিক ওদিক তাকাল।

রোলটপ ডেস্কটা আঁতিপাঁতি করে পছন্দসই জায়গা পেয়ে গেল ও। পিজিঅন-হোলে চামড়ায় বাঁধাই মোটা নোটবুক আছে একটা। এর মলাটে লেখা 'রাউন্ড আপ, *এম এল,* র‍্যাঞ্চ।'

ভেতরে একঝলক নজর বুলিয়েই মাইক বুঝল গত তিন মৌসুমে মার্ক লংডেন এটা শরৎকালীন রাউন্ডআপের টালি খাতা হিসেবে ব্যবহার করেছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় তিন বছর আগের হিসাব। গ্র্যাণ্ড মেসা থেকে কোন বয়সের কত গাভী আর ষাঁড় নামিয়ে আনা হয়েছিল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দুবছর আগের তুলনামূলক হিসাব। আর তিন নম্বর পৃষ্ঠায় গেল বছরের। প্রত্যেক বছর সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছে রাউণ্ড আপ, শেষ হয়েছে অক্টোবরের মাঝামাঝি।

ঠিক এ মুহূর্তে জুলাই দাঁড়িয়ে আছে অগাস্টের মুখে। সুতরাং আর এক মাস পর খাতাটার খোঁজ পড়বেই। তার আগে নয়। মেসায় দুহাজারের ওপর *এম এল* গরুবাছুর চরছে। এর ভেতর যেগুলো মোটাতাজা, শরতে সেগুলো চালান করা হবে। আর অন্যগুলোকে নভেম্বরে তুষারপাত শুরু হবার আগেই নামিয়ে আনা হবে তরাইয়ের কোন উইন্টার রেনজে।

এখন থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ দিন পর মার্ক লংডেন খুলবে এই খাতা। এটা দিনরাত্তিরের মতই সত্য। মাইক ভাবতে লাগল লংডেনকে কতটা বিশ্বাস করা যায়।

লংডেন সুসানার মামা। শ্যানিংয়ের রাজনৈতিক মিত্র ছিল একসময়। একই কারণে ড্রাম তার শত্রু। এটা খুবই সম্ভব, ছোটখাট চুরিচামারি বা ঘুষের ঘটনায় শ্যানিংয়ের সাথে গলা অবধি ডুবে ছিল সে।

তবে চুরিচামারি ঘুষ আর মানুষ খুন এক কথা না। মাইকের মনে পড়ল র‍্যাঞ্চে লিঞ্চিংয়ে উৎসাহ দেয়ায় রেড হার্পারকে বরখাস্ত করেছিল লংডেন। *এম এল* র‍্যাঞ্চার খুনখারাবিতে জড়াবার মানুষ না, লোকটাকে অন্তত তা-ই মনে

হয়েছে মাইকের। কিন্তু ডস রিওস খুনখারাবির শহর। লামদ নামে এক মহিলা খুন হয়েছে। অপহরণ করা হয়েছে র‍্যান্ডালকে, খুন হয়ে যাওয়াও অসম্ভব না। মার্ক লংডেন রাজনীতি ছেড়েছে এরকম এক অবস্থায়। মনে হয় ডেল শ্যানিং থেকে যত দূরে সম্ভব সরে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য।

এই চিঠি পাবার পর ড্রামকে এটা তার পৌঁছে না দেবার অর্থ হবে হত্যায় যোগসাজশ করা। শ্যানিং নিশ্চয় র‍্যান্ডাল আর আমাকে খুন করার মতলব আঁটছে এখন।

বহু ভাবনাচিন্তার পর মাইক সিদ্ধান্তে পৌঁছল মার্ক লংডেন আর যা-ই হোক খুনখারাবিকে প্রশ্রয় দেবে না।

চিঠিটা এবার টালি খাতার ভেতর ঢুকিয়ে খাতাটা আবার পিজিঅন-হোলে রেখে দিল সে। মিনিট কয়েকের মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল লংডেনের বিছানায়।

তিন ব্লক তফাতে আলবার্তোর সাথে বৈঠকে বসেছে শ্যানিং। কিচেন টেবিলে ব্র্যান্ডি পরিবেশন করছিল ভাকুয়েরো। ওর মাথার ক্ষতে পট্টি। দুজনেরই পরনে ধড়াচূড়া। আলবার্তো মিইয়ে আছে এখনও। তবে শ্যানিং স্বভাব... ...র্য ফিরে পেয়েছে। 'ওর পিস্তলটা দেখেছ, আলবার্তো...

'আমাকে ওটা দিয়েই বাড়ি মেরেছিল,' গোমড়ামুখে আল... ...

'ওই পিস্তল আমার দোকান থেকে কেনা। নতুন মা... ...স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। মার্ক লংডেনের কাছে আমিই ওটা বিক্রি করেছি...

'বুঝেছি! ছোকরা তারমানে র‍্যাঞ্চে!'

'না, আলবার্তো। ওখানে লুকাবার সাহস ওর হবে না... ...র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখছে। তাছাড়া বাড়িটাও তল্লাশি করেছে দবা... ...আর একটা জায়গাই থাকল যেখানে ব্যারি ওই পি... পেতে পারে।'

'ঠিক, *পাত্রন!*' আলবার্তোর কালো মটরদানা চোখ দু... ...হল। 'ব্যারি ডস রিওসের বাসায় লুকিয়ে আছে।'

'কেন নয়?' শ্যানিং যুক্তি দেখাল। 'বাড়িটা এখন খালি... ...টা প্রথম

থেকেই ওর পক্ষে। সে-ই ওকে আশ্রয় দিয়েছে ওখানে।'

আগেই কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে আলবার্তো। এবার টুপি তুলে নিয়ে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল। 'এক্ষুনি হারামিটাকে শেষ করে আসছি, *পাত্রন*।'

'তুমি না। মানুষ তোমার জখমি চেহারা দেখে বুঝবে মারামারি করেছ। এ অবস্থায় তোমার শত্রুকে মৃত পাওয়া গেলে সবাই ভাববে কাজটা তুমিই করেছ।'

'তাহলে শেরিফকে বলি। সে তো আমাদেরই লোক, নাকি?'

প্রস্তাবটা বিবেচনা করল শ্যানিং, তারপর মাথা নাড়ল। ফ্যানশ্য লোকলস্কর নিয়ে ব্যারিকে গ্রেফতার করবে। পরে আদালতে হাজির করা হবে তাকে। 'ফাঁসিতে ঝোলার আগে নিশ্চয় মুখ খুলবে পাখি।'

'আসামির কথা কে বিশ্বাস করবে?'

'ড্রাম, অবশ্যই। তক্ষুনি অ্যালামোসায় যোগাযোগ করবে সে।'

শব্দ করে নিশ্বাস ফেলল আলবার্তো। 'তারচেয়ে এটা কত সোজা, *পাত্রন*। ছোকরা ঘুমোচ্ছে। কেউ কিছু দেখতে পাবে না, শোনা তো দূর।'

শ্যানিং ভাবল একটুক্ষণ। আলবার্তোর কথা ঠিক। রাতের আঁধারে ঘুমন্ত কাউকে হত্যা করা অনেক সহজ। তবে কাজটা এমন লোককে দিয়ে করাতে হবে যার নাম কখনই ডেল শ্যানিংয়ের সাথে যুক্ত ছিল না। ক্রডি বা সানডাউনের অন্য কেউ এক্ষেত্রে অচল। একদিন হয়ত ফাঁস হবে এটা, সানডাউনের আসল মালিক শ্যানিং—চার্লি ডাউন্স শিখণ্ডী মাত্র। ব্লন্ট বা মিডৌসকে পাঠান যায়, কিন্তু ওরা এখন অন্যত্র ব্যস্ত।

'মন্টরোসে যাব আমরা,' শ্যানিং বলল শেষমেশ। 'নাস্তার পর দুঘোড়ার একটা বাগি ভাড়া করবে তুমি।'

ভৃত্যের একটা ভ্রূ তেরছা হল। 'মন্টরোসে? ওখানে কার কাছে?'

'লোকটাকে তুমি মোটে একবার দেখেছ, আলবার্তো। ওর অনেক নাম। এই মুহূর্তে সে জেনিসন নামে একটা জুয়াখানা চালায়।'

মন্টরোস বাইশ মাইলের পথ। চার ঘণ্টা লাগল পৌঁছতে। দুপুরের অল্পটাক

আগে শহরের সদর রাস্তায় প্রবেশ করল আলবার্তোর বাগি। 'জায়গাটা শস্তা আড্ডা, রেল স্টেশনের ধারে,' শ্যানিং বলল।

ধূলিমলিন একটা ফলস ফ্রন্ট সাইনের সামনে থামল ওরা। বোর্ডে লেখা: *জব জেনিসন—বিলিয়ার্ডস অ্যান্ড বিয়ার।* রোয়াকে অর্ধমাতাল এক দো-আঁশলা ঝিমোচ্ছে।

'একটা সিগার কিনে আন, আলবার্তো। ওই ফাঁকে কাউন্টারের লোকটার চেহারা ভাল করে দেখবে।'

মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এল আলবার্তো। ওর চোখে অস্বাভাবিক দ্যুতি। 'ও এখানে তুমি জানলে কীভাবে *পাত্রন?*'

'সেদিন ব্যাংক ডাকাতির পর ওকেই আমরা পালাতে দেখেছিলাম,' ব্যাখ্যা করল শ্যানিং। 'চেহারাটা তখন পরিচিত ঠেকেছিল। পরে মন্টরোস ব্যাংকের ওপর দেয়া এক খদ্দেরের চেক বাউন্স করায় আমি এসেছিলাম পাওনা বুঝে নিতে। ওই সময় জেনিসনকে আবিষ্কার করি।'

'ও সেই লোক, *পাত্রন।*'

ওয়ালেট থেকে কুড়ি ডলারের নোট বার করল শ্যানিং। 'এটা ওকে দাও, আলবার্তো। বলবে এরকম আরও দশটা রোজগার করতে চাইলে এখুনি যেন এখানে আসে।'

জুয়াখানায় ফিরে গেল আলবার্তো। বাগিটা এবার রাস্তার ভাটিতে আধ ব্লক তফাতে এমন জায়গায় এনে রাখল শ্যানিং, যেখান থেকে মাতাল দোআঁশলাটা ওদের কথা শুনতে পাবে না।

খানিক পর মাঝারি গড়নের এক লোককে সঙ্গে করে হাজির হল আলবার্তো। লোকটার চেহারা আমসি হয়ে গেল শ্যানিংকে দেখে। সওদাগর বরাভয়ের হাসি হাসল। 'ভয় পেয়ো না জেনিসন। আমরা তোমাকে ফাঁসাতে পারব না—আদালতে আগেই হলফ করে আমরা আরেকজনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছি।'

আড়ে এদিক ওদিক তাকাল জেনিসন। ওর পরনে ফতুয়া, সাথে পিস্তল

নেই। আলবার্তোর কোমরে ঝোলান পিস্তলটা চকিতে একবার দেখল সে, তারপর কোণঠাসা দৃষ্টিতে তাকাল শ্যানিংয়ের দিকে। 'কী চাও তুমি?' লোকটা ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল।

'সামান্য সহযোগিতা, জেনিসন। তোমার ভাল আমারও ভাল—কিন্তু ব্যারি নামের এক লোকের জন্য সেটাই খারাপ। যদ্দিন সে এই দুনিয়ার আলো হাওয়ায় আছে আমাদের কারো শান্তি নেই। এ মুহূর্তে খালি একটা বাড়িতে লুকিয়ে আছে ও। আজ রাতে চাঁদ থাকবে না। ওকে নিকেশ করে দিলে কেমন হয়?' শ্যানিং এক তাড়া কুড়ি ডলারের নোট বার করল।

'দেরি করে ফেলেছ তুমি!' জেনিসন বলল। 'এখন আর কথা বদলাতে পারবে না।'

'ঠিক। কিন্তু আমার কথা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। ব্যারি সেটাই করতে চাইছে। ব্যাংক ডাকাতিটা এমন লোকের ঘাড়ে চাপান ওর উদ্দেশ্য, ম্যাকলিন্সরা যাকে স্পেন্স নামে ডাকত। তুমিই সেই লোক জেনিসন। মাথা গরম কোরো না। আমার কথামত চললে লাভ তোমারই।'

জেনিসন আবার চোরা চাহনি হানল আশেপাশে। 'খালি বাড়ি? কোথায়?'

নিখুঁত বর্ণনা দিল শ্যানিং 'ব্যারি ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো। কাজ শেষ হবার পর টাকা তোমার কাছে ঠিক পৌঁছে যাবে। আর কোনদিন আমার চেহারাও দেখবে না তুমি। আর একটা কথা, আমার বাসার ধারেকাছে যাবে না। চল, আলবার্তো।'

[illegible] বিকেলে ডস রিওসে ফেরার পথে একবার পেছনে তাকাল শ্যানিং। [illegible] এক ঘোড়সওয়ার অনেকটা দূরে থেকে ওদের অনুসরণ করছে। 'বুঝলে, [illegible]লবার্তো,' শ্যানিং বলল, 'আজ রাতটা আমাদের মানুষের চোখের সামনে কাটাতে হবে

[illegible]মিকার স্ট্রিটের বাসায় সারাটা দিন অস্থিরতার মধ্যে কাটাল মাইক। রাতে ছাড়া বেরোন চলবে না ওর। দিনের আলোয় তাকে চিনে ফেলবে সবাই। ধরে হাজতে

ভরবে, তারপর আদালতে চালান। এরপর মিথ্যে সাক্ষ্য দ্রুতই ওর ফাঁসিতে ঝোলা নিশ্চিত করবে।

শ্যানিংয়ের অপকীর্তি ফাঁস করা, আর নিজের হাতে জিমি র‍্যান্ডালের মৃত্যু পরোয়ানা লেখা ওর কাছে এক কথা। গোটা পরিস্থিতি এখন গোলকধাঁধার মত। এ থেকে বেরোবার পথ একটাই। র‍্যান্ডালের খোঁজ তাকে একাই বার করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? শুরু করবে কোথায়?

সন্ধের পর দোতলার একটা জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল মাইক। ওখান থেকে পশ্চিমে মেইন স্ট্রিট দেখা যায়। শিল্ডসের লিভারি আস্তাবলের সামনের অংশ মেইন স্ট্রিটে। ওটার যানবাহন রাখার জায়গা এ বাড়ির ওপাশের একটা গলির ভেতর পানে। মাইক দেখল একটা ফ্রেইট ওয়াগন রাতের মত যাত্রাবিরতি করল লিভারি ইঁয়ার্ডে। ওটার খচ্চরগুলোকে স্টল এরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হল।

এরপর একটা বাগি ঢুকল। কেউ একজন ভাড়া গাড়ি ফেরত এনেছে। মাইক দেখল বাগির ড্রাইভার লাগাম অ্যসলারের জিম্মায় দিয়ে উঠন ত্যাগ করল। আলবার্তো! কী এমন কাজ ছিল আলবার্তোর যার জন্য বাগির প্রয়োজন পড়ল। মাইক গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। ব্লন্ট-মিডৌসের হাইড-আউটে গেছিল?

অসম্ভব না—যুক্তিও আছে। গত রাতে মাইক হানা দেয়ার পর ব্লন্ট আর মিডৌসকে তিরিশ দিন মেয়াদের চুক্তির খবর জানাতে শ্যানিং হাইড-আউটে লোক পাঠাতে পারে। কিন্তু বাগি কেন? অমন কাজে স্যাড্‌ল্ হর্সেই বরং আলবার্তো স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

মাইক দেখল খোলা একটা ক্যারিজ শেডে বাগিটা তুলে রাখল বার্নম্যান। অন্য গাড়িগুলোও ওই ছাতের নিচেই রাখা।

কৌতূহলী হয়ে উঠল মাইক। অন্ধকার যখন জাঁকিয়ে বসল পেছনের পথে চুপি চুপি বাইরে বেরোল ও। কাছে থেকে বাগিটা একবার দেখতে চায়। চাকায় কাদা আছে? বাগিটা নদীতে নেমেছিল? এমন কোন সূত্র আছে যা থেকে ওটার গন্তব্য অনুমান করা যায়?

লিভারি ইয়ার্ড শুনশান। গলিপথে সেখানে ঢুকল মাইক. কাছে গিয়ে বাগিটা

জরিপ করল। তারার আলোয় ও দেখল চাকায় রাস্তার ধুলো লেগে। এর অর্থ গানিসন বা আনকম্প্যাগ্রিতে এটা নামেনি। আরও একটা কথা বোঝা যায়। আলবার্তো বাগি নিয়ে গ্র্যান্ড মেসা বা এস্কালান্তে ক্যানিয়ন অভিমুখে যায়নি। গাড়িতে একটা জিনিসই পেল মাইক চলতি সপ্তাহের এক কপি ডস রিওস সেন্টিন্যাল।

পত্রিকাটা পকেটস্থ করে চলে আসছিল সে। হঠাৎ শেডের এক ধারে দাঁড়ান একটা বাকবোর্ডের ওপর নজর পড়ল। ব্লন্ট আর মিডৌস এখানেই বাকবোর্ড ভাড়া করেছিল। বাড গ্রেডনের ধারণা র‍্যান্ডালকে গুম করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ওটা। ঘটনা যদি তা-ই হয়, জিমি নিশ্চয় প্রায় অর্ধেক রাত অসহায় পড়ে ছিল বাকবোর্ডের মেঝেয়।

জিমির অবস্থায় নিজেকে কল্পনা করল মাইক। যত বিধ্বস্তই হোক না কেন, বুদ্ধি খাটাতে চেষ্টা করবে জিমি। কীভাবে তা সম্ভব হবে? নিশ্চয় কোন সূত্র ফেলে যাবে বাকবোর্ডে, যাতে অনুসন্ধানকারীরা ওর হদিস পায়।

হাতপা বাঁধা অবস্থায় ওয়াগনের মেঝেয় পড়ে ছিল জিমি। ওভাবে কোনকিছু লেখা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। খুব বেশি হলে যা করতে পারে, মাইক ভাবল, পকেট থেকে এরকম কিছু ওয়াগনে লুকিয়ে রাখা যেটা প্রমাণ করবে ওই গাড়িতে সে ছিল। তবে এতদিন পর সেটাও যে মিলবে তার নিশ্চয়তা নেই। ঝাড়পোঁছে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

তবু খুঁজল মাইক। বাকবোর্ডে উঠে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। একটার পর একটা দিয়াশলাইর কাঠি জ্বেলে মেঝেটা দেখল ভাল করে। কিছুই চোখে পড়ল না। এমনকি সিগারেটের গোড়াও না।

এরপর চিত হয়ে ওপরে তাকাতেই জিনিসটা ও দেখতে পেল। দিয়াশলাই জ্বালাবার প্রয়োজন হল না। চালকের আসনের নিচে সাদা একটা আয়তক্ষেত্র—দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ছ ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি। চালকের আসনটা স্প্রিংয়ের। ওই স্প্রিংয়ের ভেতর সাদা একখানা এনভেলপ গোঁজা। মাইক যেভাবে রয়েছে একমাত্র সেভাবেই ওটা দেখা সম্ভব।

খামটা বার করে নিল মাইক। ম্যাচ জ্বালল আর একটা। জিনিসটা দেখে

ওর চোখ কপালে উঠল। খামের ভেতরে কী আছে খুলে দেখবার প্রয়োজন হবে না। *এম এল* র‍্যাঞ্চে বসে এই চিঠিটাই সে লিখেছিল এবং মার্ক লংডেনকে দিয়েছিল পোস্ট করতে। খামের ওপর স্পষ্ট ঠিকানা ন্যাথান ক্যামেরন, সির‍্যাকুাজ, ক্যানসাস।

তবে ডাকঘরের ছাপ ডস রিওসের না—অ্যালামোসার! পোস্ট করার তারিখ আঠার জুন!

উনিশ

লংডেন হাউসে ফিরে দোতলায় রোলটপ ডেস্কে বসল মাইক। খামের ওপর ডাকঘরের ছাপটা দেখল আবার, তারপর চিঠিটা পরীক্ষা করল। পাঁচটা শব্দ মুছে সেই জায়গায় নতুন শব্দ বসান হয়েছে। আর একারণেই ওর মিশিগ্যানের বন্ধুরা অ্যালামোসায় গেছে সেখানে ওকে পাবার আশায়। কোন কারণে সন্দেহ জেগে থাকবে জিমির, তাই সে ডস রিওসে এসেছিল।

চিঠিটা লংডেনের কাছ থেকে কোনভাবে শ্যানিংয়ের হস্তগত হয়েছিল। শ্যানিং ওটা পোস্ট করতে অ্যালামোসায় পাঠিয়েছিল ক্রডিকে। কিন্তু এক পর্যায়ে শ্যানিং থেকে সরে আসতে শুরু করে ল্যাংডেন। ডেনভারে চলে যায়। তারপর এখন ফিরে সে কমিশনার পদে ইস্তফা দিয়েছে। সুসানার কথানুযায়ী মানুষটা বদলে গেছে। ইদানীং তার আচরণে মনে হয় সে বিবেকের দংশনে ভুগছে।

চিঠিটা নিজের কাছে রাখতে সাহস পেল না মাইক। ওকে ঘায়েল করতে পারলে শ্যানিংয়ের বন্দুকবাজরা এটা ছিনিয়ে নেবে। ড্রামকেও দেখান চলবে না। শ্যানিংয়ের লেজে আগুন ধরাতে ড্রাম ব্যবহার করবে চিঠি। আর তাতে ক্ষতি

র‍্যান্ডালের।

অনেক ভেবেচিন্তে চিঠিখানা মাইক রাউন্ড আপ টালি খাতার ভেতর ওর আগের বিবৃতিটার সাথে লুকিয়ে রাখল।

এবার কী? রাতের মূল্যবান সময়গুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। এগুলো অপচয় করা ঠিক না। পকেট থেকে খবরকাগজটা বার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল মাইক। পসি এখনও ওর ট্রেইলে। ব্যাংক ডাকাতি এবং খুনে সে জড়িত ছিল, মানুষের এই বিশ্বাস ঘোচেনি।

মাইকের অজানা কেবল একটি খবর আছে কাগজে। খবরটা বাড গ্রেডন সম্পর্কে। ওতে বলা হয়েছে বাড আনকম্প্যাগ্রি পার হবার সময় কেউ ওর ঘোড়াটাকে গুলি করে হত্যা করেছে। বাড ঘাতকের পিছু নিয়েছে। 'কাজটা কার? বাডের ধারণা ব্লন্টের। তবে সেটা ও প্রমাণ করতে পারবে না। বাড সন্দেহ করে সম্প্রতি র‍্যান্ডাল নামে এক অচেনা যুবকের রহস্যময় অন্তর্ধানের পেছনে ব্লন্টের হাত আছে। তবে বাড স্বীকার করেছে ওটাও সে প্রমাণ করতে পারবে না।'

বাড তাহলে ব্লন্টকে খুঁজছে। খবরটা মাইককে কিছুটা স্বস্তি এনে দিল। ও ভাবল বাডের সাথে অনুসন্ধানে শরিক হতে পারলে কত ভালই না হত। কিন্তু বাস্তবতা না মেনে উপায় নেই। ওকে যা কিছু করবার একাই করতে হবে।

বার্ট ক্রডিকে দর্শন দিলে কেমন হয়? সানডাউন বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত ক্রডি নিশ্চয় জুয়ার টেবিলে থাকবে। লোকটা কি ওখানেই ঘুমায়? মাইক মনস্থির করল রাতে সানডাউনে হানা দেবে।

বাতি নিবিয়ে ক্ষণ গুনতে বসল মাইক। ক্রডিকে পাকড়াও করবে নির্জন কোথাও বা তার স্লিপিং কোয়ার্টারে। এমন সময় যেতে হবে যখন অপ্রস্তুত থাকবে লোকটা। গতরাতে সে এভাবেই কোণঠাসা করেছিল শ্যানিংকে।

অপেক্ষা করতে করতে মাইক হঠাৎ খেয়াল করল ওর ঘুম পাচ্ছে। জানলায় গেল সে। বাইরে তারাজ্বলা আকাশ কিন্তু চাঁদ নেই। সুসানা কি কাল আসবে শহরে? মাইক কামনা করল যেন না আসে। শ্যানিংয়ের আসল চেহারা ওর কাছে গোপন রাখা কঠিন হবে। মেয়েটার ওপর এমনিতেই অনেক বিপদ।

ঘুম তাড়াবার জন্য মাইক রান্নাঘরে গিয়ে কফি বানাল। পিচের টিন খুলে

তা থেকে মুখে ফেলল কয়েকটা। কিন্তু পেটে দানাপানি পড়ার পর আরও বেশি করে ঘুম পেল ওর। দোতলায় লংডেনের কামরায় ফিরে গেল সে, ডেস্কে চেয়ারে বসে ঝিমোতে লাগল। টেবিলে রাখা টাইমপিসটা সময় সংকেত দিয়ে চলেছে টিক্ টিক্ টিক্।

আজ রাতে মাইকের লক্ষ্য ক্রুডির মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া। রাস্তা বিরান হওয়া পর্যন্ত এখানেই ওকে অপেক্ষা করতে হবে। নিচতলায় ক্ষীণ একটা শব্দ সচকিত করে তুলল মাইককে। রান্নাঘরে মনে হয় চোরের মত হেঁটে বেড়াচ্ছে কেউ। স্নায়ু ছেঁড়া একটা মুহূর্ত পর নতুন করে আর শব্দ পেল না ও।

উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে মাইক। কল্পনার চোখে দেখল জানলাদরজা সব বন্ধ করা আছে। ভেতরে ঢুকতে হলে গ্লাস পেন ভাঙতে হবে। তারপর ওর মনে পড়ল রান্নাঘরের দরজায় হুড়কো নেই। তালাটা সাধারণ মানের, পাতলা লোহার পাত দিয়ে খোলা যেতে পারে। কথাটা খেয়াল হতেই বুট খুলে ফেলল সে, মোজাপায়ে নিঃসাড়ে বেরিয়ে এল করিডরে, কান খাড়া করে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়াল।

নিচে থেকে আর কোন শব্দ আসছিল না। তাই আবার সে ডেস্কে ফিরে বুট পরে নিল। পরক্ষণে মাইক আওয়াজটা শুনতে পেল ফের। কাঠের সিঁড়ির মাঝামাঝি একটা ধাপ মচ্ করে উঠেছে।

পিস্তল বার করল ও, চেয়ারে পিঠ সোজা করে অপেক্ষা করতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

হানাদারও দেখতে পাচ্ছিল না। সিঁড়ির মাথায় তার হোঁচট খাওয়ার শব্দ পেল মাইক। মনে হল করিডরের কার্পেটের ওপর পড়ে গেছে লোকটা। তারপর স্তব্ধ একটা মিনিট পেরিয়ে গেল। পিস্তলের হাতুড়ি পেছনে টানল মাইক, শোবার ঘরের দরজা বরাবর নিশানা করল।

ডোরনব ঘোরাবার আওয়াজ পৌঁছল ওর কানে। তবে এ ঘরের দরজার না। আগন্তুক সুসানা বা তার আংকল নয়। ওরা আঁধারে চুপিসারে আসবে না। হয়ত ফ্যানশ্য খবর পেয়ে মাইককে খুঁজতে এসেছে। তবে আলবার্তো হবার সম্ভাবনা বেশি। আলবার্তো ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করতে আসছে!

লোকটা যে-ই হোক না কেন সে জানে না কোন্ কামরায় খুঁজতে হবে।

মাইক আরেকটা নব ঘোরাবার শব্দ পেল। এটাও ভুল কামরার। তারপর লংডেনের শোবার ঘরের দরজাটার কবজা ক্যাচ করে উঠল। কেউ একজন ভেতরে ঢুকছে।

মাইক দেখতে পেল না তাকে। কামরার মেঝেয় কার্পেট পাতা। অনুপ্রবেশকারী সামান্যতম শব্দ করছে না। মাইক অনুমান করল পিস্তল বা ছুরিহাতে লোকটা বিছানার দিকে এগোতে চেষ্টা করছে।

'আমি এখানে, আলবার্তো।'

মাইকের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ঝটিতি ঘুরতে গিয়ে একটা বেডসাইড চেয়ার উল্টে ফেলল লোকটা। গর্জে উঠল ওর পিস্তল। বারুদের ঝলকে মাইক দেখল লোকটা আলবার্তোর চেয়ে অনেক বেঁটে।

লোকটার পরিচয় মাইক জানে না তবে বুঝতে পারছে সে খুন করতেই এসেছে। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তার গুলি। মাইক আর কোন ঝুঁকি নিল না। ট্রিগারে শক্ত হয়ে চেপে বসল ওর তর্জনী। লোকটাকে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে দেখল।

ঝাড়া একটা মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল মাইক। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে এই বুঝি রাস্তায় শোরগোল উঠল। গুলির শব্দ কি শুনতে পেয়েছে কেউ? শহর এখন কতটা ঘুমে?

মাইক তাগিদ বোধ করছিল পেছনের পথে পালিয়ে যাবার। কিন্তু সে এখানে লংডেনের ভাগ্নী সুসানার অতিথি। এ বাড়িতে লাশ ফেলে যাওয়া চলে না। সবচেয়ে ভাল হয় জঞ্জালটা বাইরে নিয়ে কোথাও ফেললে।

লোকটা কি সত্যিই মারা গেছে? ওর কোন সাড়াশব্দ মিলছে না। রাস্তায়ও হইচই নেই। অবশ্য কাছেপিঠে বাড়িঘর তেমন নেই। একপাশে জনশূন্য গির্জা, আরেক দিকে পোড়ো জমি।

এখনকার প্রধান কাজ পালান। এই বাড়ি আর নিরাপদ নয়। একজন লোক যখন জানত তখন অন্যরাও জানবে। আবার কোন ঘাতক পাঠাবে শ্যানিং। সে হয়ত ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে যাবে মাইককে।

লাশটা কাঁধে তুলে নিচে নেমে এল ও। ফাঁক হয়ে আছে রান্নাঘরের দরজা, তালায় পাতলা একটা টিনের পাত ঢোকান। লাশ নিয়ে বাইরে বেরোল মাইক,

পেছনে দরজাটা টেনে দিল। পোড়ো জমি পার হয়ে গলিতে প্রবেশ করল।

বোঝার ভারে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে মাইকের পিঠ। গলি ধরে দক্ষিণে এগোল সে, পঞ্চাশ কদম যাবার পর শিল্ডসের লিভারি ইয়ার্ডের গেটে পৌঁছল। এটা প্রকাশ্য জায়গা। এখানে লাশ আবিষ্কৃত হলে তার সাথে লংডেন হাউসকে জড়িত করা যাবে না। ইয়ার্ডে জনমনিষ্যি নেই। রাতের অ্যসলার লিভারি বার্নের ফ্রন্ট অফিসে ঘুমে ঢুলছে। মাইক লাশ একটা ফ্রেইট ওয়াগনের পাশে নামিয়ে রাখল।

এরপর ক্যারিজ শেডে নজর বোলাল ও। বাকবোর্ডটা নেই। এত রাতে বাকবোর্ড ভাড়া করা একটু অদ্ভুত বৈকি। তবে অতীতে হয়েছে এমনটা। ওর মনে পড়ল জিমি র‍্যান্ডাল যেদিন নিখোঁজ হয় সে রাতেও এই বাকবোর্ডটা ভাড়া করা হয়েছিল। ব্লন্ট আর মিডৌস নিয়ে গিয়েছিল ওটা, নঘণ্টা পর ব্লন্ট ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এবারও কি ওদেরই কেউ ভাড়া করল?

মাইক গলির আরও সামনে এগোল, ফোর্থ স্ট্রিটে বেরিয়ে পশ্চিমে মোড় নিল। এখন ওর সবথেকে প্রয়োজন ঘোড়া। আর সেটাই সে পেয়ে গেল কপালজোরে।

রাস্তার ধারে সওয়ারি-শূন্য একটা স্যাড্‌ল্ হর্স দাঁড়িয়ে। সম্ভবত নিহত ওই ঘাতকের ঘোড়া। বাড়িতে হানা দিতে যাবার আগে আশেপাশের কোন রাস্তায় সে ঘোড়া রাখবে এটাই স্বাভাবিক।

ঘটনা যা-ই হোক, মাইকের দরকার ঘোড়া। ওর শহরের আস্তানা আর নিরাপদ নয়, এখন রেনজে নতুন একটা হাইড আউট খুঁজে নিতে হবে। একমাত্র ঘোড়ায় চেপেই নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়া সম্ভব ওর পক্ষে।

স্যাড্‌লে ওঠামাত্র মাইক লক্ষ করল রেকাবের ঝুল ওর জন্য বেশি ছোট। ব্যাপারটা ওকে আরেকটা কথা স্মরণ করাল। আরও একটা স্যাড্‌লের রেকাব ওর জন্য লম্বায় ছোট হত। মাইক ব্যারির জন্য ছোট কিন্তু স্পেন্স নামের এক আউট-লয়ের জন্য মাপমত।

ঘাতকের মুখখানা এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল মাইক। চেহারাটা তখন চেনা চেনা মনে হয়েছিল ওর। স্পেন্স? মাইক ব্যারিকে সে খুন করতে চাইতেই পারে। ব্যারিকে সরিয়ে দিলে জীবিত শেষ ব্যাংক ডাকাতের বিরুদ্ধে কাউন্টির

মামলাটার অবসান ঘটবে চিরতরে।

মাইক নেমে রেকাবের ঝুল লম্বা করে নিল। তারপর স্যাড্‌লে উঠে অন্ধকার রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল শহরের দক্ষিণপশ্চিম সীমানা অভিমুখে, যেখানে রেল রাস্তার একপাশে স্টেশন, আরেক দিকে সানডাউন ক্লাব।

ক্লাব থেকে চারটা বাড়ি তফাতে থামল ও, একটা সেচনালার ধারে কটনউডের নিচে ঘোড়া বাঁধল। নালা ধরে সানডাউনের সাইড হিচর‍্যাকে গেল মাইক, দেখল ওখানে মাত্র তিনটে ঘোড়া বাঁধা। স্যালুন বন্ধ হতে বেশি দেরি নেই।

দালানের এপাশটায় পানশালা, জানলা নেই কোন। মাইক কোনা ঘুরে ওপাশের দেয়ালের জানলায় গেল। চার্লি ডাউন্স দুজন কাউবয়কে মদ পরিবেশন করছে। তার পর মাইক সবিস্ময়ে দেখল ডেল শ্যানিং আর আলবার্তোও আছে।

আলবার্তোর সাথে তিন তাসের জুয়া খেলছে বার্ট ক্রডি। কাছেই একটা টেবিলে শ্যানিং বিয়ারের বোতল সামনে নিয়ে বসে, খেলা দেখছে। আজ ভুল জায়গায় এসেছে শ্যানিং, ভাবল মাইক। সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী সে, মাঝরাতের পর এমন এক কুখ্যাত আড্ডায় কেন?

পরক্ষণে জবাব নিজের মনেই পেয়ে গেল মাইক। অবশ্যই অ্যালিবির জন্য। মিকার স্ট্রিটে আজ রাতে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। শ্যানিং জানে সেটা। তাই ক্রডি আলবার্তো আর নিজেকে সে জনসমক্ষে হাজির রাখছে।

ঘোড়ার হ্রেষারব মাইকের মনোযোগ স্যালুনের পেছনদিকে আকৃষ্ট করল। বিয়ারের পিপেসহ অন্যান্য রসদপত্র রাখার জন্য ব্যাক ইয়ার্ডে এক চালা আছে। এর একধারে একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে।

কাছে সরে গেল মাইক, আঁধারেও দেখতে পেল বাকবোর্ডের মোঝেয় তেরপল উঁচু হয়ে আছে। অস্বস্তিকর একটা শিহরণ বয়ে গেল ওর ভেতর। গাড়িটা কি ওর লাশ বহন করতেই অপেক্ষা করছে?

তেরপল তুলে ভেতরে তাকাল মাইক। তারার আলোয় দেখল ওয়াগনে মাল বোঝাই। ময়দার থলে, টিনজাত খাবার আর বেকন। শহর থেকে দূরে কোথাও সপ্তাহ কয়েক কাটাবার উপযোগী রসদ।

রাতের প্রথম প্রহরে শিল্ডসের বার্নে এই বাকবোর্ডটাই জরিপ করেছিল

মাইক। এখন এতে ব্লন্ট আর মিডৌসের জন্য রসদ যাচ্ছে। শ্যানিংয়ের সাথে তার চুক্তির কথা ভাবল মাইক। সে ঝামেলা পাকাবে না এই শর্তে তিরিশ দিন পর জিমি র‍্যান্ডালকে মুক্তি দেয়া হবে। ওয়াগনে তিনজন মানুষের উপযোগী ঠিক অত দিনের রসদই আছে।

ক্রডি বা আলবার্তোর মধ্যে কেউ একজন হাইড আউটে নিয়ে যাবে এগুলো। কিন্তু আরও আগেই সে রওনা দেয়নি কেন? পথের অনেকটা এগিয়ে থাকার বদলে ওয়াগনটা সে এখানে ফেলে রেখেছে কেন?

মাইক এবারও নিজে নিজেই উত্তর আবিষ্কার করল। সাত-তাড়াতাড়ি শহর ত্যাগ করলে মাইক ব্যারির হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ড্রাইভারের মজবুত অ্যালিবি থাকবে না।

একটা প্ল্যান খেলল মাইকের মাথায়। র‍্যান্ডালকে সে যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে চায়। এই বার্কবোর্ড তাকে র‍্যান্ডালের কাছে নিয়ে যাবে। হয়ত এটাই তার শেষ সুযোগ।

উঠনের একধারে ছিপি লাগান একটা বোতল পড়ে ছিল। মাইক সেচ নালায় গিয়ে পানি ভরে আনল ওতে। মনস্থির করা হয়ে গেছে। কপালে যা-ই থাক, ব্লন্ট-মিডৌসের হাইড আউটে পৌছবার জন্য সে সবচেয়ে সহজ রাস্তাটাই ধরবে।

ওয়াগনে রসদপত্রের মাঝখানে জায়গা করে নিয়ে মাইক ঢুকে পড়ল সেখানে। টেইল গেটে ময়দার বস্তা রেখে বালিশ বানাল। তারপর পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। ওর একপাশে পানির বোতল; অন্যদিকে পিস্তল।

মালগুলো এক নজর দেখার জন্য ড্রাইভার তেরপল তুলবে না তো? সেক্ষেত্রে লড়তে হবে ওকে। ক্রডি আর আলবার্তো দুজনেই কি যাবে? ওদের একজনের অন্তত শিগগিরই বেরিয়ে আসা লাগে। মাইক তেরপলটা সুন্দর করে টেনে দিল আবার।

তারপর ধৈর্যের সুতো ছেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল, নিখরচায় জিমি র‍্যান্ডালের কাছে পৌছবার জন্য।

কুড়ি

অনেক, অনেকক্ষণ পর ট্রেনের নিরীহ বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেল মাইক। তার্পর কতকগুলো কণ্ঠস্বর। আজ রাতের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্যালুন। মানুষজন বেরিয়ে আসছে। শ্যানিংয়ের গলা পাওয়া গেল। 'আমরা কাল রাতে সাত নম্বরে ফিরব, বার্ট।'

ওয়াগন সিটে বসল কেউ। মাইক অনুমান করল ক্রডিই হবে। শ্যানিং আর আলবার্তো রেল রাস্তা পার হয়ে আট নম্বর ডাউন ধরতে যাচ্ছে। রাত দুটো বাইশে পুবের পথে যাত্রা করবে ওটা। ট্রেনে চেপে মন্টরোসে বা গানিসনে গিয়ে আরও চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নিজেদের অ্যালিবি বাড়িয়ে নিতে পারবে শ্যানিংরা।

ওয়াগন টিম চলতে শুরু করল। প্রথমে হণ্টন গতিতে, তারপর মাঝারি কদমে। পানির কুল্কুল্ শোনার আগে পর্যন্ত মাইক বুঝতে পারল না কোন্ দিকে যাচ্ছে গাড়ি। বাকবোর্ডের মেঝে ভিজে ওঠায় ও জানল ওরা এখন নদী পার হচ্ছে। কোন্ নদী, গানিসন নাকি আনকম্প্যাগ্রি?

খানিক বাদে নুড়ি পাথরের ওপর ঝাঁকি খেতে লাগল বাকবোর্ডের চাকা। আওয়াজ আর উইলোর সুবাস থেকে মাইক অনুমান করল এবার নদীর ভাটিতে এগোচ্ছে।

কয়েক মাইল পর ছেড়ে গেল নদীর গন্ধ, ঘোড়ার গতি মন্থর হয়ে এল। চড়াই বাইছে ওরা। বাইরেটা একনজর দেখবার জন্য তেরপলের একটা কোনা সামান্য ফাঁক করল মাইক। মাথার ওপরে তারাজ্বলা আকাশ দেখতে পেল। সামনে ক্রডির পিঠ। চালকের আসনে কুঁজো হয়ে বসে লোকটা। আরও সামনে গ্র্যান্ড মেসার নিরেট কালো রিমরক দেখা যায়।

তাহলে তখন গানিসন পার হয়েছে ওরা। এখন মেসার পশ্চিম প্রান্ত অভিমুখে যাচ্ছে।

মুখের ওপর তেরপলটা টেনে দিল মাইক, বন্ধুর এবড়োখেবড়ো পথে যাত্রার জন্য শরীর শক্ত করল। এতক্ষণ ভাগ্য ওকে সহায়তা দিয়েছে। এখন ক্রডি থেমে মালপত্র পরীক্ষা করতে এলে শুধু একজনকেই সামলাতে হবে। পিস্তলের বাঁটটা চেপে ধরল মাইক, কামনা করল অস্ত্রটা যেন ব্যবহারের প্রয়োজন না পড়ে। গানফাইটে হারজিত যা-ই হোক, র‍্যান্ডালের কাছাকাছি হবার সুযোগ সে হারাবে।

শ্যানিংয়ের কথা ভাবল মাইক। অ্যালিবি তৈরির জন্য সওদাগর ট্রেন ভ্রমণ করছে। সে নিশ্চিত স্পেন্স দফারফা করেছে মাইক ব্যারির। তবে একটা অনিশ্চয়তায়ও ভুগবে লোকটা। দোকানি জানে না মাইক ইতিমধ্যে রস্কো ড্রামকে সব ফাঁস করে দিয়েছে কি-না। সম্ভবত এজন্যই হাইড আউটে খাবার পাঠান। মাইক ড্রামকে সবকিছু বলে দিলেও জিম্মি হিসেবে জিমি র‍্যান্ডালের গুরুত্ব কিছুমাত্র কমবে না। তখন ড্রাম বাড আর সুসানা মার্শকে সামলাতে শ্যানিং জিমিকে ব্যবহার করবে।

মাইক আবার যখন বাইরে তাকাল আকাশে ধলপ্রহরের আলো। ঘোড়া নাগাড়ে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের সিডার সীমানার দিকে। দিগন্ত জুড়ে দাঁড়ান রিমরকের দেয়াল।

ঘণ্টা কয়েক পর থামল বাকবোর্ড। মাইক বাতাসে পাহাড়ি ফুল লতাপাতার গন্ধ পেল। কানে এল জলঝরনার ধ্বনি।

মাইক টের পেল ক্রডি নেমে ডালপালা ভেঙে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করছে। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেবার ফাঁকে কফি বানিয়ে খেল জুয়াড়ি। পুরো সময়টা মাইক পিস্তল হাতে তৈরি থাকল। তার একটাই সুবিধা, চালক জানে না ও এখানে। তেরপল তুলে ভেতরে লোক দেখে সে চমকে যাবে।

তবে কোন অঘটন ঘটল না। লোকটা আবার রওনা হল পাহাড়ের ওপর পানে। পাথরে চাকার ঝাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হল মাইকের। বাইরে উঁকি দিল সে, হলুদ বাকলের পাইন বন দেখতে পেল। এখন পুরোপুরি দিন। র‍্যান্ডালকে ড্স রিওস থেকে সরিয়ে নেবার নঘণ্টা পর বাকবোর্ড ফেরত দিয়ে যায় ব্লান্ট। এর

অর্থ মেসা অবধি যায়নি ওরা।

পরের কয়েকটা ঘণ্টা বেশ কবার ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে থামল ক্রডি। পাইনের জায়গা দখল করল দেবদারু। তারপর দেবদারুর স্থান অ্যাসপেন। প্রতি মাইলে পথ খাড়া হচ্ছে আগের চাইতে। তারপর এক পর্যায়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে সামনে এগোল ক্রডি। পানির শব্দ শুনে মাইক অনুমান করল জায়গাটা পয়েন্ট ক্রিকের উৎসমুখের কাছেপিঠে কোথাও হবে। পপ্ বিড্লের কাছে এই ক্রিকটার কথা সে শুনেছে।

বোতলের ছিপি খুলে এক ঢোক পানি খেল মাইক। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ছোটখাটো একটা ধস নামল। মাইক শুনল ক্রডি ঘোড়াগুলোকে গাল পাড়ছে। টেনেহিঁচড়ে জানোয়ারগুলোকে একসময় চড়াই পার করল জুয়াড়ি। এবার সহসাই চাকার নিচে সমান হয়ে গেল জমিন। দ্রুত বেগে ছুটে চলল বাকবোর্ড।

ফের যখন বাইরে তাকাল মাইক সূর্য ঈষৎ পশ্চিমে। ফার বনের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে ওরা। এখানে সেখানে সবুজ ঘেসো জমির কিনারে হরেক রঙের উজ্জ্বল সব বুনো ফুল ফুটে আছে। এটাই গ্র্যান্ড মেসার রূপকথার রাজ্য। সুসানা এরই স্বপ্ন দেখে।

ক্ষুদ্র একটা লেকের পাশ দিয়ে এগোল ওরা। মাইলটাক বাদে অপেক্ষাকৃত বড় আরেকটা জলাশয়ের দেখা পেল। এর কালচে নীল পানিতে গাছের ছায়ায়। এরপর অন্য একটা জলাশয় পড়ল। এটার পাড়ে অল্ডার আর ছোট ছোট ম্যাপ্লের ঝাড়। মেসায় দুশর বেশি এরকম লেক রয়েছে, সুসানা বলেছিল।

চাকার ক্লান্তিকর ঘর্ঘর ছাড়া বনানীতে শব্দমাত্র নেই। মাঝেসাঝে ঘোড়াগুলোকে ধমকাচ্ছে ক্রডি। 'জলদি চল। আমরা এসে পড়লাম বলে।'

কিন্তু ক্রডি শেষমেশ থামল সূর্যাস্তের খানিক আগ দিয়ে। মাইক টের পেল জুয়াড়ি কোন গাছের সাথে বাঁধছে ঘোড়া। ও ধারণা করেছিল বাকবোর্ড সোজা হাইড আউট পর্যন্ত যাবে।

তৃতীয় কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ না পেয়ে মাইক তেরপলটা সামান্য উঁচু করে বাইরে তাকাল। একটা জলাশয়ের ধারে থেমেছে ওরা। নজরসীমায় কোন কেবিন নেই। যতদূর চোখ যায় কেবলি গাছ আর গাছ, আকাশ আর পানি।

ক্রডি ঘোড়া গাছের সাথে বেঁধে পানির কিনারে একটা অল্ডার ঝাড়ের

দিকে গেছে। ভালমত দেখার জন্য আরেকটু উঁচু হল মাইক। লেকটা গোলাকৃতি, প্রায় আধমাইল চওড়া। এর মাঝখানে গাছপালায় ছাওয়া দ্বীপ। লেকের এপাশ থেকে দ্বীপ শ-খানেক গজ।

মাইক দেখল ক্রডি পাড় লাগোয়া ঝোপের ভেতর থেকে একটা ক্যানো টেনে বার করছে। তেরপলের নিচে মুখ লুকাল মাইক, শুনল ক্রডি বলছে, 'এখুনি ফিরে আসব, বাছারা।' ছলাৎ করে উঠল একটা বৈঠা। মাইক যখন আবার উঁকি মারল ক্রডি ডিঙিটা দ্বীপে ভেড়াচ্ছে।

গাছপালার আড়ালে ওকে অদৃশ্য হতে দেখল মাইক। এবার কষ্টেসৃষ্টে বাকবোর্ড থেকে বেরিয়ে এল ও। সযত্নে রসদপত্র এভাবে সাজিয়ে রাখল যেন বোঝা না যায় ওগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে। যখন সন্তুষ্ট হল তার রাত্রিযাপনের চিহ্নমাত্র নেই, মাইক জঙ্গলে লুকাল।

গাছপালার পেছন থেকে দ্বীপে ভেড়ান ডিঙিটা ও দেখতে পাচ্ছিল। খানিক পর ব্লন্ট আর মিডৌসকে নিয়ে ফিরে এল ক্রডি। তবে ডিঙিতে ওর সহযাত্রী হল কেবল ব্লন্ট। বৈঠা বেয়ে এপারে এল ওরা।

'তুমি মাল তুলতে থাক,' ক্রডি বলল, 'সেই ফাঁকে আমি ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে নিই।'

ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলল ও কিন্তু হার্নেস আলগা করল না। এর অর্থ ক্রডি রাতে এখানে থাকছে না। পানি খাওয়াবার পর ঘোড়ার সামনে ভুট্টার দানা রাখল সে। ইতিমধ্যে ডিঙিতে অর্ধেক মাল তোলা হয়ে গিয়েছিল ব্লন্টের।

দ্বীপে ওগুলো নিয়ে গেল সে। মিডৌস সাহায্য করল মাল খালাস করতে। ডিঙি নিয়ে আবার ফিরে এল ব্লন্ট। ওদিকে মিডৌস তখন রসদপত্র ভাগে ভাগে নিজেদের ডেরায় নিতে শুরু করেছে। আর ক্রডি বাকবোর্ডের বাকি মাল নামিয়ে রেখেছে পাড়ে।

এবার রসদ বোঝাইয়ের পর ব্লন্টের সঙ্গে ক্রডিও ফিরে গেল দ্বীপে। শেষ বাক্সগুলো নিয়ে তিনজনই ওরা গাছপালার ভেতর অদৃশ্য হল। ক্রডি, মাইক ভাবল, সাপার খাবে ওদের সাথে। তারপর শহরের পথে রওনা হবে। এটা ভাড়া গাড়ি, বেশি সময় আটকে রাখা চলবে না।

ও যাওয়া অবধি আমি অপেক্ষা করব, মাইক ভাবল। এভাবে কেবল

দুজনকে সামলাতে হবে।

সাঁঝ ঘুরে রাত হয়নি যখন মিডৌসের সাথে ক্রডিকে আবার দেখা গেল। মাইক আশা করল ক্রডি একাই আসবে পাড়ে। কিন্তু মিডৌস ওর সঙ্গী হল। এ যাত্রা মাইকের কপাল খারাপ। মিডৌস দ্বীপে ফিরবে ডিঙ্গিতে করে। ওখানে যাবার জন্য মাইককে ঠাণ্ডা পানিতে বেশ কিছুটা সাঁতরাতে হবে।

পানিতে নামলে গুলি ভিজে যাবে না তো? ভেজা শরীরে দ্বীপে উঠতে ওর আপত্তি নেই, কিন্তু গুলি শুকনো রাখা চাই। নয়ত দরকারের সময় ওগুলো ব্যবহার করতে পারবে না।

ডিঙি এপাশে লাগবার পর মিডৌস রয়ে গেল ওতে। ক্রডি একাই ঘোড়া জুড়ল বাকবোর্ডে। 'তোমাদের স্যাড্‌ল্‌ হর্সগুলো কোথায়?' মিডৌসকে জিজ্ঞেস করল সে।

'দ্বীপে নেয়া কঠিন বলে জঙ্গলের ভেতর রেখেছি। সকালে আসি ওদের দানাপানি খাওয়াতে।'

স্যাড্‌ল্‌ হর্সের কথা ভুলে গিয়েছিল মাইক। ঘোড়া দুটো নিশ্চয় মূল ভূখণ্ডের কোন ঘেসো জমিতে রয়েছে।

বাকবোর্ডে চেপে ডস রিওসের উদ্দেশে যাত্রা করল ক্রডি। মিডৌস বৈঠা মেরে দ্বীপে ফিরে গেল।

কপাল ভালই তাহলে, মাইক ভাবল। *আমাকে আর সাঁতরাতে হচ্ছে না।* আরও সুবিধে যেটা, দুজনকে একবারে সামলাতে হবে না।

শীত পোহাবার জন্য লেক থেকে আধমাইল দূরে গিয়ে ছোট করে আগুন জ্বালল মাইক। চিন্‌চিনে খিদে জাগিয়ে রাখল ওকে। শেষ খেয়েছিল সে তিরিশ ঘণ্টা আগে, মিকার স্ট্রিটের বাসায়।

ভোরে কিছু বুনো জাম চোখে পড়তে কয়েকটা মুখে ফেলল মাইক। তারপর স্যাড্‌ল্‌ হর্স দুটোর সন্ধানে বেরোল। সাধারণ বুদ্ধি থেকে ও জানে কোথায় খুঁজতে হবে। অরণ্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় ঘাস সতেজ হয় বেশি। ঘোড়া নিশ্চয় পানির আশেপাশে পিকেট করা হবে। ভোরের আলো ফোটার এক ঘণ্টা পর ওগুলোর নাগাল পেল মাইক।

ফাঁকা জমিটার দু পাশে অল্ডার ঝোপ। মিডৌস যখন ব্যাগ হাতে হাজির

হল সেখানে মাইক তখন একটা ঝোপের আড়ালে। মিডৌস ওর দশ কদম দূর দিয়ে হেঁটে গেল ঘোড়ার কাছে।

'তোমার খেলা শেষ, মিডৌস।' উদ্যত পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল মাইক।

ও আশা করেনি লোকটা গানফাইটের ঝুঁকি নেবে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াল মিডৌস, কোমরের কাছ থেকে গুলি ছুড়ল। অল্ডার ঝোপ ফালাফালা করল একটা বুলেট। মাইক নিরুপায়, মিডৌসের বুক নিশানা করে পিস্তলের ট্রিগারটা টিপে দিল। কাটা কলাগাছের মত ধপাস করে আছড়ে পড়ল মিডৌস।

কাছে গেল মাইক, ফের গুলি করার জন্য তৈরি। 'ঝুঁকিটা তুমি না নিলেই ভাল করতে।' ওর কণ্ঠে আন্তরিক সমবেদনা। হত্যা নেহায়েত নোংরা কাজ। পরশু রাতেই ডস রিওসে একজনকে হত্যা করতে বাধ্য হয় সে।

মিডৌস জবাবের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিল। গুলি ওর বাম স্তনের ঠিক নিচে লেগেছে। কিছু বুঝবার আগেই সে মারা গেছে।

ওর ওয়ালেটে তিনশ ডলারের একটা চেক পেল মাইক। গ্র্যান্ড জাংশন ব্যাংকের ওপর, ডেল শ্যানিংয়ের সই করা। চেকে দুদিন আগের তারিখ, তারমানে কালই ক্রেডি দিয়ে গেছে এটা। ব্লন্টের কাছেও হয়ত এরকম আছে আরেকটা। র‍্যান্ডালকে গুম করার মজুরি, বা তার আগাম।

চেকটা মাইকের অনুশোচনা দূর করল। শ্যানিংয়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ওটা সে পকেটস্থ করল। তারপর বেল্টের নিচে গুঁজল মিডৌসের পিস্তল। সবশেষে ওর প্রাণহীন দেহটা সরিয়ে ফেলল চোখের সামনে থেকে।

ওর আর জিমির পালাবার জন্য প্রয়োজন হবে ঘোড়া দুটো। ওগুলোর সামনে ভুট্টার দানা ধরল মাইক। তারপর পিকেটের দড়ি খুলে নিল ঘোড়া দুটোর গলা থেকে। ওরা পালাবে না। দানা খাওয়া ঘোড়া দলছুট হয় না।

ব্লন্ট কি গুলির আওয়াজ পেয়েছে? তবে ডিঙি দীঘির এ-পাশে থাকায় ব্লন্ট না সাঁতরে আসতে পারবে না। দু কোমরে দুই পিস্তল ফেলে আধমাইল ভাটিতে লেকের পাড়ে এল মাইক। ডিঙি ঠিক জায়গায়ই আছে। দ্বীপে কাছেপিঠে ব্লন্টের উপস্থিতির আভাসমাত্র নেই।

ওখানে পৌঁছে গাছ কাটার শব্দ পেল মাইক। দ্বীপটার আয়তন দশ একর মত, পুরোটাই প্রায় অ্যাসপেনে ছাওয়া। কেউ কুঠার চালিয়ে ওগুলোরই ডাল

কাটছে। মাইক প্রতি পদে সেই আওয়াজের কাছাকাছি হতে লাগল।

শরীরের এখানে সেখানে চোর কাঁটার হুল নিয়ে এগোল মাইক। শিগগিরই একটা বঁইচি ঝাড়ে প্রবেশ করল। পেকে টস্‌টস্ করছে লাল ফলগুলো। ঝাড়ের ওপর দিয়ে দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় একখণ্ড খোলা জমি দেখতে পেল সে। এর একধারে খড়ের চালা। ঘরের দরজা খোলা। এপাশে জানলা নেই।

কুঠার চালাবার আওয়াজ আসছে ঝুপড়ির পেছন থেকে। লোকটা কে—ব্লন্ট নাকি জিমি র‍্যান্ডাল?

একুশ

বঁইচি ঝোপ এড়াবার জন্য সামান্য পিছু হটল মাইক। নিচু হয়ে কেবিনের কোনা ঘুরতে শুরু করল। আধপাক ঘোরার পর আবার এগোল সামনে। এবার মাথা তুলতেই ও ঝুপড়ির পেছনটা দেখতে পেল। একজন সেখানে কাঠ চেরাই করছে।

লোকটা খর্বকায়, মুখভর্তি দাড়ি। তার হাতে কুঠার, কোমরে সিক্সগান। ব্লন্ট! পিস্তল উঁচিয়ে আগে বাড়ল মাইক। 'বোকামি কোরো না!' সাবধান করল সে। 'মিডৌস করে মরেছে।'

এবারও ঠকতে হল ওকে। চোখের পলকে ড্র করল ব্লন্ট। পায়ে বুলেটের কামড় অনুভব করল মাইক। পড়ে যেতে যেতে ও ট্রিগার টিপল। কিন্তু গুলি লাগাতে পারল না।

বসে থাকা অবস্থাতেই আবার গুলি ছুড়ল সে। কিন্তু ব্লন্ট তখন ছুটে পালাচ্ছে। ঝুপড়ির পাশ দিয়ে অ্যাসপেন বনের ভেতর ঢুকে পড়ল লোকটা। আরও কয়েকটা গুলি করল মাইক, কিন্তু পায়ের ব্যথায় একবারও নিশানা স্থির করতে পারল না। অ্যাসপেন বন থেকে শেষ একটা গুলি ছুড়ল ব্লন্ট। মাইকের মনে হল কেউ একজন ডুকরে উঠল কেবিনের ভেতর।

দাঁড়াল ও, রক্তে ভিজে যাচ্ছে পা। উরুতে লেগেছে গুলি। ধাওয়া করতে চাইল মাইক। দেখল এক পায়ে লাফিয়ে এগোতে হচ্ছে। অগত্যা হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। অন্তত আর একটা গুলি সে ছুড়তে চাইছে ব্লন্টকে লক্ষ্য করে। তারপর ও পানিতে বৈঠা মারার শব্দ পেল।

ব্লন্ট তারমানে ডিঙি নিয়ে মূল ভূখণ্ডে পালাচ্ছে। খানিক পর ডাঙার দেখা পেল মাইক। গভীর কালো একশ গজ পানির ওপাশে ভেড়ান ক্যানোটা। ব্লন্টের ছায়াও চোখে পড়ছে না। নিশ্চয় সে বনের ভেতর খুঁজতে গেছে মিডৌসকে।

সঙ্গীর লাশ পাবার পর কী করবে লোকটা? ফিরে আসবে প্রতিশোধ নিতে?

কেবিনের দিকে ফিরে চলল মাইক। খোলাই আছে দরজা। ভেতরে ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর পাওয়া যাচ্ছে। 'জিমি!' মাইক হাঁকল ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায়। উঠে এক পায়ের ভরে লাফিয়ে এগোল। 'জিমি র‍্যান্ডাল!'

মাইক পয়লা নজরে দেখতে পেল না র‍্যান্ডালকে, এক কামরার ঝুপড়িতে আলো এতই কম। দুটো বিছানা ঘরে কিন্তু কোনটায় জিমি নেই। তারপর অতিশয় দুর্বল একটা ছেলেকে দেখতে পেল মাইক। ওর শরীর হাড্ডিসার, চোখমুখ গর্তে। তবে গলার আওয়াজটা জিমিরই। 'কে? মাইক?'

স্যাঁতস্যাঁতে মেঝের এক কোণে পড়ে ও, বিছানাপাটি কিছু নেই। জ্বরে ওর চোখ রক্তজবা, মাথার এক জায়গায় রক্ত শুকিয়ে লেপ্টে আছে। চামড়ার নিচে লিক্‌লিক্ করছে হাড়গুলো—কমপক্ষে পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন হারিয়েছে জিমি। বন্ধুর দুর্দশা দেখে নিজের কষ্টের কথা মাইক ভুলে গেল। 'হ্যাঁ, জিমি, আমি।' মাইকের কণ্ঠে বোনের মমতা।

তারপর রক্তক্ষরণে নিজেই দুর্বল মাইক পড়ে গেল ধপ্ করে, জ্ঞান হারাল। খানিক বাদে আচ্ছন্নতার মাঝে চেতনা ফিরল ওর। টের পেল ওর মুখে হাত বুলাচ্ছে কেউ। তার চাইতেও অসহায় আর একজনের নাগালের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে সে। জিমি র‍্যান্ডালের গলা শুনতে পেল ও। 'মাইক, ওরা কি ফিরে আসছে?'

যন্ত্রণাকাতর দিনটা শেষ হবার আগেই মাইক বুঝে গেল ব্লন্ট ফিরছে না। ইতিমধ্যে ক্ষতের রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছে ও। ব্লন্টের বুলেট হাড়ে লাগেনি, উরু

আর হাঁটুর মাঝামাঝি অংশে মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। মাইক ওই পায়ে ভর চাপাতে পারছে না। ফালি করে ময়দার বস্তা ছিঁড়ে শক্ত করে জড়িয়ে পট্টি বেঁধেছে।

ঝুপড়িতে দরজা বন্ধ করবার হুড়কো পাওয়া গেল একটা। ওটাকেই ক্রাচ বানাল মাইক, নিজের আর জিমি র‍্যান্ডালের জন্য খাবারের আয়োজন করল। জিমি এখন একটা বিছানায় শুয়ে, জ্বরে কাঁপছে। 'এজন্যই তোমাকে দিয়ে ওরা লাকড়ি চেরায়নি।'

'চেষ্টা করেছিল। আমি পারিনি।'

ঝুপড়িটা কোন ফার শিকারির। শীতকালে সে থাকে এখানে। শিকারের সরঞ্জাম ছাড়াও ঘরে ছোট্ট একটা টিনের স্টোভ আছে।

'ব্লন্ট ফিরবে না,' মাইক বলল। 'মিডৌসকে মৃত পাওয়ার পর ওর পালিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।'

র‍্যান্ডালের কাছে অযথা এটা ওটা জানতে চাইল না মাইক। এখন আশু কর্তব্য ওর জন্য নরম বিছানা আর একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করা। ছেলেটা নইলে বাঁচবে না। এ পর্যন্ত চিকিৎসা হয়নি ওর। আলবার্তো যেখানে বাড়ি মেরেছিল সেই জায়গায় ঘা-মত হয়ে গেছে। জিমি যে এখনও বেঁচে আছে এটাই আশ্চর্য।

'যেভাবেই হোক তোমাকে ডাক্তারের কাছে নেব আমি,' অস্ফুটে বলল মাইক।

কিন্তু কীভাবে? ক্যানোটা অপর পাড়ে। মাইক জানে জখমি পা নিয়ে বরফশীতল পানিতে সে একশ গজ সাঁতরাতে পারবে না। ভেলা বানাবার কথা ভাবল। কিন্তু অ্যাসপেনের গুঁড়ি পানিতে তেমন ভাসে না।

কোনভাবে যদি জিমিকে মূল ভূখণ্ডে নেয়া সম্ভব হয়ও, তারপর কী করবে? শুধু দুখানি পা ওদের সম্বল। গহিন মেসায় পঙ্গু অসুস্থ দুজন মানুষ বিপদে পড়বে। তারচেয়ে এই দ্বীপে মাসখানেক চলবার মত খাবার আর মাথার ওপর ছাত আছে।

ওষুধ হিসেবে চালান যায় এমন একটা জিনিসই মিলল ঘরে। ক্রডি উ্যইস্কির যে বোতলটা এনেছিল। মাইক ওটা থেকে খানিকটা ঢেলে নিজের

আর র‍্যান্ডালের ক্ষত পরিচর্যা করল। 'কাল তুমি গা-মোছ করবে,' মাইক বলল। জবাব এল না কোন। কাছে গিয়ে ও দেখল জিমি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ব্যথা আর দুশ্চিন্তা জাগিয়ে রাখে মাইককে। দুশ্চিন্তা কীভাবে জিমিকে বাঁচান যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ও। দ্বীপের অ্যাসপেন বনে একটা প্যাঁচা ডাকল। মূল ভূখণ্ডের জঙ্গল থেকে এল্‌কের ডাক ভেসে এল।

সকালে নাস্তা বানাল মাইক। জিমি অরুচি করে যতটুকু পারল খেল। নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে ওকে। জ্বরে রাতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ছেলেটা, তেমন ঘুম হয়নি। ও বলল, 'মাথা ধুয়ে তোমার গা-মোছ করব আগে; তারপর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

র‍্যান্ডালের কোটরগত চোখে নীরব প্রশ্ন ফুটল। *কীভাবে?*

বেলা ওঠার পর জিমির বিছানাটা দরজার কাছে টেনে আনল মাইক। 'আমি লেকের পাড়টা একটু দেখে আসতে যাচ্ছি, জিমি।' হুড়কোয় ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পানির ধারে গেল মাইক। ওপারে ডিঙিটা পড়ে আছে শুধু। তার ওপাশে কেবলি গাছ আর গাছ।

ব্লন্টের কোন চিহ্ন নেই। লোকটা নিশ্চয় সোজা গ্র্যান্ড জাংশনে গেছে শ্যানিংয়ের দেয়া চেক ভাঙাতে।

ক্রডি কী করবে? তার ফিরে আসবার কারণ নেই। ক্রডি জানে না সে এখানে মাইককে বয়ে এনেছে। তার দায়িত্ব শেষ। এতক্ষণে বাকবোর্ডটা জুয়াড়ি নিশ্চয় মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছে। শ্যানিংকে জানিয়েছে মেসার সব খবর ভাল।

ঝুপড়িতে ফিরে গেল মাইক। আগুন জ্বেলে পানি গরম করল। চলাফেরায় কষ্ট হচ্ছে তবু র‍্যান্ডালের জামাকাপড় খুলে গা-মোছ করল। ও আ" একদিন পর গোসল করলেও চলবে। র‍্যান্ডালের চোখ সর্বক্ষণ সেই একই নীরব প্রশ্ন বিদ্ধ করতে লাগল ওকে। *আমরা কীভাবে বেরোব এখান থেকে?*

ওকে স্যুপ খাওয়াল মাইক। তারপর সিগারেট ধরিয়ে দিতে চাইলে জিমি মানা করল মাথা নেড়ে। 'কথা বলতে ইচ্ছে করছে?' জিজ্ঞেস করল মাইক।

জিমি মাথা দোলাল। ডস রিওসে ওর নিজের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শোনাল মাইক। বাকবোর্ডে ক্যামেরনের চিঠিটা পাবার কথা বলল। 'একটা কথা

কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না, জিমি, শ্যানিং তিরিশ দিন সময় চাইল কেন? আমাকে বলেছে তোমাকে জিম্মি করে এখানকার পাট চুকাতে তার ওরকম সময়ই লাগবে। কিন্তু আসলেই কি পালাতে চায় সে?'

জিমি মাথা নাড়ল। 'আমি ওদের এটা নিয়ে কাল হাসাহাসি করতে শুনেছি।'

'কখন? ক্রেডি যখন খেতে এসেছিল রাতে? ওদের ধারণা শ্যানিং থাকছে?'

জিমি মাথা ঝাঁকাল। ওকে কথা বলার কষ্ট থেকে আরাম দিতে মাইক নিজেই বাকি হিসেব কষল। 'তিরিশ দিন সময় নিয়েছে স্রেফ আমাকে নিকেশ করতে। তবে এরপরও তার জানবার উপায় নেই ড্রামকে আমি বলে দিয়েছি কি-না। তাই নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখছে তোমাকে। তারপর···

কথা শেষ করতে হল না ওকে। জিমি সামান্য মাথা ঝাঁকিয়েই সেটা সারল। এরপর জিমিকে মেরে লাশটা ওরা পানিতে ফেলে দিত।

'আচ্ছা, ক্রেডি বলেছে কেন শ্যানিং করছে এসব? মানে ওয়াগন ট্রেন অ্যালামোসায় পাঠিয়ে কী লাভ হচ্ছে তার?'

ক্রেডি যদি জানেও ব্যাপারটা, বলেনি কিছু। জিমি ওকে ব্রুন্ট আর মিড়ৌসকে শ্যানিংয়ের চেক দিতে দেখেছে। জুয়াড়ি বলেছে ঝামেলা শেষ হবার পর আরও দেবে শ্যানিং।

রাতটা আবারও বিনিদ্র কাটল মাইকের। শ্যানিংয়ের মোটিভ এখন গুরুত্বহীন। আসল কাজ এ মুহূর্তে জিমিকে ডাক্তারের কাছে নেয়া।

সকালে মাইক খোঁড়াতে খোঁড়াতে লেকের ধারে গেল। এবার ও নীল পানির ওপারে গরুবাছুর দেখতে পেল। এতদূর থেকে ওদের মার্কা পড়তে পারল না সে। তবে ওগুলোর বাম কান যে কাটা সেটা ঠিকই নজরে পড়ল। মার্ক লংডেনের মার্কা কাটা বাম কান এবং ঝোলান ডান। তারমানে এগুলো লংডেনের গরুবাছুর। গরুগুলো দেখে ঈষৎ আশ্বস্ত বোধ করল মাইক। মেসায় গ্রীষ্মে বড় তিনটে বাথানের গরু চরে : *এম এল বার আই* আর *ভি কে*।

শরৎকালীন রাউন্ড আপের সময় যখন হবে, তিনটে বাথানেরই লোকজন আসবে এখানে। পুরো মেসায় চিরুনি চালাবে ওরা সমস্ত গরু শীতকালীন রেনজে নামিয়ে নিতে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে আসবে ওরা এবং রাউন্ড আপে দুমাস ব্যয় করবে। নভেম্বরে তুষারপাত শুরু হবার আগেই দুমাইল উঁচু এই পার্বত্য এলাকা থেকে সব গরুবাছুর সরাতে হবে। এর অর্থ তখন দ্বীপে কেউ আটকা পড়ে থাকলে সে ঠিক উদ্ধার পাবে।

মাইক দেখল পানি খেয়ে গরুগুলো জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে। আশায় বুক বেঁধে কেবিনে ফিরল ও। তবে দুর্ভাবনা তাই বলে ঘুচল না পুরোপুরি। এটা সবে অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ। রাউন্ড আপ শুরু হতে এখনও তিন সপ্তাহ দেরি। তারপর মেসার পশ্চিমের এই সীমানায় তাদের আসতে আসতে হয়ত আরও দুমাস লেগে যাবে।

জিমি কি অতদিন টিকে থাকতে পারবে? বন্ধুর কৃশ চেহারা দেখে মাইকের সংশয় হল। এক মাস চলার উপযোগী খাবার আছে এখানে, কিন্তু ওষুধ নেই।

একদিন বাদে মাইকের সংশয় বদ্ধমূল হল আরও। জিমির অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। হামেশা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে ছেলেটা।

ত্বরিত চিকিৎসা আর উপযুক্ত সেবাযত্ন ছাড়া ওকে বাঁচান সম্ভব হবে না। দিন যত গড়ায় মাইক ততই মুষড়ে পড়ে হতাশায়। রাউন্ড আপ ক্রু আসবে অবশ্যই—তবে বড্ড দেরিতে।

জিমি র‍্যান্ডাল তখন সমস্ত সাহায্যের বার হয়ে যাবে। সেপ্টেম্বর অবধি কেবল মাইক ব্যারিই টিকে থাকবে এখানে—জঙ্গল ঘেরা এই দ্বীপে।

বাইশ

র‍্যাঞ্চ অফিস ডেস্কে বসে আছে মার্ক লংডেন। একধরনের অস্থিরতায় ভুগছে সে। দেয়ালে টানান শিংঅলা হেয়ারফোর্ড ষাঁড়ের মাথাটা চেয়ে আছে তার দিকে। লংডেনের সামনে এক সারি সংখ্যা। বিষণ্ণ চোখে ওগুলো দেখছে সে। ডলারের হিসেবে বার কয়েক সংখ্যাগুলো কমাল বাড়াল মার্ক, তারপর যোগ

করে যোগফলের দিকে তাকিয়ে থাকল ফাঁকা দৃষ্টিতে।

জুনের শুরুতে ঠিক এ ঘরটাতেই রেড হার্পারের পাহারায় বসান হয়েছিল মাইক ব্যারিকে। সেই দিনের পর থেকে ঝামেলা মার্ক লংডেনকে অহর্নিশ তাড়া করছে।

বাইরে তাকিয়ে র‍্যাঞ্চার দেখল পপ্ বিড্ল্ বাংকহাউসের সিঁড়ি ঝাড় দিচ্ছে। কর্মচারিরা ঘোড়ার জন্য খড় জোগাড়ে মাঠে গেছে। সুসানা ডস রিওসে। কাল নাস্তার সময় মেয়েটার প্রশ্নে চমকে উঠেছিল সে। 'তুমি কী বললে, আংক্ল্ মার্ক?'

আসলে কিছুই বলতে চায়নি লংডেন। সুসানা ওর ঠোঁট নড়তে দেখে থাকবে। 'শুধু এটুকু যথেষ্ট নয়!' ভাবছিল সে। ভাবনাটা তার মুখ ফসকে বেরিয়েও থাকতে পারে।

সে ভাবনাই এ মুহূর্তে অনবরত খোঁচাচ্ছে লংডেনকে। *শুধু এটুকু যথেষ্ট নয়!* কাউন্টি কমিশনার পদ থেকে ইস্তফা দেয়াই যথেষ্ট না। নিজেকে এখনও লংডেনের চোর মনে হয়। আর যেহেতু ডেল শ্যানিং তার পার্টনার ছিল, বিবেকের দংশনে ভুগছে সে।

লোনা লামদ খুন হবার আগে পর্যন্ত এতটা অশান্তি লংডেন বোধ করেনি। ওই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে সে জানে না। তবে অনুমান করতে পারে। আর তার বিবেক জাগ্রত করতে ওটুকুই যথেষ্ট হয়েছে।

শ্যানিংয়ের যোগসাজশে সে নানান আর্থিক অনিয়ম করেছে। যোগফলটা—চুয়াল্লিশ হাজার দু'শ পঁয়ত্রিশ ডলার—আবার দেখল লংডেন। তার হারাম কামাই এটা। সংখ্যাটা কেটে পুরো পঁয়তাল্লিশ হাজার করল র‍্যাঞ্চার। স্মৃতি আর ব্যাংকের জমা বই থেকে হিসেবটা সে বার করেছে। কোথাও ঘুষ, কোথাও খাজনা বা করধার্যের কারসাজি।

ফেরত দেয়া যায় না এখন? কাকে দেবে? ওই অর্থের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার ডস রিওস কাউন্টির ট্যাক্স পেয়াররা। কিন্তু তাদের টাকা ফেরত দেবার অর্থ হবে অপরাধের স্বীকারোক্তি। জেল জরিমানাও হতে পারে। সারা জীবন অপরিসীম লজ্জার মধ্যে বাস করতে হবে তার ভাগ্নীকে। লংডেন নিজের মনে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। ইস্তফা যথেষ্ট নয়; তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সুসানার ক্ষতি না

করে তা করবার উপায় কি আছে?

অফিস কামরার দরজায় একটা ঘোড়া থামল। সওয়ারি বাড গ্রেডন।

'হাই মার্ক।'

'হ্যালো, বাড।'

'সুসানা আছে?' ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসে সিগারেট বানিয়ে ধরাল বাড।

'ও আমার মেইল আনতে গেছে। ঘোড়া কোরাল করে আজকের রাতটা তুমি এখানেই থেকে যাও, বাড।'

'শহরে অনেক কাজ পড়ে, মার্ক। অনেকদিন হল দোকান ছাড়া।'

'কোথায় গেছিলে?'

'ব্লন্টকে খুঁজছিলাম। ও আমার ঘোড়া মেরেছিল। মনে আছে?'

মনে আছে লংডেনের। রেনজের সবাই জানে ঘটনাটা। বাড গ্রেডনের সন্দেহের কথাও ওরা শুনেছে। র‍্যান্ডাল নামে এক নবাগতের নিখোঁজ হবার পেছনে ব্লন্টের হাত আছে। ছেলেটা যেদিন লাপাত্তা হয় ব্লন্ট সে রাতে একটা লিভারি বাকবোর্ড শ্যানিংয়ের পেছনের উঠনে দাঁড় করিয়েছিল।

'ফ্যানশ্য কী বলে?'

'ওর ধারণা আমার মাথা খারাপ। হয়ত তা-ই। লোকটার খোঁজে আমি স্যাড্‌লের চামড়া ক্ষয় করে ফেলেছি।'

'কোথায় খুঁজেছ?'

'প্রথমে এস্কালান্তে ক্যানিয়ন। তারপর উল্টোদিকে গানিসনের নর্থ ফর্ক অবধি।'

'গ্র্যান্ড মেসায় যাওনি?'

'হিসেব মেলে না বলে ওদিকটায় যাইনি। ব্লন্টের যেতে আসতে নঘণ্টা লেগেছিল।' অ্যাশট্রেতে সিগারেট নিবাল বাড। 'চলি, মার্ক। সুসানাকে আমার শুভেচ্ছা বোলো।'

স্যাড্‌লে চেপে ডস রিওসের পথে চলে গেল বাড গ্রেডন।

সন্ধ্যায় আরেকটা ঘোড়া থামল অফিসের সামনে। এবারকার রাইডার সুসানা মার্শ। ঘরে ঢুকে ডেস্কে মেইল রাখল ও। ভাগ্নীকে লংডেনের বেশ বিমর্ষ

মনে হল।

'তোমাকে আমার জানান উচিত ছিল, আংক্‌ল্‌ মার্ক।' অধর কামড়াল মেয়েটা, তারপর হালকা করল নিজেকে। 'ওকে আমাদের শহরের বাসায় আমি জায়গা দিয়েছিলাম। ওর সাথে দেখা করতেই গেছিলাম আমি। কিন্তু সে চলে গেছে।'

'ব্যারির কথা বলছিস?' রিমরকের গুহায় গানফাইটের ঘটনাটা লংডেন জানে। ডাক্তারকে বিস্তারিত বলেছে রেড হার্পার। তাই কারোরই অজানা নেই ব্যারিকে পালাতে আবারও সহায়তা করেছে সুসানা মার্শ। তবু লংডেনের এটা মনে হয়নি সুসানা ছোকরাকে মিকার স্ট্রিটের বাসায় লুকিয়ে রাখতে পারে।

'ওদের ধারণা,' সুসানা বলল তিক্ত স্বরে, 'জেনিসন নামে এক লোক চিনে ফেলেছিল তাকে। *সেন্টিনেলে* সবই পাবে, আংক্‌ল্‌ মার্ক।'

চিঠিপত্রের সাথে চলতি সপ্তাহের পত্রিকাটাও আছে। লংডেন কাগজ খুলে খবরটা পড়ল। ওতে বলা হয়েছে জেনিসন মন্টরোসের ব্যবসায়ী। শিল্ডসের লিভারি বার্নের পেছনে তার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে। ওর স্যাড্‌ল্‌ হর্স আবিষ্কৃত হয়েছে এক মাইল দূরে। রেল রাস্তার ধারে বাঁধা ছিল ওটা। খবরে অসমর্থিত সূত্রের বরাত দিয়ে আরও জানান হয়েছে, মাইক ব্যারি নামে পলাতক এক আসামির সাথে জেনিসনের গোলমাল হয়; ব্যারি নিজে বাঁচার জন্য হত্যা করে জেনিসনকে; তারপর নিহতের ঘোড়ায় চেপে স্টেশনে গিয়ে মাঝরাতের ট্রেনে সে পালিয়েছে।

'ওরা যেটা জানে না,' সভয়ে সুসানা স্বীকার গেল, 'গোলাগুলিটা তোমার বেডরুমে হয়েছে, মামা। দেয়ালে বুলেটের গর্ত দেখেছি আমি। কার্পেটে রক্তের দাগ ছিল। মাইক কমপক্ষে দুরাত ছিল ওখানে।'

মেরুদণ্ড টানটান করল লংডেন। 'সেক্ষেত্রে,' চতুর কণ্ঠে প্রাক্তন কমিশনার উপসংহার টানল, 'আরও কেউ সেখানে ওর থাকার কথা জানত; এবং সে-ই জেনিসনকে পাঠিয়েছিল...' কথা অসমাপ্ত রাখল লংডেন। তবে সে জানে ব্যারিকে খুন করার জন্য একমাত্র শ্যানিংই লোক পাঠাতে পারে।

ভাগ্নীর চোখে অবরুদ্ধ কান্না লক্ষ করে ওর মাথায় সান্ত্বনার হাত রাখল লংডেন। 'ছেলেটাকে তুই ভালবাসিস, সুসানা।' প্রশ্ন নয় সত্য বয়ান করল মার্ক।

ব্যারির জন্য দুবার সুসানা আইন ভেঙেছে। একমাত্র ভালবাসার জনের জন্যই কোন মেয়ে অমন ঝুঁকি নিতে পারে।

'আমি কি অন্যায় করেছি, আংকল্ মার্ক?'

'না, বেটি। কিন্তু আমি করেছি।' নিরাসক্ত কণ্ঠে কথাটা বলল লংডেন। মেয়েটা যার অর্থ কিছুই বুঝল না। 'তুই ঘরে যা, সুসানা।'

অফিসের দরজায় ভাগ্নীর কপালে চুমু খেল লংডেন, আস্তাবলে ওর ঘোড়া নিয়ে যাওয়া দেখল। তার জীবনে সুসানার গুরুত্ব আজ হঠাৎই উপলব্ধি করল লংডেন। মেয়েটা কেবল তার ভাগ্নী বা উত্তরাধিকারী নয়। তার বিবেক ও। নিজের না, সুসানার কণ্ঠই এ যাবৎ তার ভেতরে ফিসফিস করছিল।

ডেস্কে ফিরে কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল লংডেন। যদি মাইক ব্যারি আর র‍্যান্ডাল সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য মেলে। বাড আর সুসানা যা জানিয়েছে তার অতিরিক্ত কিছুই নেই। তারপর লিডভিলের ছোট্ট একটা খবর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

> কোটিপতি ব্যবসায়ী প্রাক্তন সিনেটর ট্রোবা লিডভিল শহরে একটি মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল স্থাপনের জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দান করছেন।

সচকিত লংডেন উপলব্ধি করল তার নিজের সমস্যার আংশিক উত্তর এই খবরে আছে। ডস রিওস কাউন্টির জন্য তার এরকম কিছু করার অর্থ হবে ট্যাক্সপেয়ারদেরকে তাদের টাকা ফিরিয়ে দেবার শামিল। এরপর তার অপরাধ যদি কখনও ফাঁস হয়ও, সুসানার লজ্জা অন্তত কমবে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল মার্ক লংডেন। ওয়াগনের হার্নেস আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ জানান দিচ্ছে তার কর্মচারিরা মাঠ থেকে ফিরে এসেছে। দরজায় গিয়ে সে বাক ড্যাল্টকে ইশারায় ডাকল।

ফোরম্যান আসামাত্র অদ্ভুত একটা নির্দেশ জারি করে তাকে চমকে দিল লংডেন। 'কাল সকালে উঠেই সবাইকে নিয়ে মেসায় চলে যাও, বাক। রাউন্ড আপ শুরু কর।'

ড্যাল্ট পোড়খাওয়া রেনজম্যান নিজের কানকে পর্যন্ত তার বিশ্বাস হতে চায় না। 'কিন্তু, বস্, এখনও তো সময় হয়নি। গরুগুলোর মোটাতাজা হতে আরও একমাস। তাছাড়া যথেষ্ট খড়ও মজুত নেই আমাদের।'

'মজুতের কথা ভুলে যাও। এবার শীতে আমাদের বেশি খড় লাগবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব গরু চালান দেব আমি। পোয়াতি আর সদ্য প্রসূতি গাভী বাদে।'

ফোরম্যান বিস্ময়ে থ। 'এত তাড়াহুড়ো কিসের?'

'প্রচুর টাকা দরকার আমার। এবং শিগগিরই। জোগাড়ের একমাত্র রাস্তা গরু বিক্রি। সকালে আমি শহরে যাচ্ছি মালগাড়ির বুকিং দিতে।'

পরদিন সকালে যাবার পথে মনে মনে কিছু হিসেবনিকেশ করল লংডেন। দামড়া আর বয়স্ক মিলিয়ে হাজার খানেক গরু হবে তার। ন্যারোগেজ মাল-গাড়িতে গোটা পঁচিশেক পূর্ণ বয়স্ক গরু আঁটে। সুতরাং তাকে চল্লিশটা গাড়ির বুকিং দিতে হবে। পুরো এক ট্রেন মাল সে ডেনভারের বাজারে নিয়ে যাবে।

গরু বিক্রি থেকে তিরিশ চল্লিশ হাজার ডলার আসবে। বাকিটা পূরণ করবে সে ব্যাংকের স্টক বেচে।

ডস রিওস স্টেশনে চল্লিশটা বগির বুকিং দিল মার্ক লংডেন। 'চালানের তারিখ তোমাকে পরে জানাচ্ছি,' বলল এজেন্টকে। 'তবে বেশি সময় নেব না, মেসা থেকে নামিয়ে আনার পরপরই চালান পাঠাব।'

স্টেশন হতে মিকার স্ট্রিটের বাসায় গেল র‍্যাঞ্চার। সুসানা দেয়ালে বুলেটের গর্তের কথা বলেছে। নিজে চোখে একবার দেখতে চায় সে।

গর্তগুলো দেখল লংডেন। কার্পেটে রক্তের দাগ চোখে পড়ল। গানফাইটের পরিষ্কার আলামত। সবকিছু দেখার পর গম্ভীর চেহারায় ডেস্কে গিয়ে বসল র‍্যাঞ্চার, টালি খাতাটা টেনে নিল হাত বাড়িয়ে। ওটা থেকে গত বছরের বয়সওয়ারি গরুর সংখ্যা আর বিক্রির পরিমাণ যোগবিয়োগ করে সে এবারকার চালানটার আরও নির্ভুল হিসেব বার করতে পারবে।

টালি খাতাটা খুলতেই টুপ্ করে দুটো এনভেলাপ খসে পড়ল ভেতর থেকে। একটা খাম লংডেনের পরিচিত। মাইক ব্যারি জুনে ওটা তাকে পোস্ট করতে দিয়েছিল। আর সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল চিঠিটা ডেল শ্যানিংয়ের হাতে তুলে

দিয়ে। এখন ওটা অভিযোগের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মার্ক লংডেনের দিকে। অ্যালামোসা ডাকঘরের ছাপ তার অপরাধের কথা ঘোষণা করছে। চিঠিটা সে পোস্ট না করায় পাপের বোঝা বেড়েইছে কেবল। হয়ত র‍্যান্ডাল নামে এক ছেলের মৃত্যুও অনিবার্য করেছে।

এবার দ্বিতীয় এনভেলপটা খুলল লংডেন, ভেতরে মাইক ব্যারির দস্তখত করা একটা বিবৃতি পেল। একজন জিম্মির জীবন বাঁচাবার শেষ অবলম্বন হিসেবে ব্যারি ওতে শ্যানিংয়ের সকল অপকর্মের ফিরিস্তি লিখে গেছে।

মার্ক লংডেনের মাথায় ক্রোধের অনল জ্বলে উঠল। ইচ্ছে হল এখুনি ছুটে গিয়ে শ্যানিংয়ের ঘাড় মটকায়। কিন্তু একটু চিন্তাভাবনার পর মত বদলাল। র‍্যান্ডাল অজানা কোন হাইড আউটে এখনও বন্দি। শ্যানিংয়ের বিপদ ঘটলে ছেলেটা মারা যাবে।

র‍্যান্ডালকে উদ্ধারের সামান্যতম আশা যতক্ষণ আছে, লংডেন ভাবল, এই ব্যাপারে কোনরকম উচ্চবাচ্য করা চলবে না।

নিজের গ্লানি মোচনের তাগিদে। লংডেন এরপর মেইন স্ট্রিটের পানশালাগুলোয় ছুটে গেল। প্রথম স্যালুনে তিনজন বেকার কাউবয়কে পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত করল ওদের। 'এক্ষুনি মেসায় গিয়ে রাউন্ড আপ ডিউটির জন্য বাক ড্যাল্টের কাছে রিপোর্ট কর।'

পরের একটা ঘণ্টায় আরও নজনকে ভাড়া করল লংডেন। যত বেশি মানুষ তত দ্রুত রাউন্ড আপ। যত দ্রুত রাউন্ড আপ তত সত্বর সে ডস রিওস কাউন্টির মানুষদের কাছে তার পাপের বোঝা হালকা করতে পারবে।

সবশেষে র‍্যাঞ্চার গেল ব্যাংকের ওপরতলার একটা অফিসে। 'আমার একজন উকিল দরকার,' রস্কো ড্রামকে সে বলল।

একটা ভ্রূ উঁচু করল অ্যাটর্নি। 'কেন, মার্ক?'

'প্রথমত, কাউন্টিকে আমি একটা উপহার দিতে চাই। আমার ট্রাস্টি হিসেবে তুমি সেটা সামলাবে। আর দু নম্বর, এগুলো দিয়ে কী করব সেজন্য আমার পরামর্শ প্রয়োজন।' টালি খাতায় পাওয়া এনভেলপ দুটো হস্তান্তর করল লংডেন।

চিঠি দুটো পড়ল ড্রাম, তারপর লংডেনের কাছে সব ঘটনা শুনল। 'আমার জন্য ভেব না, রস্কো। আমি চাই শ্যানিংয়ের সাজা, আর আমার সুসানা বেটিকে যেন কোনরকম অপমানের বোঝা বইতে না হয় সেটা নিশ্চিত করা।'

ল-ইয়ার বুঝল এটা লংডেনের মনের কথা। 'তুমি ঠিক কাজই করছ, মার্ক। আমার ওপর ছেড়ে দাও সব। গরু বিক্রি করে তোমার টাকা ট্রাস্টি হিসেবে আমার হাতে না আসা পর্যন্ত আমরা মুখ বন্ধ রাখব। আর সে অবধি শ্যানিংয়ের ওপর নজর রেখে যাব আমি।'

শেষ আর একটা কথা জানতে চাইল লংডেন। 'শ্যানিং যখন শুনবে আমি গরু বিক্রি করছি, তখন পালাবে না তো?'

'না পালাবে না। সে তোমাকে নিজের মত করে বিচার করবে, মার্ক। আমরা যদি শুনি শ্যানিং দোকানপাট সব বেচে দিচ্ছে, ধরে নেব পালাচ্ছে। সে-ও এটাই ভাববে তোমার ব্যাপারে। শ্যানিং তখন বরং আরও নিরাপদ ভাববে নিজেকে। কারণ ওর ধারণা একমাত্র তুমিই তার সবকথা জান।'

আলামত দুটো সিন্দুকে তুলে রাখল ড্রাম।

দোরগোড়ায় আরেকবার থামল লংডেন, বলল, 'বাড গ্রেডনকে বলতে পার সব। বাড আর তুমি শ্যানিংয়ের ওপর নজর রাখ। আমি গ্র্যান্ড মেসায় রাউন্ড আপ শেষ করছি।'

তেইশ

দূরাগত গর্জন পৌঁছল মাইকের কানে। অনেকগুলো হাম্বারব। মাইক বুঝল একপাল গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা নিশ্চয় নিয়মিত রাউন্ড আপ না। তার এখনও একমাস দেরি।

'জিমি, স্বপ্ন দেখছি না তো?'

র‍্যান্ডাল জবাব দিল না। উত্তর দেবার অবস্থায় সে নেই, জ্বরে এতই কাতর।

ক্রাচের ভরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাইক লেকের পাড়ে গেল। ওপাশে গরু জড় করা হচ্ছে। দুজন কাউবয় পুবে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

রাসলার? না কি সত্যিই রাউন্ড আপ? মেসার অন্য প্রান্তে তাজা ঘাসে স্থানান্তর করা অসম্ভব না। হয়ত এদিকটা আগাছায় ভরে গেছে। তাই সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাল।

দিন কতক আগে একটা পতাকা বানিয়েছিল মাইক। ডালের মাথায় সাদা একফালি কাপড়। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এখন সে পতাকাটা নাড়তে লাগল। চিৎকার করতে লাগল সিকি মাইল দূরবর্তী রাইডারদের উদ্দেশে।

একজন লোক তাকাল ওর পানে। দ্বীপটা ইশারায় দেখাল লোকটা। মাইক চিৎকার থামাল না। এবার কাউবয় দুজন ড্রাইভ বন্ধ করে ঘোড়া হাঁকিয়ে লেকের পুব পাড়ে এল। ওখানে দ্বীপ আর মূল ভূখণ্ডের মাঝে মাত্র একশ গজ ব্যবধান।

কাছাকাছি হতেই ওদের চিনতে পারল মাইক। *এম এল* র‍্যাঞ্চের মুন মান্ডি আর হাচ! 'বৈঠা মেরে এখানে *এস, মুন*।' পাড়ে তোলা ডিঙিটা দেখাল মাইক।

চল্লিশ ঘণ্টা পর একটা স্প্রিং ওয়াগন থামল *এম এল* র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে। এর পাটাতনে পুরু করে কম্বল বিছান। মার্ক লংডেন আর বাক ড্যাল্ট ওয়াগনের সামনে। মুন মান্ডি ওয়াগনের সিটে। তার পাশে মাইক ব্যারি। ওয়াগনের মেঝেয় অসুস্থ লোকটা জিমি র‍্যান্ডাল।

পপ্ বিড্‌ল্ আগেভাগে বাড়ি ফিরে ঘটনা জানিয়েছে সুসানা মার্শকে। সাঁঝের ঘনায়মান আঁধারে ফটকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল মেয়েটা। মাইকের কৃশ চেহারা দেখে ওর মুখে কষ্টের হাসি ফুটল। কিন্তু ড্যাল্টনের হাত ধরে ওয়াগন থেকে নেমেই মাইক উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'কাছে এস না, হানি। অনেকদিন আমার গোসল নেই।'

সহসা জলে ভরে গেল সুসানার দুচোখ, দৌড়ে এসে মাইকের গালে ও চুমু খেল। মাইক আস্তে করে ওকে সরিয়ে দিল।

দুটো স্ট্রেচার ঠিক করে রেখেছিল সুসানা। একটায় তোলা হল র‍্যান্ডালকে।

কিন্তু মাইক অথর্ব সাজতে রাজি না। হুড়কোর ক্রাচে ভর দিয়ে ওদের সঙ্গে সে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল। 'হাচ ডাক্তার আনতে গেছে,' ভাগ্নীকে বলল লংডেন। 'তাকে বলা হবে ঘোড়া থেকে পড়ে আমার পাঁজর ভেঙে গেছে।'

সুসানা জানতে চাইল না কিছু। জিমির বিশ্রামের ব্যবস্থা করল ও। মাইকের জন্য খাবারের আয়োজন করল।

নাওয়া খাওয়ার পর মাইক যেন চাঙা হয়ে উঠল পুরোপুরি। 'জিমি ভাল হয়ে যাবে, সুসানা। আর দেখ, আমি এখুনি হাঁটতে পারছি।' ক্রাচটা ফেলে দিয়ে খুঁড়িয়ে এক পা এগোল সে।

মৃদু তিরস্কার করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল সুসানা। তারপর ভাগ্নীর চোখে প্রশ্ন লক্ষ করে মার্ক লংডেন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল। 'ব্যাপারটা শুধু মুন হাচ পপ্ আর বাক জানে, সুসানা। ডাক্তার এলে তাকে ওয়াদা করাব আমরা—কাউকে যেন না বলে।'

মাইক বলল, 'আমরা চাই শ্যানিং ভাবুক সে রেহাই পেয়ে গেছে।'

'পনের সেপ্টেম্বর অবধি,' লংডেন বলল। 'তারপর আমরা আঘাত হানব।'

'এই কায়দায়,' মাইক ব্যাখ্যা করল, 'ব্লন্টকেও পাকড়াও করা যাবে।'

সুসানা বিহ্বল দৃষ্টিতে পালা করে দেখল ওদের। 'কিন্তু ব্লন্ট তো পালিয়ে গেছে!' দ্বীপের ঘটনা বিড্লের কাছে আগেই শুনেছে সুসানা। জানে একজন পাহারাদার মারা গেছে এবং অপরজন পালিয়েছে।

এবার আরেকটা কথা জানল সে যা মাত্র হপ্তা আগে মাইক ব্যারিরও জানা ছিল না। একদিন, যখন একটু ভাল অবস্থায় ছিল, জিমি র‍্যান্ডাল মনে করে বলেছে পনের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডেল শ্যানিংয়ের যদি কোনরকম বিপদ না হয়, ব্লন্ট আর মিডৌস প্রত্যেকেই আরও তিনশ ডলার ইনাম পাবে তার কাছে। ব্লন্ট বা মিডৌসের মধ্যে একজন গোপনে ডস রিওসে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসবে। সে রাতে লেক কেবিনে সাপারে বসে ক্রডি এটা জানিয়েছে ওদের।

মাঝরাতের আগেই শহর থেকে ডাক্তার ব্র্যাস্টনকে নিয়ে হাজির হল হাচ। এককথায় রাজি হয়ে গেল ডাক্তার এখানকার ঘটনা গোপন রাখতে। তারপর র‍্যান্ডালের চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভাল সেবাযত্ন হলে, বলল সে, জিমি আস্তে আস্তে সেরে উঠবে। মাইকের পায়ের ক্ষতটা একবার মাত্র দেখল ডাক্তার।

'আমাকে কিছু করতে হবে না, বাছা। সপ্তাহ দুয়েক বিশ্রাম নাও, এমনিই ভাল হয়ে যাবে।'

'এর অর্থ,' সুসানা নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বলল মাইক, 'আমি রাউন্ড আপে যোগ দিতে পারছি।'

'ছেলেমানুষি কোরো না,' সুসানা বকল। 'তুমি রাউন্ড আপে যোগ দিচ্ছ না। বাক মুন আর হাচ ফিরে গেছে।'

'আমি মেসা রাউণ্ড আপের কথা বলছি না, হানি, আমি বলছি ডস রিওসে যে রাউন্ড আপ হবে সেটার কথা। শ্যানিং আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের ধরব আমরা। সম্ভবত ফ্যানশ্যকেও। আমরা এখনও জানি না রেকাবের ঝুলটা কে লম্বা করে দিয়েছিল।'

সুসানা তাকাল স্থির দৃষ্টিতে। 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না, মাইক ব্যারি। শ্যানিংকে পাকড়াও করার জন্য বাড গ্রেডনই আছে।'

'ওর কথা ঠিক, ব্যারি।' মার্ক লংডেনের বিশাল দেহখানা দরোজা জুড়ে দাঁড়াল। 'বাডকে সাহায্য করার জন্য ডস রিওসে সৎ মানুষের অভাব হবে না।'

'তুমি যথেষ্ট লড়েছ,' সুসানা যুক্তি দেখাল।'

কিন্তু মাইক জেদি। 'বিবাদটা ব্যক্তিগত, সুসানা। কোর্টে *আমার* দিকেই আঙুল তুলেছিল শ্যানিং। স্পেন্সকে পাঠিয়েছিল *আমাকে* খুন করতেই। *আমার* বন্ধুকে সে গুম করেছিল। সুতরাং লড়াইটাও *আমার।* শেষ মোকাবেলার দিনে ডস রিওসে বাডের পাশে থাকছি আমি।'

সুসানার কান্না অনুনয় কিছুই নিরস্ত করতে পারল না মাইককে।

সেপ্টেম্বরের পঞ্চদশ দিনে বিরাট এক গরুর পাল গানিসন পার করা হল। বানের তোড়ের মত ডস রিওসের মেইন স্ট্রিটে প্রবেশ করল পালটা। মুন মান্ডি পালের পুরোভাগে। আরও জনা বার রাইডারসহ বাক ড্যাল্ট হাঁকডাক করতে করতে পেছন থেকে গরু তাড়িয়ে আনছে। হাজার খানেক *এম এল* গরু বাছুর চলমান দেয়াল রচনা করায় ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল মেইন স্ট্রিট। প্রায় আধমাইল দীর্ঘ সেই স্রোত। শেষ গরু ফার্স্ট স্ট্রিট পেরোবার আগেই প্রথম গরুটা সিক্সথ স্ট্রিট অতিক্রম করল। ওদের গর্জনে মনে হল আজ বুঝি নরক ভেঙে পড়েছে শহরে।

ডস রিওসের মানুষরা এর আগে কখনও এত বড় গরুর চালান দেখেনি।

জনতা ফুটপাতে দোকানের দরজাজানলায় ভিড় করে দেখছে। কিন্তু মাত্র দুজন এই রাউন্ড আপের রহস্য জানে। সেই দুজন ব্যাংকের ওপরতলায় একটা ল-অফিস থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছে সব। 'ডেনভার কমিশন কোম্পানি,' লংডেন বলল, 'চেকটা সরাসরি তোমার নামে পাঠাবে রস্কো। আর ব্যাংক স্টক বিক্রি করে এটা পেয়েছি আমি।' ট্রাস্টিকে চেক হস্তান্তর করল র‍্যাঞ্চার। দুটো মিলিয়ে আমার ধারণা হয়ে যাওয়া উচিত।'

'আমার খাতায়,' গম্ভীর স্বরে বলল ড্রাম, 'তোমার হিসেব পরিষ্কার হয়ে গেছে, মার্ক। আমার মনে হয় না কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করবে।'

সেভেন্থ স্ট্রিটে কোনাকুনি বাঁক নিল ড্রাইভ, দক্ষিণপুবের একটা গলি ধরে স্টেশন অভিমুখে এগোল। উচ্চস্বরে ফরিয়াদ করতে করতে রেল রাস্তা পার হল গরুগুলো, শিপিং এরিয়ার দিকে এগিয়ে চলল যেখানে চল্লিশটা মালগাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

ন্যারোগেজ একটা এঞ্জিন ভোঁস ভোঁস করে কয়লার ধোঁয়া ছাড়ছে নাক দিয়ে। একেকটা গাড়ি বোঝাই হয়ে গেলেই সেটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাবে এঞ্জিন। পরের কয়েকটা ঘণ্টা স্টেশন গরুবাছুরের গর্জন আর মানুষের চিৎকারে গুলজার হয়ে থাকল।

স্টেশনের উল্টোদিকে, সানডাউন ক্লাবে, খদ্দেরদের পানীয় পরিবেশন করছিল চার্লি ডাউন্স। আজকের আলোচনার মূল প্রসঙ্গ বিফ শিপমেন্ট। গরুর হাঁকডাক আর গায়ের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। সবাই জানতে আগ্রহী মার্ক লংডেন কেন হঠাৎ নির্ধারিত সময়ের ছসপ্তাহ আগে চালান পাঠাচ্ছে।

দুজন লোকের ধারণা তারা এর কারণ জানে। বারের ওপাশে বন্ধ একটা কার্ড রুমে আছে ওরা। মালগাড়িতে গরু বোঝাই করা দেখছে জানলা দিয়ে।

বার্ট ক্রডি আকর্ণ হাসল। 'তোমার কথাই ঠিক হল, বস্। লংডেন পালাচ্ছে।'

মাথা দোলাল শ্যানিং। তার চেহারায় স্বস্তি। 'ও ইস্তফা দেয়ার পরই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর তড়িঘড়ি রাউন্ড আপ শুরু করায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম। আর ব্যাংকের স্টক যখন বেচে দিল তখন বোঝার বাকি থাকল না

কিছু। ভয়ে হাতপা পেটের ভেতর ঢুকে গেছে। তাই হাওয়া বদলাচ্ছে।'

'ব্লন্ট শহর ছেড়েছে?'

শ্যানিং আবার মাথা ওপরে নিচে করল। 'মাঝরাতের পর ও আমার জানলায় টোকা দিচ্ছিল। মনে করাল আজ পনেরই। জানাল ব্যারি দ্বীপে গিয়ে হাজির হয়েছিল ক্রডির বাকবোর্ডের পেছনে চেপে। তো, ওকে ওরা ঝেড়ে দিয়েছে। বলল মিডৌস নদীর ওপারে। তো আমি ওদের পাওনা মিটিয়ে দিলাম।' মৌতাত করে সিগারের ধোঁয়া টানল শ্যানিং, দৃষ্টি স্টেশনের লোডিং এরিয়ায়। ব্লন্টের রিপোর্ট তার শেষ দুশ্চিন্তারও অবসান ঘটিয়েছে। ব্যারি আর র‍্যান্ডালের লাশ মেসা লেকের তলদেশে, লংডেন ডস রিওস ছেড়ে ভাগছে। সে, ডেল শ্যানিং, এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কোণের টেবিলে সলিটেয়ার খেলছে আলবার্তো। ওর কোমরে যথারীতি পিস্তল ঝোলান। এ মুহূর্তে সে ব্যস্ত তার জীবনের প্রধান দায়িত্বপালনে ডেল শ্যানিংয়ের দেহরক্ষা।

দরজা খুলে গেল এবং একজন লোক ভেতরে ঢুকল। বলা যায় তাকে একরকম জোর করে ভেতরে ঠেলে দিয়ে দরজাটা টেনে দেয়া হল পেছন থেকে। শ্যানিং আর ক্রডি সবিস্ময়ে তাকাল লোকটার দিকে। ব্লন্ট! ব্লন্ট এখানে কেন? তার এতক্ষণে ক্রোশ দূরে চলে যাবার কথা!

তারপর ওর হাত দুটো লক্ষ করল ওরা। হাতকড়া পরান। ব্লন্টের চেহারায় আতঙ্ক, হোলস্টার ফাঁকা। 'ওরা আমাকে ধরে এনেছে!' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল সে।

'ওরা? *ওরা* আবার কে?'

'গ্রেডন আর...' দ্বিতীয় নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে থতমত খেল ব্লন্ট। মাইক ব্যারির নাম সে কীভাবে বলে যখন তাকে হত্যা করা হয়েছে এ খবর দিয়ে ইনাম সংগ্রহ করেছে।

পরের প্রশ্নটা করল ক্রডি। 'কোথায়?'

'ওখানে,' মাথা নাচিয়ে বার কামরাটা দেখাল ব্লন্ট।

পাঁই করে জানলার দিকে ঘুরল শ্যানিং। কাচ ভেঙে পালাতে নেবে এই সময় সে দেখল বাইরে দুজন লোক শটগান তাক করে আছে। এবার বার রুম থেকে একটা কণ্ঠস্বর হাঁকল, 'বেরিয়ে এস, ফ্র্যাংক ডেনবি। আলবার্তো, তুমিও।

বাড, ক্রডি তোমার। আলবার্তোকে আমি সামলাচ্ছি।'

কামরার ভেতর ইঁদুর কলে পড়া অবস্থা ডেনবি ওরফে শ্যানিংয়ের। ওরা জেনে গেছে সব। নিশ্চয় মার্ক লংডেন বলেছে। এবার উপায়? এক কোণে পিছিয়ে গেল সে। বাইরের ওই কণ্ঠস্বর তার চেনা। মাইক ব্যারি! অসহায় শ্যানিং তাকাল আলবার্তোর দিকে। ভাকুয়েরো এখন দাঁড়িয়ে, হাতে পিস্তল। 'আমাকে বাঁচাও; আলবার্তো!'

'কোন লাভ নেই! আমরা হেরে গেছি,' কুঁইকুঁই করল ব্লন্ট। সভয়ে দেয়ালের ধারে সরে গেল সে, হাতকড়ার আড়ালে মুখ লুকাল।

ক্রডি অপেক্ষাকৃত সাহসী। পিস্তল বার করে সে আলবার্তোর পাশে দাঁড়াল। 'হিম্মত থাকে তো ভেতরে এস, ব্যারি।'

দরজার ওপারে কবরের স্তব্ধতা। 'আমাদের আত্মসমর্পণ করাই বোধহয় ভাল,' ব্লন্ট মিনতি করল।

তারপর বার রুম থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। দরজার দিকে ধীরে এগিয়ে আসছে একজোড়া পা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

দরজার সামনে থেমে গেল শব্দ। শ্যানিং দেখল হাতল ঘুরতে শুরু করেছে। চিৎকার করে উঠল সে, 'ঝাঁঝরা করে দাও!'

প্রথমে আলবার্তো, তারপর ক্রডি, গুলি ছুড়তে শুরু করল পাগলের মত। প্রত্যেকেই তিনটে করে গুলি ছুড়ল। নবের আশপাশের কবাট ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

পরক্ষণে চেঁচাল ব্লন্ট। 'সাবধান! জানলা!'

কাচ ভাঙার শব্দের সাথে পলকে সেদিকে ঘুরল ক্রডি আর আলবার্তো। বাড গ্রেডন আর তার শটগানটা দেখতে পেল ওরা। বন্দুকের নল ভাঙার মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে।

এবার ক্রডির পিস্তল গর্জাল আগে, তারপর আলবার্তোর। পরক্ষণে উইনডো গানটা হুঙ্কার ছাড়ল দুবার। মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল ক্রডি। আর ঠিক তখুনি দড়াম করে খুলে গেল দরোজা, পা টেনে টেনে ভেতরে ঢুকল মাইক ব্যারি। 'তোমার খেলা খতম, শ্যানিং।'

'ওকে উড়িয়ে দাও!' আবার চিৎকার করল শ্যানিং। আলবার্তোর পেছনে আড়াল নেবার জন্য ঝাঁপ দিল।

আলবার্তো আর ব্যারি, দুজনেরই গুলি ফুটল একসঙ্গে। আওয়াজ আর ধোঁয়া মিলিয়ে যাবার পর দেখা গেল উভয়ই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। শ্যানিং পড়ে আছে মাটিতে, তার খুলির একপাশ উড়ে গেছে। দেহরক্ষীর উদ্দেশে ছোড়া বুলেটটা হজম করেছে সে নিজে।

অবশিষ্ট কাচ ভেঙে জানালা টপকে ভেতরে ঢুকল বাড গ্রেডন। দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল আলবার্তো, পিস্তলটা তুলে দিল গ্রেডনের হাতে।

মাইক যখন বাইরে এল ওর পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে আবার। সামনের সিঁড়িতে বসে ও দেখল শেষ মালগাড়িটা বোঝাই করা হচ্ছে। বাডের সাথে মাইক এখন শহরে ফিরবে।

ওখানে মিকার স্ট্রিটের বাসায় ওদের জন্য দুটি মেয়ে অপেক্ষা করছে। কাল র‍্যাঞ্চে যাবে ওরা জিমি র‍্যান্ডালকে দেখতে। সবকিছু স্থির হয়ে গেছে এখন, মাইক আর সুসানার মধ্যে। তারিখটা বাদে। আগে বিয়ে হবে বাড আর রোয়েনার।

রেল রাস্তার ভাটিতে মালগাড়ির সাথে এঞ্জিন জোড়া লাগাতে দেখল মাইক। একট্রেন গরু চালান যাচ্ছে ডেনভারে। গরুর হাম্বারবে জীবন্ত চল্লিশটা বগির সারি বেঁধে মেইন লাইন ধরে এগিয়ে আসা লক্ষ করে মাইক।

চাকা আর ফিশপ্লেটের ঘর্ষণের আওয়াজ কমতে কমতে অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে মিলিয়ে গেল ক্রমশ। মার্ক লংডেনের প্রায়শ্চিত্ত! আনকম্প্যাগ্রির বাঁক ঘুরল ট্রেন, দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল।

পরক্ষণে বয়স্ক হাড় জিরজিরে এক গাভী ছুটে এল রেল রাস্তার এপারে, বিলাপ করতে করতে দূরবর্তী উঁচু রিমরক পানে রওনা হল। সন্দেহ নেই, ভুলক্রমে ড্রাইভে সঙ্গী করা হয়েছিল ওটাকে। বাজারে বিকোবে না বলে শেষ মুহূর্তে বাদ দেয়া হয়েছে।

জানোয়ারটার প্রতি সমবেদনা অনুভব করে মাইক। ক্লান্তিকর দীর্ঘ যে পথে এসেছে সেই পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে গাভীটা। বরফশীতল নদী সাঁতরে পাহাড়ে উঠবে ওটা, সেখানে গ্র্যান্ড মেসার আকাশছোঁয়া সবুজ বনভূমিতে ওর সন্তানেরা রয়েছে।